দুষ্প্রাপ্য

দর্শন দীপিকা।

অর্থাৎ অস্মদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয নানা গ্রন্থ কারের অস্মদীয় আচার ব্যবহার ধর্ম্মের অভিপ্রায়ও তাৎপর্য্যার্থ সুগম বোধ নিমিত্ত।

২০*

বাগবাজার নিবাসি
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীগৌরমোহন ভট্টাচার্য্য দ্বারা
লিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৬৯।

সন ১২৫৪ সাল।

ইংরাজী ১৮৪৮ সাল।

inted by R RODRIGUES, at the Sumachar Chundrika Press

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং ॥

ভূমিকা।

বিবিধ বিদ্যানুশীলনতৎপর গণাগ্রে প্রাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন এই যে বর্ত্তমান দেশাধিপের প্রযত্নে ইদানীং অস্মদ্দেশে নানা বিদ্যাধ্যয়নে সাধারণের অনুরাগ উন্নত হইয়াছে, কিন্তু স্বদেশীয় বা ইংলণ্ডীয় শাস্ত্র তাৎপর্য্য গ্রহণের সুগমোপায় অপ্রাপ্ত বিধায় বিশেষতঃ অস্মদাদির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের প্রতি বর্ত্তমান রাজাভিপ্রায়ের মর্ম্মাবধারণ না থাকায় নিবিড়ান্ধকারে ভ্রমণকারি বিচক্ষণজনের প্রায় শ্রান্তি ভ্রান্তি দর্শনে ধর্ম্মারি মিসনরি-পাদরিগণ বিদ্যা দানচ্ছলে কৌশলে কৃতকার্য্য হইতেছে, একারণ বহু প্রযত্নে অত্র গ্রন্থে রাজ্যেশ্বরেরও ইংলণ্ডীয় লোকের অভিপ্রায় এবং খগোল ভূগোলেত্যাদি বিবিধ গ্রন্থের ও সুশিক্ষিত হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের অভিমতের সহিত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইল, তদবলোকনে

অস্মদ্দেশীয় বিদ্বদ্বৃন্দের ও শাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয় দিগের শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারসম্বন্ধীয় নানা সংশয় উচ্ছেদ হইয়া স্বজাতীয় শাশ্বদ্ধর্ম্মের ফলোদয হওনের সম্ভাবনা, অত্র সংগ্রহে যদি মদীয ভ্রম বশতঃ কুত্রচিৎ ভাবের ও বর্ণের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহা সুধীগণ কৃপাবলোকনে সংশোধন করিবেন ইতি।

১ঃ মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৫৪ সাল

হিন্দুসমাজ।

শ্রীকাশীনাথ বসু।

শ্রী৺তারিণীচরণ সার।
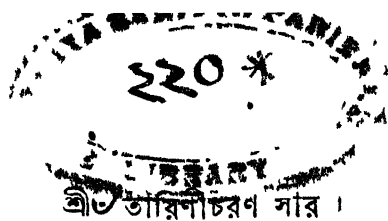
হিন্দুসমাজ।

পরমপূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত

দুর্গাদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী বাবু কালীকান্ত রায় চৌধুরী বাবু হরকুমার ঠাকুর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু উমেশচন্দ্র রায় এবঞ্চ বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাত্মা-মহাশয় শ্রীচরণ সরসীরুহ রাজেষু ।।

মহামহিমার্ণব

পরমপোষ্টৃবর শ্রীলশ্রীযুক্ত

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর রাজা

প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর বাবু আশুতোষ দেব বাবু প্রমথনাথ দেব বাবু বিশ্বেশ্বর দত্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ বাবু কালাচাঁদ বসু বাবু দেবনারায়ণ দেব বাবু জয়নারায়ণ মিত্র বাবু রামরত্ন রায় বাবু বৈকুণ্ঠ-নাথ রায় চৌধুরী বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক বাবু রামানন্দ মিত্র বাবু দুর্গা-প্রসাদ চৌধুরী বাবু বিশ্বনাথ দাস বাবু শিবচন্দ্র বসাখ এবঞ্চ বাবু দেবনারায়ণ সেন মহাত্মা মহা-শয় হিন্দু সমাজাধ্যক্ষবরেষু ॥

যথা বিহিত সম্বোধন বিনয়পুরঃ সর নিবেদনমিদং

প্রচলিত সনের ৪ আশ্বিন রবিবাসরীয় দিবসে উক্ত সমাজ স্থাপন হয়, ইতি পূর্ব্বে অস্মদাদির লিখিতাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে সমাজে-র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করণ পূর্ব্বে রাজ্যে-শ্বরের ইষ্টাপত্তি এবং ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার দোষ গুণ আর উপস্থিত কালের ব্যবহার ও বিদ্যা

শিক্ষার স্রোত• বৃদ্ধির সীমা এবং গবর্ণমেণ্টের ১৮৪৪ সাল ১ অকটোবরের অনুজ্ঞায় যে রীতি বদ্ধ হইয়াছে তদ্দ্বারা সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্রের প্রমাণাভাবে রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইবেক না এবং গবর্ণমেণ্টের আইনের দৃঢ়তা এযাবৎ বুঝিতে হইবেক যে সন ১৭৯৩ সালের নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ প্রতি ইঙ্গিত হইয়া ৪০ বৎসরান্তে উক্ত অনুজ্ঞা ব্যবহৃতা হইল উক্ত সাম্প্রদায়িক বৃত্তান্ত হিন্দু সমাজের এবং সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু জাতির স্বগোচর ব্যতীত কোন নিয়ম আচরণ করণ সহনা দুষ্কর হইবেক।

ইত্যবধানে মিসনরি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মবক্তা পাদরি ডফ্ সাহেব হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করণে ধন প্রাণ পণে উৎসাহি শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দেবকে লক্ষ করত সন ১৮২৭ সালে ২ অক্টোবর দিবসে হিন্দুধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচারে যদ্ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইবেক তদ্ধর্ম্ম স্থাপনাভিপ্রায়ে পত্র লিখিবাতে বহু সংখ্যক লোকের সহিত পরামর্শ করিবার বিলম্বে পাদরি সাহেবগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি ব্যক্ত করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন ইতোমধ্যে দেববাবুজী মহাশয়ের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরে ধর্ম্ম বিষয়ের বিচার• মৌখিক যুক্তি অসিদ্ধ প্রকাশ হ-

ইবায় বহুশ্রেণি ইংলণ্ডীয় বিদ্বান্ মহাশয়চয় অবধারণ করিলেন যে দুর্ব্বল হিন্দুধর্ম্ম কক্ষ্যক্ষম কদাচ নহে ইত্যাদি উক্তির সর্ব্বদা আন্দোলনো-পস্থিত হওত অস্মদাদিদ্বারা সন ১৮৩৬ সালে ধর্ম্ম বিষয়ে কএক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হওয়ায় বহুক-টাক্ষ ভাজন হইতে হইল। এতদ্বিধায়ে অস্ম-দাদির পরমাত্মীয় সুশিক্ষিত কতিপয় মহাশয়-দিগের আনুকূল্যতায় টী, পী, টুট্, সাহেব আ-য়রলেণ্ড দেশবাসী রোমন কেথলিক ধর্ম্মাশ্রিত উত্থিত হওত পাদরি সাহেবের ভবনের অনেকা-নেক ব্যুৎপন্ন হিন্দুবালক সমভিব্যাহারে বিচা রারব্ধ হইল। প্রতি শনিবার রাত্রে অস্মদাদির অর্থাৎ হিন্দুদিগের প্রশ্ন যে খ্রাইষ্টের দেবত্ব কি প্রকারে হইল ইহার সপ্রমাণ পাদরি সাহেব করুন্।

ক্রমশঃ উক্ত বিচার জনরবে বৃদ্ধি হইবায় পা-দরি সাহেব মৃত মথুরমোহন সেনের যোড়াবাগা-নের বাটীতে বিচার করণার্থ নির্ধার্য্য করিবাতে ইংলণ্ডীয় অত্র দেশীয় এবং ধর্ম্মপরিবর্ত্তক শত শতজন এবং বহুসংখ্যক হিন্দু উপস্থিত হইতেন তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে শিমুলিয়া নিবাসী ধন্য বসুবংশ জাত ৺ দেওয়ান ভবানীচরণ বসুজ ম-

হাশয়ের শুভক্ষণ জাত প্রপৌত্র বিংশতি বৎসর বয়স্ক বালক ইংরাজী সুশিক্ষিত প্রাণতুল্য শ্রীমান বাবু কৈলাশচন্দ্র বসু গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে হাস্যবদনে অমৃত তুল্য সুমিষ্ট বচনে ইংলণ্ডীয় ভাষায় বিচারের সূত্র গ্রহণে কএক রাত্র বক্তৃতা করিবায় মহামান্যবর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক গুণসাগর পাদরি সাহেব কর্ত্তৃক দেবত্ব সপ্রমাণাভাব উক্ত কালের ইংলিসমেন নামক সংবাদ পত্রে বিদিত হইল। তথাচ অস্মদাদি প্রাচীনকল্পের ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ এবং বাদানুবাদ প্রচলিত রহিল। কোন মহাশয়ের সহিত গত পৌষ মাসে উক্ত প্রসঙ্গে ইহাই কথিত হইল যে প্রবঞ্চনা মিথ্যা বাক্য পরদার পিতামাতা প্রতি অশ্রদ্ধা স্ত্রীপুত্রাপালন দোষ ৺গঙ্গাস্নানে ক্ষয় হয় যে শাস্ত্র এবং তাবদীয় কুকর্ম্ম করত কোন প্রতিমা পূজা করিয়া সমাজে ধার্ম্মিক পদ প্রাপ্তি হওন যে ব্যবহার ইহাই হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অতএব প্রজার চিরস্থায়ি কুব্যবহার রাজ্যের এবং রাজার উপকার অপিচ ব্রিটন দেশে সৎব্যবহার এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠায় স্বয়ং প্রবল ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে আর হিন্দুরাজ্য কেবল বিধর্ম্মাচারে দরিদ্র সাহস হীন হইয়াছে। অত-

এব আপন সন্তান ও প্রজার ভদ্রাকাঙ্ক্ষী রাজার উদ্যোগভঙ্গ করণাপেক্ষা অধিক মূর্খতা কি আছে। কিমাশ্চর্য্য অদ্যাপি হিন্দু প্রজাগণেরা রাজার অভিপ্রায় অনুবোধন করিলেন না ইত্যাদি।

সন ১৮২৯ সালে সতী নিবারণানন্তর জান রাস হচীনসন্ সাহেব সদরদেওয়ানী আদালতের বিচারপতি এবং আনরবিল হেনরি শীকস্পিয়র সাহেবের সহিত অস্মদাদির সর্ব্বদা উক্ত বৃত্তান্তে কথোপকথন ঘটনায় তাঁহাদিগের তত্রাভিপ্রায় ব্যক্ত হইত। অতএব উক্ত কদাচারিগণ ধার্ম্মিক পদবাচ্য নহে এবং গৃহস্থাশ্রমের আদি ধর্ম্ম পিতা মাতার সেবা ও স্ত্রী পুত্র পালন ইহাই হিন্দু শাস্ত্র সম্মত দৃষ্টি করাইবার বাসনায় অস্মদাদির পরম মান্য পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ভায়া মহাশয়ের অস্মদ্দিগের সহিত পুরুষ দ্বয়াবধি সৌহৃদ্যতা এবং বৈকুণ্ঠ বাসি বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রসাদে নানা বৃত্তান্ত শিক্ষা প্রাপ্তে এবং ফোর্ট উইলেম কালেজের তৎকালের প্রোফেসর অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় ও পারস্য ভাষা শিক্ষক সাহেবদিগের সহিত পরিচয়ে নানা উপকার লাভে অস্মদাদির জ্ঞানাধিগম্য প্রযুক্ত উক্ত অভিপ্রায়ের এক প্রশ্ন ভাষায়

লিখিত করত প্রেরণ করিবায় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ভায়া মহাশয়ের সহিত শাস্ত্র সম্বলিত মতের অনৈক্য নানা প্রকারে বহু কালাবধি ঘটনা আছে। এবং ইদানীন্তন স্বীয় সন্তামদিগের ব্যবহারে অপ্রীতি চিত্তের বৈরক্তি জন্য দেশ কাল পাত্র অনবলোকনে প্রশ্নের উত্তর লিখিলেন। যদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইল্ল যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের রাজার অভিপ্রায় সুগোচরাভাবে এবং হিন্দু সমাজ অর্থাৎ হিন্দু মণ্ডলীর সংপূর্ণরূপে সামুদায়িক বৃত্তান্ত বিজ্ঞানাভাবে সদুপায় হইবেক না। যেহেতুক উচ্চাটন বশীকরণ ক্রিয়া তাদৃক স্বস্ত্যয়নে সাফল্য দৃষ্ট হইতেছে না। রাজ্যেশ্বরের সহিত শক্রতা অসম্ভব এবং অধর্ম্ম ইহা মনু ভূয়২ কহিয়াছেন অতএব যুক্তিসিদ্ধ উপায় অকরণে হিন্দুধর্ম্ম উত্তরোত্তর গ্লানিকর হইবেক। যেহেতুক প্রাচীন কল্পের লোক অল্প এবং নব্য কল্পের লোক বহু অংশ চিরকাল ঘটিয়াছে। কলিতে ধর্ম্ম বিনাশ হইবেক যে কহেন ইহা কদাচ বেদের অভিপ্রায় নহে ইহাও পশ্চাৎ লিখিত হইবেক। অথচ কলিতে একাক্কার হইবেক অস্মদাদির কহাতে মিসনরিগণের পক্ষ হিন্দুধর্ম্ম প্রতি দোষার্পণ করণের বহুতর সুচারু উপায় হইতে-

ছে অতএব তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি স্বীয় আক্ষেপ সহ যে পত্র লিখিলাম ঐ পত্রের ছলে সাধারণ হিন্দুমণ্ডলের অনায়াসে দৃষ্টি হওনেষ্টাপত্ত্যর্থে এবঞ্চ সমাজে বিবেচনা ও কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য অবধারণার্থে নিম্ন লিখিত প্রকরণ সংগ্রহ বঙ্গভাষায় বাচনিক প্রমাণ এবং তদ্ভাষা লিখিত হইল ॥

প্রথম খণ্ডে ।

ফৌর্ট উইলেম কালেজ অর্থাৎ অত্র দেশীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনানন্তর দ্বিতীয় সমাজপতি ১৮০৮ সালে যথা ৪০ বৎসর গত প্রায় ইংলণ্ডরাজ্যে স্বীয়াভিজ্ঞায় ব্যক্ত করেন যে হিন্দুস্থান রাজ্যের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন ব্যতীত কদাচ উত্তমতা হইবেক না তদুত্তরে হিন্দুধর্ম্ম সাপক্ষ গুপ্ত নামক কশ্চিৎ মহাত্মা লিখেন যদ্দারা হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসা এবং ইদানীন্তন যাহা ধর্ম্ম গ্লানি হইয়াছে তাহা বিদ্যা শিক্ষায় সংশোধন হইবেক ভবিষ্যৎ কথিত করেন যথা ইংরাজী এবং বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইল।

পরে সন ১৮১৩ সালে কোম্পানি বাহাদুরের ইজারা কালীন লার্ড বিসপ কলিকাতায় স্থাপন

হওত হিন্দু যবনাদির সধর্ম্ম দৃষ্টে যে ধর্ম্ম শিক্ষা হয় তদ্বৃত্তান্ত ইংরাজী এবং বঙ্গ ভাষায় প্রকটিত হইল ॥

পশ্চাৎ সন ১৮১৬ সালে অর্থাৎ ৩২ বৎসরাবধি হিন্দুকালেজ স্থাপন এবং সচ্চরিত্র হওন নিমিত্তক হিতোপদেশ ইত্যাদি যে যে প্রকরণ শিক্ষা হয় সাধারণের বিবেচনার্থে ভাষায় কিয়দংশ লিখিত হইল ॥

তৎপরে ১৮৪১ সালে আনরবিল্ ইলফিনিষ্টন সাহেব মাদ্রাজ রাজ্যের গবর্ণর প্রায় ৭ বৎসর গত হইল বহুপরিশ্রমে সর্ব্ব দেশ ভ্রমণে হিন্দুর মূল শাস্ত্র প্রশংসা পুরাণের প্রতি কটাক্ষ সংগ্রহকারেরা স্বীয়২ অভিপ্রায়ে হিন্দুর মূল ধর্ম্ম ভ্রষ্ট কারক তৎকারণে ধর্ম্ম ও ব্যবহারের গ্লানি ইত্যাদি লিখিত করেন যে পুস্তক ইংলণ্ড রাজকার্য্যকারী সমূহের বিধি স্বরূপ মান্য অতএব তাহার প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত সামুদায়িক ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইল।

তদনন্তরে হিন্দুকলেজ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের হিন্দুধর্ম্ম প্রতি অভিপ্রায় এবং উপস্থিত কালে বিদ্যা শিক্ষা হওত যে যে গুণ এবং দোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন তত্তাবদ্বৃত্তান্ত হিন্দু সংবাদ

বাহক নামক সমাচার পত্র যাহা সুশিক্ষিত হিন্দু মহাশয় সমূহের কৃত তদ্দ্বারা মক্ষিকা ভক্ষণে উদরস্থ আহারীয় বস্তু নির্গত প্রায় অভিপ্রায় সাম্প্রদায়িক ব্যক্ত হইয়াছে অতএব কিয়দংশ উক্তপত্র হইতে ইংরাজী এবং বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইল যেহেতুক সাধারণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচ্য বৃত্তান্ত অবধারণ হইবেক. এবং উপস্থিতাচারের. প্রতি মন্তব্য লিখিত হইয়াছে ॥

পরে নানা খণ্ডে।

১ মূল ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থাৎ মন্বাদি প্রণীত সংহিতার গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্মাচরণের কাল বিভাগ এবং গৃহস্থাশ্রমে বিদ্যা শিক্ষার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ তর্পণ ও শ্রাদ্ধ মহাস্বস্ত্যয়ন স্বরূপ এবং যুক্তিযুক্ত তাৎপর্য্য যাহা সুশিক্ষিতগণের বিশ্বাস যোগ্য বৃত্তান্ত ইত্যাদি সবচন এবং ভাষার্থে ভাষিত হইল। (উক্তাভিপ্রায়ে ভগবদ্গীতা) ॥

তদনন্তরে যবন রাজার হিন্দু প্রতি কথিত যথা এবং আকবর বাদসাহ দিল্লীশ্বর যাহাকে জগদী-

শ্বর বা দিল্লীশ্বর কথিত হইত এবং মুকুন্দ ব্রহ্ম-চারী প্রয়াগের জ্ঞানবাপীতে প্রাণ ত্যাগ করত দিল্লীশ্বর হইয়াছেন ইত্যাদি কথিত হইত উক্ত বাদসাহের সপ্রমাণ বৃত্তান্ত সকলের বিজ্ঞনার্থে লিখিত হইল॥

২ শাস্ত্রের মান্যতার প্রমাণ এবং ভাষা লিখি-ত হইল॥

৩ শূলপাণি এবং রঘুনন্দন কর্ত্তৃক সংগ্রহদ্ব-য়ের কিয়দংশ সংস্কৃত এবং ভাষা সহিত লিখিত হইল যদ্দারা সংগ্রহের অভিপ্রায় সাধারণে বিবে-চনা হওত মূল সংহিতা ইদানীন্তন প্রাপ্ত হইবায় নানা সংশোধন সম্ভাবনা হইবেক॥

৪ কলিকাল পক্ষ মন্বাদি ঋষির অভিপ্রায় এবং কলির ধর্ম্মবক্তা পরাশরের বচন এবং স্মার্ত্তের সংগ্রহের এবং নানা শাস্ত্রাভিপ্রায় বচন সহ ভা-ষায় অনুবাদিত হইয়াছে॥

৫ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রকরণ মন্বাদি মহর্ষির বচন ও অভিপ্রায় এবং হিন্দুস্থানের পদ্ধতি ও রীতি গঙ্গায় মৃত্যু মহাত্ম্য বিল্বমূলে মৃত্যু মাহাত্ম্য এবং তুলসীপত্র ধৃত মৃত্যু মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বচন ও তদ্ভাষা এবঞ্চ রাজা ও উপস্থিতকালের কটাক্ষ সহিত বিলিখিত হইয়াছে॥

৬ মন্বাদি প্রণীত আজ্ঞা অপালনে উপস্থিত কালের ক্লেশ বৃদ্ধির বচন ও ভাষা উল্লিখিত হইয়াছে ॥

৭ শ্রাদ্ধ মাহাত্ম্য নামক মনু বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি মহর্ষির উক্তি মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বোক্তি শূলপাণি কৃত শ্রাদ্ধ বিবেক এবং রঘুনন্দন কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্ব বচন ও তদ্ভাষা লিখিত হইল ॥

৮ স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম মন্বাদি উক্ত এবং তদভিপ্রায়ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রমাণ বিধবা স্ত্রীলোকের উচিত ধর্ম্ম উপস্থিত ব্যবহারের শাস্ত্র বহু যুক্তি সহ তৎপ্রমাণ এবং ভাষা উদ্ধৃত হইল ॥

৯ পুত্র ধর্ম্ম অর্থাৎ মাতা পিতার প্রতি কর্ত্তব্য ধর্ম্ম প্রমাণ এবং ভাষায় লিখিত হইয়াছে ॥

১০ বিদ্যা শিক্ষার মাহাত্ম্য বচন এবং ভাষা ॥

১১ মন্বাদি উক্ত এবং পৌরাণিকোক্ত দান বচন এবং ভাষা ॥

১২ পাপ পুণ্য বিবরণ প্রমাণ এবং ভাষা ।

১৩ গৃহাশ্রম ধর্ম্ম দিবারাত্রি কর্ত্তব্যতা নিয়ম মন্বাদি মহর্ষির বচন এবং তদভিপ্রায়ে পৌরাণিক ব্যবহার সপ্রমাণ ভাষায় লিখিত হইয়াছে ।

এবং দলাদলি যাহা প্রচলিত হইয়াছে ইহাও মন্বাদির অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

১৪ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃতদুর্গোৎসব প্রকরণ বচন এবং তদ্ভাষা॥

১৫ মঠ প্রতিষ্ঠা বচন এবং ভাষা॥

১৬ ব্রততত্ত্ব বচন এবং ভাষা॥

১৭ পুরুষোত্তম তত্ত্ব বচন এবং ভাষা॥

১৮ বিদ্যা প্রশংসা বচন এবং ভাষা॥

১৯ নাস্তিক শব্দার্থ প্রমাণ এবং ভাষা।

২০ টীকাকারের ইষ্টাপত্তি প্রমাণ এবং ভাষা।

২১ উপস্থিত কালের নানাপ্রকার বৈষ্ণবতাচরণ॥

২২ কর্ত্তা ভজন বৃত্তান্ত যদ্দ্বারা দেশের দোষ ও গুণ বিবেচনা হইবেক তদ্ভাষা॥

দান প্রকরণ বচন এবং ভাষা।

২৩ রাজার ধর্ম্ম ও ব্যবহার মনূক্ত সাধারণের বিজ্ঞানে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞানার্থে এবং ইংলণ্ডীয়দিগের উক্ত বিবরণ শাস্ত্র বিহীনে মনু আজ্ঞা পালন করিতে হইতেছে তদ্বচন এবং ভাষা লিখিত হইয়াছে। দৈহিক ব্যবহার কর্ত্তব্যতা এবং দ্রব্যগুণ বচন এবং তদ্ভাষা॥

ইংলণ্ডীয় সচরাচর ঔষধ প্রকরণ তদ্ভাষা।

২৪ শারীরিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আয়ুর্ব্বেদোক্ত বচন এবং ভাষা যদ্ব্যবহারে রোগ ঘটনা সম্ভাবনা নহে ॥

২৫ বাণিজ্য ও বিচার হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সকলকে ব্যবহার করিতে হইতেছে ইহার বচন এবং ভাষায় সংকলিত হইয়াছে ॥

২৬ পরম ধর্ম্মাচার অর্থাৎ পরমার্থ সাধন হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি এবং পুরাণ ও তান্ত্রিক বচন ও যুক্তি এবং বাক্যার্থ লিখিত হইয়াছে ॥

ইত্যাদি সাধারণের বিজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞতা দূরীকরণ অভাবে মিসনরির সহিত বাদানুবাদ ক্ষম হওয়া হয় না ইতি ॥

হিন্দুধর্ম্ম অবিরোধ যুক্তি হিন্দুসমাজে নিবেদন যথা।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বৃত্তান্তে মূসা আদি বক্তা রূপে গণিত।

সংশোধিত ধর্ম্ম অর্থাৎ অন্তভাগ।

THE BOOKS OF NEW TESTAMENT

উক্ত পুস্তক প্রায় হিন্দুবালকগণের বিশেষ পাঠ করিবার তাৎপর্য্য যে ইংলণ্ডীয় মহাশয়-দিগের নিকটে বিদ্বান্ প্রতীতি হওন তদ্ধর্ম্মশা-স্ত্রানভিজ্ঞ জনের হইবার নহে এবং স্বীয় বিদ্যা প্রকাশ করণ মানসে যে কিছু লিখন পঠন কর্ত্তব্য প্রায়ই উক্ত গ্রন্থানুসারে অনিবার্য্য দৃষ্টান্তেত্যাদি দিতে হয়। আলাপ ও ব্যবহারে সর্ব্বদা উক্ত বিবরণ কথা হইয়াছে এবং ইংরাজী শাস্ত্র শি-ক্ষাব্যতীত জীবনোপায় হইবার নহে উপস্থিতা-বস্থায় বাইবেল পাঠ নিষেধ কদাচ সম্ভাবনা হই-বেক না যেহেতুক বহুকালাবধি প্রাচীন মহাশয়রা স্বীয় সম্ভ্রমার্থে বাইবেল অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন হিন্দুসমাজে অবকাশ প্রাপ্তে র-বিবার পার্ব্বণ তুল্য গণ্য হইয়াছে। পরিচ্ছদ আ-

হাব ব্যবহার স্বাভাবিক প্রায় হইয়াছে তদ্দ্বারা উপলব্ধি হয় যে ইংলণ্ডীয় ধৰ্ম্ম এবং হিতোপদেশ হিন্দুশাস্ত্রহইতে গৃহীত তাহাঁদিগের কথিত যে সকল ব্যবহাব নহে তৎসাম্প্রদায়িক বেদোক্ত ব্যবহার আচার কবিতে হইতেছে ইহাও স্পষ্ট দর্শাইতে পারিলে মিসনরিগণকে গগণে দর্শন করিতে হইবেক এবং রাজ্যেশ্বরের হিন্দুধৰ্ম্ম প্রতি এতাদৃশ তাচ্ছল্য থাকিবার সম্ভাবনা কদাচ রহিবেক না যেহেতুক সচ্চরিত্র হওন ইষ্টাপত্তি খ্রীষ্টীযানের সৎচবিত্র শিক্ষা কবাণাভিপ্রাযে অধিক যত্নবান হইয়াছেন যদনুসঙ্গিক মিসনরিগণকর্ত্তৃক ধৰ্ম্ম নষ্ট হইতেছে অতএব হিন্দুধৰ্ম্মোক্ত প্রকবণ গ্রহণানন্তরে খ্রীষ্টীযশাস্ত্র হইযাছে দৃষ্ট করাইলে দ্বিরুক্তি হইবেক না বিশ্বাষ জন্মিতেছে এবং হিন্দু বালকের মনোভ্রংশ কোন অংশে হইবেক না এতদ্ধেতুক ধৰ্ম্মবিচার দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত বিবরণ সমাজের বিজ্ঞানার্থে লিখিত হইল।

যত্তাৎপয্যার্থে ধৰ্ম্মবিচারনামক অর্থাৎ রাজা এবং প্রজার ধৰ্ম্ম সাধারণের দৃষ্ট এবং বিচার হওনাভিপ্রাযে প্রথমতঃ সৃষ্টি প্রকরণ বিজ্ঞান কুসুমাকর নামক সংগ্রহ যাহা অস্মদাদির সংগ্রহ গণিত হইয়াছে এবং ধৰ্ম্মবিচারনামক মূসা কথিত সৃষ্টি

প্রকরণ ভাষায় লিখিত হইল অত্রাভিপ্রায় যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ মূসাকথিত শাস্ত্রহইতে উৎকৃষ্ট দেখাইতে পারিলে কদাচ হিন্দুধর্ম্ম প্রতি কটাক্ষ সম্ভাবিত হইবেক না৷ ধর্ম্মবিচার প্রথম পুস্তক মূসাকথিত দশমাধ্যায়পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় পুস্তক নিউটেষ্টিমেণ্ট অর্থাৎ সংশোধিত ধর্ম্মের বহুসঙ্খ্যক উপদেশ এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তত্র উপদেশ দর্শান হইল।

বিজ্ঞাপন।

অত্র সংগ্রহকরণে লেখকের বেতন মুদ্রাঙ্কণ এবং পণ্ডিতের পারিতোষিক ইত্যাদিতে ব্যয় অধিক হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বিরচিত শব্দ কল্পদ্রুম অভিধান হিন্দু সাধারণের এবং পণ্ডিতবর্গের অপার উপকারক সাধারণে দাতব্য হইয়াছে কিন্তু উক্ত অভিধান প্রতিখণ্ড ২৫ পঞ্চবিংশতি মুদ্রায় কেচিৎ২ গ্রহীতা মহাশয় বিক্রয় করত রাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। অস্মদাদির প্রত্যক্ষে পণ্ডিত প্রধান মহাশয়ের অট্টালিকায় স্বীয় বৈঠক স্থানে উক্ত ৫ খণ্ড অভিধান রক্ষিত হইয়াছিল ইতোমধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থ দৃষ্টে কহিলেন কিমাশ্চর্য্য এতাদৃশ মহামহোপাধ্যায়ের গৃহে শূদ্রকৃতাভিধান বিন্যস্ত হওয়া দোষাবহ প্রত্যুত্তর স্থলে কথিত হইল যে ভূপতি দলপতি যত্ন পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন কি করা যায় প্রাপ্ত্যবধি তথায় রক্ষিত আছে তৎক্ষণাৎ উক্ত অভিধান বিতরণ হইল। উক্তাভিধান প্রাপ্তে অত্র সংগ্রহ উপকার ও সহকারিতা স্বীকার অকরণে অভাজ-

নতা দোষ প্রাপ্তি ক্ষালন প্রযুক্ত ভূরিং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে যে বিষয় অনুসন্ধান কর্ত্তব্য মনন হইয়াছে শব্দকল্প বৃক্ষতলে তৎফল তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তি হইয়াছে এবম্ভূত মহোপকারিকা পুস্তী শূদ্রের কৃত কথিতে দৃষ্টি যোগ্য নহে নিশ্চিত করিয়াছেন এবং অস্মদাদির সহিত অত্রবিষয়ে অনৈক্য ও মতান্তর মাত্র। 'এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা' কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কৃত রসেলাস্ ইংরাজী পুস্তকের ভাষা জান্‌সন্ সাহেব রচিতাভিপ্রায় স্বীয়বুদ্ধির গোচর করতঃ বঙ্গভাষায় লিখিতে রাজা বাহাদুরের পরিশ্রম এবং মুদ্রাঙ্কিতের ব্যয় এতদ্দেশীয় গ্রহীতাগণ ক্ষণকাল কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্য শ্রবণ হয় নাই কিন্তু মহামতি বহু ভূপতি স্তুতি পূর্ব্বক পারিতোষক প্রদানে সম্ভ্রম প্রদান করিয়াছেন ॥

অস্মদাদি' উক্ত সংগ্রহ ব্যয় পরিশোধনার্থে এবং হিন্দুশাস্ত্রালোচনা চিরদিন অনিবারিত হয় অস্মদাদির অভিপ্রায়ের আনুকূল্যতা প্রয়াসে স্বীয় রচনার মূল্য অত্যল্প নিরূপণ করিলাম গ্রাহক দৃষ্টে স্বীয় পরিশ্রম সার্থক হইবেক ॥

কায়স্থ বিবরণ।

যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু এবং শঙ্খঋষির বচনানুসারে রাজকর্ম্মকারী রাজবল্লভ এবং উক্তাভিপ্রায় পদ্মপুরাণে চিত্রগুপ্ত মসীজীবী কায়স্থবংশের পূর্ব্বপুরুষ এবং মনূক্ত গুণ বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় জাতির তুল্য বর্ণ নির্ণয় হয় তদ্গুণে সর্ব্বশাস্ত্রাধিকারী কায়স্থ বংশ্য ইহাতেই আবহমান সকল বর্ণ কায়স্থ হইতে প্রথম অক্ষর শিক্ষা করিতেছেন কায়স্থ ধর্ম্ম সংগ্রহনামক অস্মদাদিকর্ত্তৃক পূর্ব্ব সংগ্রহের পঞ্চম সংখ্যায় সংগ্রহ হইয়াছে যদ্দৃষ্টে কায়স্থ শূদ্র নহেন এবং অত্র দেশাগত পঞ্চ সুব্রাহ্মণ ছিলেন বিশেষ বিজ্ঞান হইবেক॥

সমাজ প্রতি নিবেদন।

অস্মদাদি কৃত গৃহাশ্রম ধর্ম্ম পতি পত্নীর ধর্ম্ম পুত্রধর্ম্ম শ্রাদ্ধ মাহাত্ম্য ইত্যাদি পুস্তক হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত মহাশয়দিগের দৃষ্টি গোচরে মনোনীত হইয়াছে প্রশংসিত সুশিক্ষিত শিমুলিয়া নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীলশ্রীযুক্তবাবু তারকনাথ ঘোষজ ডিপুটী কালেক্টর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখন যথা।

BABOO CASSINATH BOSE.

Dear Sir,

The work on the essence of the Hindu Religion, which you did us the honor to peruse, is indeed very good in its own way, and is well calculated to convey an idea of the Hindu Religion to those who are unlearned in its tenets; our countrymen, whoever the most reputed scholar excepted, manifest a degree of ignorance in the principles of their own Religion, which it is not only desirable to remove, but necessarily imposes a duty on those who have dis-crimation to counteract the evil; if therefore the present publication be at all instrumental to shed a light among them, on this head. We think that the trouble and expense of the undertaking will be amply repaid.

We are, yours very sincerely.

TARUCK NATH GHOSE.

HURRO MOHUN CHATTERJEA.

10th November, 1847.

শ্রীশ্রীরামঃ।

শরণং।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ভায়া মহাশয় পাদপদ্মেষু।

প্রণাম পুরঃসর শ্রীচরণদ্বয়ে নিবেদন। গত ১৭ পৌষে যে প্রশ্ন প্রেরিত হইয়াছিল তাহায় তাৎপর্য্য ইহাই ছিল যে ইংলণ্ডীয় রাজ্যেশ্বর হিন্দুদিগের অসচ্চরিত্র অনুবোধনে এ দেশে সংশোধন হওত সচ্চরিত্রান্বিত হয়েন প্রযুক্ত নানা বিদ্যালয় স্থাপিত করত বহু হিন্দুবালকদিগকে সুশিক্ষিত করাইয়াছেন যদ্দারা যাঁহারদিগের ব্যবহার শোধিত প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করত বহু বিশ্বাস করিয়াছেন এবং সাধারণ অর্থাৎ ইংরাজী সুশিক্ষিত ব্যতীত প্রাচীনকল্পের হিন্দুদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ শূন্য পদে গণনা করেন এবং ইহার হেতু ইহাই কহেন যে

প্রাচীনবর্গে যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগে অযথার্থ ধর্ম্ম করেন যথা পিতামাতার সেবা স্ত্রীপুত্র পালন সত্যবাদি হওন প্রবঞ্চনা রহিত হওন পর স্ত্রী হরণেচ্ছারহিত হওন ইহাই প্রথম ধর্ম্ম। অতএব প্রাচীনকল্পের অবিজ্ঞতাতে স্বীয় খ্যাতি বাসনায় অন্য ক্রিয়া করিয়া ধার্ম্মিক পদ বাচ্য হয়েন মাত্র। অত্র অবস্থায় আমার তাৎপর্য্য ইহাই ছিল যে হিন্দুপণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা এমত নহে অর্থাৎ উক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ অন্য ধর্ম্মে যে ধর্ম্ম হয় এমত ব্যবস্থা তাঁহারদিগের নহে ইহাই দৃষ্ট করণাভিপ্রায়ে প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছিলাম ইহাতে মহাশয় উত্তরচ্ছলে রাগান্বিত হওত নানা শ্লেষ উক্তি পূরিত করিয়া ব্যবস্থা যাহা লিখিয়াছেন তদ্দৃষ্টে উপস্থিত কালের শিক্ষিত যুবক সমূহের গ্রাহ্য মাত্রই হইবেক না এবং দেশকাল পাত্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বিবেচ্য ইহার প্রতি অলক্ষ করত লিখিত করিয়াছেন।

প্রথমত ইদানীন্তন শূদ্রতনয়সকল বিচারপতি হওত দায়ভাগ মিতাক্ষরাদির ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের বিবাদ মীমাংসা করিতেছে ইহা সকলে পরমাহ্লাদিত হওত স্বীকার করিতেছেন এবং ব্যবস্থাপক পদ সৃষ্টির আদিপর্য্যন্ত মহাশ-

য়দিগের ছিল ইহা চিরকালের জন্যে রহিত হইল। অত্র ধ্বংসাবস্থার কারণ ব্যবস্থার গোলোযোগ ইত্যাদি। ইহাও বিশিষ্টরূপে স্মরণ থাকিবেক ইতি পূর্ব্বে হিন্দু ও যবন পণ্ডিতের হস্তে আদালতের বিচারার্পণ করত সুশৃঙ্খলা না হওত ক্রমশ উক্ত পদচ্যুত হইল। কিন্তু ইদানীন্তন উক্ত বালকদিগের হস্তে স্বীয় জাতির উপর বিচার কর্ত্তৃত্বের ভারার্পণ হইল। এবং চিকিৎসা শাস্ত্র পঠনে তাহারদিগের প্রতি এতাদৃশ বিশ্বাস হইয়াছে, যে স্বজাতির প্রাণ অর্থাৎ সৈন্য শ্রেণির চিকিৎসক পদে অত্র দেশীয় বালকগণ নিযুক্ত হইয়াছে ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

৺ শ্রীরঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত সংগ্রহ অত্র দেশে প্রায় ৩৫০ বৎসরাবধি প্রচলিত হওয়াতে প্রায় দশম পুরুষাবধি পাঠে মহাশয়দিগের পাণ্ডিত্য ছিল ইদানীন্তন সংস্কৃত পাঠশালায় বহু পণ্ডিতের সম্মতিক্রমে রহিত হইয়া প্রাচীন মন্বাদি স্মৃতি পাঠ্য হইল ইহাতে পাঠক নব্য স্মৃতি অধ্যায়ী পণ্ডিতবর্গের পাঠ পরিশ্রমের প্রতি বিফল হইল। ইহাও অনুবোধন করত স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমান রক্ষা করণের কোনহ উপায় করিতে ক্ষমবান্ হইলেন না। এই

ক্ষণে বিষয়ি লোক যদি স্বীয় কর্ম্মের বৃত্তান্ত কিছু জানিবার প্রার্থনায় কোনহ প্রশ্ন করে রাগবশত যে উত্তর করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রতি বালককর্ত্তৃক হাস্যাস্পদ আশঙ্কা হইতেছে দৃষ্ট করিতে আজ্ঞা হয়।

প্রশ্নকারির প্রথমত প্রশ্ন ইহাই ইংলণ্ড রাজ্যেশ্বর এবং খ্রীষ্টিয়ান মাত্রই এবং ইংরাজী সুশিক্ষিত বহু হিন্দু মহাত্মার হিন্দু শাস্ত্রের ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃত্তান্ত অভাব নিশ্চিত অনুবোধনে সংশয় ঘটনা হইয়াছে। অতএব উক্ত সংশয় চ্ছেদনার্থে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন সমূহের প্রত্যুত্তর প্রদান আজ্ঞা হইবেক॥

ইহার উত্তরে মহাশয় লিখিত করিয়াছেন যথা।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় রাজ্যেশ্বর এবং খ্রীষ্টিয়ান ব্যক্তি সকল হিন্দু শাস্ত্রে ম্লেচ্ছপদ বাচ্য। ইহাতে সম্প্রতি লিখনাভিপ্রায়ে পূর্ব্বে খ্রীষ্টিয়ান লোক ও ম্লেচ্ছ ছিল না ইহাই বোধগম্য হয় নচেৎ সম্প্রতি বাক্য লিখিত হইত না। সে যাহা হউক ম্লেচ্ছ শব্দ লিখিবার তাৎপর্য্য ইহাই যে ঘৃণিত অন্ত্যজ জাতি বেদশাস্ত্রবহিষ্কৃত যাহা বালিকা স্ত্রী জাতিও জ্ঞাত আছে এবং হিন্দুমাত্রই ইহা কহিয়া থাকে কিন্তু তথাচ সেই ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক

ধন প্রাণ রক্ষা হিন্দু মাত্রকেই করিতে হইতে-ছে। বেদাজ্ঞাপেক্ষা সহস্র গুণে রাজাজ্ঞা বহন মহাশয় স্বয়ং করিতেছেন যথা মধ্যাহ্নকালের সন্ধ্যা বেদাজ্ঞা হেলকে ম্লেচ্ছ আজ্ঞা বহনে যাইতেছেন অথচ ম্লেচ্ছ অন্ত্যজ কহিতেছেন ইহাকেই উপ-স্থিত কালের সুশিক্ষিত্ত ব্যক্তি মিথ্যাচার এবং ধর্ম্ম ব্যবহারাভাব কহে। যেহেতুক অধর্ম্মাচার বিশেষ ইহাই যে মুখে এক বোল কর্ত্তব্য ভিন্ন।

তৎপরে মহাশয় লেখেন যথা।

তথা যে হিন্দুব্যক্তি ইংরাজীমাত্র সুশিক্ষিত স্ব-জাতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদক কোন হিন্দু শাস্ত্রের সহিত বহুপুরুষাবধি শব্দমাত্র পরিচয়েতেও হীন সে ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রে পাষণ্ড শব্দ বাচ্য হয়। অতএব ম্লেচ্ছ পাষণ্ডাদির হিন্দুশাস্ত্রের ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃত্তান্তের অভাব নিশ্চয় বহুকালাবধিই আছে যে-মন বেশ্যার এক পতিপরায়ণতার অভাব নিশ্চয় প্রায়ই থাকে তাহাতে যথার্থ ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের কি ক্ষতি। জন্মান্ধ ব্যক্তির সূর্য্যজ্ঞান না হইলে যেমন সূর্য্যের ও তদ্দর্শন কর্ত্তার কোনং ক্ষতি নাই। কোনং হিন্দুজাতীয় ইংরাজী শাস্ত্র অধ্য-য়ন করিয়া তামসগুণ সম্পাদক বস্তু ব্যবহারে ম-

হাভিমানী হইয়া হিন্দুশাস্ত্রীয় দশ পাঁচ টা বচনের পূর্ব্বাপর বিফল মীমাংসাদি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সংগ্রহ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অর্থ সামান্য পণ্ডিতের নিকট জ্ঞাত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করেন সে কেবল পণ্ডিতের নিকট হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।

অত্র লিখনে বালকেরাও অজ্ঞতা ও যুক্তিবিরুদ্ধ প্রলাপ ও মিথ্যাচার বাক্য বিশিষ্ট রূপে ধৃত করত অবজ্ঞা করিবেক ইহাতেই অস্মদাদির রোদনাস্পদ হইল।

প্রথমত ম্লেচ্ছ ও পাষণ্ড শব্দবাচ্যের অর্থ যাহা করিয়াছেন অর্থাৎ ইংরাজী শাস্ত্রমাত্র সুশিক্ষিত স্বজাতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদক কোনহ হিন্দু শাস্ত্রের সহিত বহুপুরুষাবধি পরিচয়েতেও হীন যে কথিত করিয়াছেন ইহাকেই গগণ পুষ্প ঘোটকের শৃঙ্গ সর্পের পঞ্চ পদ ইত্যাদি প্রলাপ কথিত হয় যেহেতুক এমত ঘটনা কস্মিন্ কালেও হয় নাই ও হইবারও নহে।

আদৌ অজ্ঞতা প্রাপ্ত ইহাই যে ইংলণ্ডীয় রাজা ইংরাজী সন ১৭৬৫ শালে এতদ্দেশে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন ৯২ বৎসর গত হইতেছে মাত্র। ইহাতে

বহু পুরুষাবধি হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞতা কথন বুদ্ধির বহিষ্কৃত কথা।

দ্বিতীয় ৺ রাম২ মিশ্র মহাশয় রামরত্ন ঠাকুর মহাশয় রামকানাই ঘোষাল মহাশয় জনাই গ্রাম নিবাসী জগমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ইংরাজী সুশিক্ষিত হয়েন ঞিঁহারা ধার্ম্মিক পদ-বাচ্য বিশিষ্ট ছিলেন এবং ঞিঁহারদিগের কিম্বা অদ্যাপি কাহারও বহুপুরুষাবধি হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞ বাক্য প্রয়োগ অত্যন্ত প্রলাপ মাত্র। এবং হিন্দু সুশিক্ষিত ব্যক্তির আচার ব্যবহার সামুদায়িক হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়িক। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইবেক যথা ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রতি ভিন্ন জ্ঞান হয় না সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম হইতেছে। স্ত্রী পুত্র পালন পিতা মাতার সেবা গুরুতর লোকের মান্যমান পরোপকার পর দুঃখে দুঃখি ব্যবহার ইত্যাদি ঈশ্বরীয় ধর্ম্মাচার দৃষ্ট হইতেছে। যদি ইহা অপেক্ষাকৃত বৈদিক তান্ত্রিক পৌরাণিক ক্রিয়ার হানি কেচিৎ কাহারাও কথিত করেন তাহা বিবেচনা করিলে অধিকাংশ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইবেক। বরঞ্চ গ্রহণাদির শ্রাদ্ধে শাস্ত্র অজ্ঞ যজমান শ্রাদ্ধ করিতেছেন শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত শ্রাদ্ধ করাইতেছেন গ্রহণের সংক্ষেপ কাল মাত্র অত-

এব ইহাতে ধর্ম্ম যজমানকে উপদেশ করাণ হই-
তেছে স্বয়ং আচরিত নহেন। অত্র ক্রিয়াতে রা-
জ্যেশ্বর এবং সুশিক্ষিতগণের কটাক্ষ বিশেষ জা-
নিবেন এবং এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বপুরুষ মহাশয়দিগের
প্রসাদে মনু গীতা ভারত উপনিষৎ বিষ্ণুপুরাণাদি
বহুপুরাণ রামায়ণ গায়ত্রী ইংরাজী ভাষাতে লিখি-
ত হইয়া তাহার অর্থ এতাদৃশ পরিষ্কৃত হইয়াছে
যে ইদানীন্তন সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী শতং জন ইং-
রাজী ভাষার আভাস অনুবোধন সংস্কৃত মূলের
অর্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।

পাষণ্ড শব্দ প্রয়োগ যাহা করিয়াছেন পাষণ্ড
শব্দার্থ আভিধানিক দৃষ্ট করিলে অস্মদাদি প্রাচীন-
কল্পের প্রতি যে কত দোষ স্পর্শ হয় তাহা ক-
থনাসাধ্যা এবং শাস্ত্র স্বজ্ঞানে অর্থাৎ শব্দার্থ বি-
জ্ঞানে বিপরীতাচার করণে পাষণ্ড ও বকবৃত্তি ও
বিড়াল বৃত্তি আচারী অস্মদাদির প্রতি সম্যক্ প্র-
কারে স্থাপিত হইতেছে। এবং এই সকল দোষ
ক্ষালনার্থে রাজকর্ত্তৃক বিদ্যালয় স্থাপনার যথার্থ
মূল তাৎপর্য্য পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইবেক।

তৎপরে ইংরাজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাম-
সগুণ সম্পাদক বস্তু ব্যবহারে হিন্দুশাস্ত্রীয় দশ
পাঁচ টা বচনের পূর্ব্বাপর বিফল মীমাংসা শাস্ত্র

সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ জ্ঞাত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলা-প করণ ইত্যাদি যাহা মহাশয় লিখিয়াছেন ইহা সাম্প্রদায়িক আভিমানিক বাক্য অত্যন্ত প্রয়োগ ক-রিয়াছেন ইহাও সুশিক্ষিত বালকেরা সাক্ষাৎ তা-মস্‌গুণের প্রলাপ কহিবেক যেহেতুক মহাশয়ের পশ্চাৎ স্বীয় লিখনাভিপ্রায়ে ইহাই স্থাপন করি-তেছে যথা।

মহাশয় লিখিতেছেন যে বেদ ও তদ্ভাষ্য স্মৃতি ও তৎপরে সংগ্রহাদি পুরাণ মীমাংসাদি দর্শন শা-স্ত্রের পূর্ব্বাপর বহুতরকাল যোগ যুক্তের ন্যায় অধ্যয়ন অধ্যাপন তত্তাৎপর্য্য জ্ঞানোত্তর সামান্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হইতে পারে।

ইহাতে সামান্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ইহাতে ন্যূন সংখ্যায় ৮০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হইল না যথা।

অক্ষর শিক্ষা কায়স্থের নিকট —— ৭ বৎসর-পর্য্যন্ত তৎপরে ব্যাকরণ পঠন অভাবে ৬ ঐ অভিধান ১ খান ইহাতে শব্দ বোধ
সমগ্র হইবেক না —————— ১
তথাচ কাব্য অলঙ্কার মাঘ ভট্টি কু-
মার যদ্দ্বারা ছন্দাদি বোধ —— ৪
বেদ পাঠ ৪ বেদ —————— ২
তদ্ভাষ্য ও স্মৃতি —————— ২৩

তৎপরে সংগ্রহাদিও পুরাণ ———— ১০
মীমাংসাদি ষড়দর্শন ———— ১৫

———

৬৮

তৎপরে অধ্যাপন করাণ ———— ১৯

———

৮৭

অত্র বৃত্তান্তে মহাশয়ের বয়ক্রম উপস্থিত কালে ৫৪।৫৫ বৎসর অনুমান হইতেছে ইহাতে ৩০ বৎসর যাবৎ মহাশয় চাকরি করিতেছেন এবং কেচিৎ অধ্যাপন করিয়াও থাকেন ইহাতে পাণ্ডিত্ত্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান স্বীয় বাক্য দ্বারা অভাব হইতেছে। অথচ পণ্ডিত পদপ্রাপ্তের সাম্প্রদায়িক লভ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং ধর্ম্মের ব্যবস্থাদি দিতেছেন অতএব মনোগত এক কিন্তু কার্য্য ভিন্ন হইতেছে।

অত্র ব্যবহার সৎব্যবহার রাজ্যেশ্বর ইত্যাদি ধৃত করেন না। দ্বিতীয় বিবেচনা আজ্ঞা হউক যে উক্ত ৮০ বৎসর পাঠান্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ পণ্ডিতের হইল। ইহাতে বিষয়ির অর্থাৎ অপঠিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতির মহাশয়ের ব্যবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ শূন্য অচিরাৎ রহিল অবশ্যই স্বী-

কার করিতে হইল। তৃতীয় বিবেচনা আজ্ঞা হউক যে উক্ত রীত্যনুসারে পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ বহুং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত কাহারাও হয় নাই স্বীকার করিতে হইবেক।

তৎপরে মহাশয় লেখেন যথা "ও এতাদৃশ বিন্দুর ন্যায় দৃশ্যমান সমুদ্র যে হিন্দুশাস্ত্রের একাংশ তাহার প্রমেয়াপ্রমেয় নিরূপণ করা তৎশাস্ত্রে সুপণ্ডিত যে ব্যক্তি তাহার কর্ত্তব্য অথবা এতৎশাস্ত্রে ঘোরতর মূর্খ যে তাহারি কর্ত্তব্য যেহেতুক মূর্খের অকর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই ইতি।

অত্র ব্যবস্থা টুকি মিসনরি অধ্যাপক পাদরি কেরি সাহেবের প্রাচীন প্রেম রক্ষা করিতে মহাশয় লিখিয়াছেন ইহাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে। যেহেতুক হিন্দুরদিগের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ভজিবার অত্যন্ত প্রয়োজন তাঁহারা ইহাই কহিয়া থাকেন যে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র স্বার্থভোগি ব্রাহ্মণে কাঁটাকুড়ের সমুদ্র লোক সমূহের অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছেন অতএব প্রভুর কৃপা আলোক দৃষ্টে স্বর্গে যাও অর্থাৎ গমন করহ। ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুলভতর মহাশয়ের ব্যবস্থা যে ঘোরতর মূর্খের কর্ত্তব্য শাস্ত্রের নিরূপণ করা।

এবং ইহার প্রমাণছলে মহাশয় লেখেন যথা।

অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন। যশ্চ মূঢ়তমোলোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ। উভৌতৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতোজনঃ। পুনরায় অর্থ মহাশয় করিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি ঘোরতর মূর্খ অথবা যে ব্যক্তি অতি সূক্ষ্মদর্শী সুপণ্ডিত এই দুই ব্যক্তি পরম সুখী হয়।

যাহা হউক আশ্চর্য্য উপমা এবং দৃষ্টান্ত বটে। উক্ত বচনার্থ বিদুর মহাশয়ের উক্তিতে পরমধর্ম্মাচরণে ইহাই কথিত হয় যে.ঘোরতর মূর্খ সুখ দুঃখ অনুবোধন করিতে পারেনা এবং সূক্ষ্মদর্শির সুখ দুঃখ প্রভেদ বোধ হয় না যথা চন্দন ও বিষ্ঠা ঘোরতর মূর্খের বোধ শূন্য এবং সূক্ষ্মদর্শির সমবেত মাত্র ইহাই অস্মদাদির বোধ ছিল কিন্তু এইক্ষণে ঘোরতর মূর্খকে শাস্ত্র নিরূপণ করিয়া বুঝিতে হইল। এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা এই বিবেচনায় সন্তানদিগকে স্বীয় শাস্ত্র পাঠ পরিত্যাগ করাইয়া ইংরাজী শিক্ষা করাইতেছেন বটেই ইহাই তাৎপর্য্য বটে যে ঘোরতর মূর্খহইতে শাস্ত্র নিরূপণ হইবেক।

পরে প্রশ্নের উত্তরে মহাশয় লেখেন। যে জগতে কোন জীবকে কেবল ধার্ম্মিক অথবা কেবল অধার্ম্মিক কহা যায় না যেহেতুক জীব মাত্রেই সুবাসনা ও দুর্বাসনায় সমবায় আছে অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম সাঙ্কর্য্য ব্যতীত কেবল অধর্ম্ম ব্যবহার কদাচ সম্ভবে না।

উক্ত যুক্তি যাহা লিখিয়াছেন ইহা অস্মদাদির উপস্থিত ব্যবহার ও আচার দৃষ্টে লিখিয়াছেন মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রাভিপ্রায় ইহা কদাচ নহে। এবং অত্র ব্যবস্থা ঘটনা কেবল উপস্থিত কালে ধর্ম্ম উপদেশ শূন্য হওত হইয়াছে ইহাও নিশ্চিত প্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতুক ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ ঝটিত প্রাপ্ত হয়। যাহা বিজ্ঞান থাকিলে কদাচ জীবমাত্রে দুঃখ ভোগী হইতে স্বীকার করে না অর্থাৎ অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না যথা মনূক্তি বয়ো জ্যেষ্ঠের অপমান অধর্ম্ম ইহার ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত ইহাই হয় যৎ কর্ত্তৃক অত্র কুব্যবহার হয় তাহাকে অবজ্ঞা সকলেই করে ইহাতেই স্বয়ং অবমানিত ভূয়ঃ হইতে হইল ইহা বিজ্ঞান হইলে তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তের প্রবৃত্তি হয় না এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহাই

এবং আশ্রম ধর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাকার মনুর অ-
ভিপ্রায় প্রাপ্ত হইতেছে"।

পরে মহাশয় লেখেন যথা। তবে যে লোকে-
তে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক ব্যবহার হইতেছে তা-
হার তাৎপর্য্য যে ব্যক্তি স্বজাতীয় বহুপ্রকার ধর্ম্ম
অথবা পরধর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অভিমান শূন্য হ-
ইয়া অনুষ্ঠান করে এবং দুর্ব্বাসনা প্রেরিত হইয়া
অল্প অথবা লঘু অধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাকে ধা-
র্ম্মিক শব্দ ব্যবহার করা যায়। অধিকেন ব্যপ-
দেশা ভবন্তীতি বচনাৎ অর্থাৎ যে অংশ অধিক
হয় তদধীনই ব্যবহার হয় উক্তানুসারে অধার্ম্মিক
ব্যবহার ঐ রূপ কল্পনা করিয়া জানিবে"।

মহাশয় লেখেন তবে যে লোকেতে ধার্ম্মিক
ও অধার্ম্মিক ব্যবহার হইতেছে। অতএব লৌকিক
ব্যবহার ইদানী যাহা হইতেছে। অর্থাৎ আশ্র-
মধর্ম্মাচার ও পরমধর্ম্মাচার অপ্রভেদে ব্যবহার হ-
ইতেছে যথা মনূক্ত শাস্ত্রের স্পষ্ট অভিপ্রায় যে
গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম ভিন্ন যে গৃহস্থাশ্রমে
পরিবার পোষণার্থে অকার্য্য কিঞ্চিৎ কিয়ৎ কাল
জন্য করিতে আজ্ঞা আছে। যেহেতুক পরিবারে-
র আহার বিহনে প্রাণ নষ্ট হইবেক। অত্র স্থলে
অকার্য্য কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি ই-

ত্যাদি করিয়া দুর্ভিক্ষে কাল যাপন করিতে অবশ্যই হইবেক। কিন্তু পরম ধর্ম্মাচারে অল্প অধর্ম্ম সম্ভবে না যেহেতুক তদ্গতচিত্তে পরমাত্মা ধ্যানে মধ্যে২ কিঞ্চিৎ চৌর্য্য করিতে হইলেই ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসন হইল না এ প্রযুক্ত মনুর আজ্ঞা যে পৌত্র হওনপর্য্যন্ত এবং দেহের মাংস শ্লোথ হওনপর্য্যন্ত জগৎপতির সৃষ্টি করণাভিপ্রায় সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি ও বৃত্ত্যনুসারে পালন কর্ত্তব্য। পরে গার্হস্থহইতে সাবকাশানন্তর সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগে পরমাত্মার বাসনা স্থায়ি করণ বিধি করিয়াছেন। অভিমান শূন্য হওত গার্হস্থ ধর্ম্মের কার্য্য কদাচ সম্ভাবনা হয় না যেহেতুক সৃষ্টি প্রকরণে অভিমানাশ্রয়ে জগৎ হইয়াছে ইহাই শাস্ত্র এবং ইহাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্ট হইতেছে যথা রামের বাটী দৃষ্টে শ্যামের বাটী হইতেছে ইত্যাদি সামুদায়িক ব্যবহার হইতেছে যথা গৃহাস্থাশ্রমে নিত শ্রাদ্ধ মহান্ স্বস্ত্যয়ন ইদানী লৌকিক ব্যবহার ব্যয়াধিক্য হওত বার্ষিক পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ হওন দুষ্কর হইতেছে।

অধিকেন ব্যপদেশাভবন্তীতি বচনাৎ লিখিয়াছেন। ইহার স্থল ৺ রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অমাবস্যার শ্রাদ্ধ স্থলে তিন

প্রহর চতুর্দ্দশী থাকিলে অমাবস্থা ক্ষীয়মাণা হেতুক পূর্ব্ব দিবস শ্রাদ্ধ হইবেক অর্থাৎ চতুর্দ্দশী দিনে তৃতীয় প্রহর চতুর্দ্দশী থাকায় অমাবস্থার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্যে অমাবস্থার এক প্রহর থাকায় অমাবস্থার প্রথম প্রহর না কহিয়া চতুর্দ্দশীর শেষ প্রহরে অমাবস্থার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য কথনের পোষক অধিকেন ব্যপদেশাভবন্তীতি ন্যায়াৎ অর্থাৎ চতুর্দ্দশী তিন প্রহর অমাবস্থার অল্প থাকায় অমাবস্থার নাম না কহিয়া চতুর্দ্দশীর শেষ প্রহর কথিত হইল।

কিন্তু উক্ত যুক্তি অত্র স্থলে কি প্রকার সঙ্গত হয় যে অল্প অধর্ম্ম ও বহু ধর্ম্ম করিলে ধার্ম্মিক কহা যায়। যথা এক ব্যক্তি প্রাতে ৺ গঙ্গাস্নান করেন পরে পুষ্প চন্দনাদি আয়োজন দুই প্রহরপর্য্যন্ত দেব পূজা করেন এবং সদক্ষিণা ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে বৈকালে পুরাণ শ্রবণ সন্ধ্যা ও কীর্ত্তন করেন কিন্তু রাত্রে চৌর্য্য করত ধনোপার্জ্জন করা যায় ইহাকে অল্প অধর্ম্ম বহু ধর্ম্মাচারী কহত ধার্ম্মিক কথিত হইবেক কি অধার্ম্মিক কথিত হইবেক। এবং বরঞ্চ অত্র ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগে প রহিতকারী যদি হয় তাহাকেও ধার্ম্মিক কহিতে হইবেক। কেবল পিতামাতার সেবা কারণে নৈ-

মিত্তিক ক্রিয়া অকরণে ধার্ম্মিক কহিতে হইবেক কেবল সত্যবাদী হইলে ধার্ম্মিক কহিতে হইবেক কেবল পরদারা হরণ রহিত হইলে পরদারা হরণকারী অথচ নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান হইতে ধার্ম্মিক কহিতে হইবেক ইহাই গার্হস্থ ধর্ম্মের মর্ম্ম মনু আজ্ঞা। এবং ধর্ম্মব্যাধ ও পতিব্রতা স্ত্রী মহাভারতীয় বন পর্ব্বের উপাখ্যান। বরঞ্চ পরমধর্ম্মাচারে গার্হস্থ অবসরে নানা কুকর্ম্ম করত পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর নিষ্ঠা হইলেই ধার্ম্মিক পদবাব্য বটে।

পরে মহাশয় লিখিয়াছেন যথা কেবল ধার্ম্মিক তাহাকে কহা যায় যে ব্যক্তি স্ব শাস্ত্রোদিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ বর্জ্জন দ্বারা নিষ্পাপান্তঃকরণপূর্ব্বক পরমেশ্বর তত্ত্ব বোধবান হয় সে ব্যক্তির দুর্বাসনা ও অভিমান ক্ষয় প্রযুক্ত কেবল সুবাসনা দ্বারা কর্ম্ম করে।

শ্রীচরণে গলবস্ত্রে নিবেদন যে আদৌ উক্ত ব্যবস্থা দায়ভাগ ঘটিত বাদী প্রতিবাদী উভয় ধনী স্থলে যে প্রকার গোলোযোগ এবং ভঙ্গী কৃত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন যাহা দৃষ্টে রাজ্যেশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ রহিত করিয়াছেন তদ্রূপ উপস্থিত কালের শিক্ষিত

সমূহের বিশিষ্ট মনোনীত হইবেক না। ইহার কারণ প্রথমত স্বশাস্ত্রোদিত নিত্য কর্ম্ম করিলেই নিষিদ্ধ বর্জ্জন হইল এবং ইহাতেই নিষ্পাপান্তঃ-করণ হইল যেহেতুক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম যে করিলেক তাহাকে পাপস্পর্শ হইবেক না। এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলেই আশ্রমধর্ম্মের কর্ম্ম যথাকালে করা হইল যাহা নিত্যকর্ম্ম কহা যায় তৎপরে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বাহুল্য মাত্র। নিষ্পাপান্তঃকরণ হইলেই দুর্বাসনা ঘটনা আর হয় না। অতএব পুনরায় দুর্বাসনা ও অভিমান ক্ষয় লিখনের আবশ্যক হীন হইল। এবং নিষ্পাপ মন হইলেই সুবাসনা ঘটনা হইল পুনরায় সুবাসনা ঘটনা হইবার কথা লিখন অনাবশ্যক। অতএব অত্র যোগে ইংরাজী সুশিক্ষিত এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতবর্গে দোষ ধৃত করেন।

তৎপরে মহাশয় লেখেন যথা। অতএব যে ব্যক্তি দুর্বাসনা প্রেরিত হইয়া উপরের লিখিত পিতৃ মাত্রাদি সেবাদি হীন হইয়া সুবাসনায় মতি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ হইয়া পরমেশ্বর ভক্তি সাধনার্থ নানা পুণ্য করে তাহাকেও ধার্ম্মিক কহা যায়।

প্রশ্নকারির প্রশ্ন গার্হস্থ ধর্ম্মের প্রতি ভূয়ঃ লিখিত আছে তাহাতে মহাশয়ের উক্ত ব্যবস্থা কি

প্রকার সঙ্গত হয় পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন। দুর্বাসনা প্রেরিত হইয়া পিতৃ মাতৃ সেবাদি হীনে সুবাসনায় মতি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ হইয়া পরমেশ্বর ভক্তি সাধন করণ আশ্রম হইয়া করণে নিষিদ্ধ বর্জ্জন করা যাহা আপনি লিখিতেছেন তাহা হইতে পারে এমত যুক্তি কোনহ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইবেক না যে পিতৃ মাতৃ সেবায় দুর্বাসনায় প্রেরিত কিন্তু স্ত্রী প্রতিপালনে অত্যন্ত সুবাসনা এবং তৎপরমেশ্বর ভক্তিতে সুবাসনা ইহাও গগণ পুষ্প সর্পের পঞ্চ পদ হস্তির শৃঙ্গ ইত্যাদি প্রলাপ। তবে সংসারাশ্রম পরিত্যাগে পরমাত্মার সাধনে হানি বিরহ। কিন্তু ইহাও বিচার করিলে যুক্তি বিরুদ্ধ ঘটনা বহুতর হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রাভিপ্রায় বহির্ভূত কর্ম্ম করিলেই ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটনা হইবেক।

পরিশেষে অভিপ্রেত প্রশ্নের উত্তর যাহা লিখিয়াছেন ইহাও উক্ত গোলোযোগপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে যথা যে ব্যক্তি ঐ সকল অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া লোক রঞ্জনার্থে অভিমানগ্রস্ত হইয়া অশ্রদ্ধাতে পুণ্য কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি মিথ্যাচার প্রধান অধার্ম্মিক ইতি সংক্ষেপ।

ইহাতে যে ব্যক্তি উচিত এবং উক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগে যে কোন ক্রিয়া করুক তাহার তাহাই লোক রঞ্জনার্থে করা অবশ্য হইল। এবং তাহাই অভিমানার্থে এবং অশ্রদ্ধাতে করণ অবশ্যই হইল ইতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অত্যন্ত মনস্তাপে এবং মনোদুঃখে মহাশয়ের প্রতি এতাদৃশ অযোগ্য প্রয়োগ করিতে হইল। ইহার বিশেষ ইষ্টাপত্তি ইদানীন্তন কলিকাতা যদি স্যাৎ আধুনিক কিন্তু রাজধানী প্রযুক্ত সর্ব্বদেশের ধনধর্ম্মার্থে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে মহাশয়ের সংস্কৃতগ্রন্থ বুঝিবার ব্যুৎপত্তি সঙ্গতি আছে, এবং রাজপণ্ডিত পদে অভিষিক্ত আছেন, সুসম্পন্ন বিষয়ে এবং পুরুষানুক্রমে গ্রন্থ সমূহ সংগ্রাহিত আছে। অধিকন্তু রাজ্যেশ্বরের নিকট এবঞ্চ রাজকার্য্যকারী সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী প্রায় সকল সাহেব লোকের সহিত সমাদর পূর্ব্বক আদৃত আছেন। মহাশয় দিগের কর্ত্তৃক হিন্দু সামুদয়িক গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদন হওত হিন্দুধর্ম্ম ও ব্যবহারের প্রতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ভূরিং দোষার্পণ করত রাজ্যেশ্বরের অবধারিত হইয়াছে, যে হিন্দু প্রজার উপস্থিত

ধর্ম্ম ব্যবহার থাকিতে ঞিঁহারা সভ্য ও ভদ্র কদাচ হইবেননা। এপ্রযুক্ত প্রায় তিনযুগ গত হইল হিন্দু কালেজ স্থাপিত হওত কৌশল ক্রমে উপস্থিত ব্যব হার উচ্ছিন্ন হইল, তথাচ মহাশয় কি হইতেছে এবং পরে কি হইবেক অনুসন্ধান রহিত হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন, এবং কহিতেছেন যে যাহাহউক ইহাতে ধার্ম্মিকের ক্ষতি কি ইহাও বিদিত আছেন যে কুক্রি- য়ান্বিত সন্তান হইলে স্বর্গস্থ চতুর্দ্দশ পুরুষ অধঃ পতন হয়েন্। এবং স্বীয়২সন্তান প্রতি দৃষ্টিপাত করি লেই যে দশা হইয়াছে তাহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, আর উপস্থিত কালের ব্যবহারে প্রাচীন কল্পের যে কএকজন লোক জীবিতবান রহিয়াছে তাঁহারা স্বীয় সন্তান কর্তৃক জর্জ্জরীভূত কলেবর মনোদুঃখিত হইতেছেন এবং রাজার অভিপ্রায় অজ্ঞাত থাকি বায় সাধারণ প্রাচীনকল্প সমূহের নানাগ্লানি হই তেছে এবং কোন উপায় করা হইতেছেনা।

মহাশয়রা উপস্থিত ব্যবহার দৃষ্টে কলির প্রভাবে এতাদৃশ হইতেছে অবধারিত ও নির্যাস করত সুস্থির আছেন, কিন্তু নানাশাস্ত্রে এবং যুক্তিতে কলিতে

ধর্ম্মের গ্লানি নহে ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অতএব স্বীয়ধর্ম্ম ধর্ম্মপণ্ডিত অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের পণ্ডিত মহাশয়রাই স্বয়ং পরিত্যাগ করত পুরুষানুক্রমের ধর্ম্মনাশ করিতেছেন। অতএব রাজার ইষ্টাপত্তি এবং উপস্থিত কালের তাবৎ বৃত্তান্ত সুগোচর হওত উপায় করিতে পারিলে হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি কদাচ হইবেকনা। ইহাতে সংশয় রহিত হওত কৃপাপূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইতে আজ্ঞা হউক।

উপস্থিত কাল ইংরাজী ১৮৪৮ সাল।

১৭৫৬ সালে—যুদ্ধের জাহাজ এদেশে আগত হয়।

১৭৫৭ সালে—২৪ পরগনার জমিদারী ইংরাজের হয়।

১৭৬০ সালে—২৭ সেপ্‌টেম্বরে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও চট্টগ্রাম ইংরাজেরা প্রাপ্ত হয়েন।

১৭৬৫—সুবে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, দিল্লীর পাদ্‌শাহা হইতে প্রাপ্ত হয়েন।

১৭৬৬—উত্তর সরকার অর্থাৎ ছাপরাদি।

১৭৭৫—বারাণস জমিদারী হয়।

১৭৭৮—নাগপুর, রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়।

১৮০১—গোরকপুর, নবাব উজীর হইতে প্রাপ্ত হয়।

১৮০২—বুন্দেলখণ্ড, পেশওয়ার নিকটে প্রাপ্ত হয়েন।
১৮০৩—কটক, বালেশ্বর বিরারের রাজার নিকট প্রাপ্ত হয়েন এবং আগরা, দিল্লী, ইত্যাদি জয় হয়।

সন ১৮০০সালে কলিকাতায় নানাবিদ্যা ও শাস্ত্র শিক্ষা করণের মহাবিদ্যালয় নামক ফোর্ট উইলেম কালেজ স্থাপনা হয়, যাহাতে প্রধান বিদ্বান সমূহ আবদ্ধ হয়েন। তৎকালীন পাদরি বোকানন সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং নানা ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণ উক্ত বিদ্যালয়ে সহকারি সমাজপতি পদে নিযুক্ত হয়েন্। সন১৮০৭ সালে উক্ত সাহেব এক আবেদন রাজ্যেশ্বরের গোচরার্থে লেখেন, তাহাতে হিন্দুরাজ্যের সুশীলতা এবং সৎচরিত্রতা হিন্দুর উপস্থিত ধর্ম্ম থাকিতে হইবেকনা। অত্র লিখন তথায় আন্দোলন হইবাতে কেচিৎ যুদ্ধশ্রেণির মহাত্মা অতি বিজ্ঞতম সাহেব প্রত্যুত্তরে হিন্দুধর্ম্ম প্রশংসায় কয়েক গ্রন্থ লেখেন তাহাতে মনু ও ভগবদ্গীতা ইত্যাদির নানা বচন লিখিয়া প্রকাশ করেন, এবং হিন্দু দিগের ধর্ম্মের প্রতি হঠাৎ হস্তক্ষেপ করণ নিতান্ত অযুক্তি এবং যে যে উপায় লেখেন মনোযোগে জ্ঞাত হউন্।

এবম্প্রকারে রাজ্য করস্থ হইতে লাগিল। এই সময়ে অর্থাৎ সন ১৮০০ সালেই ৪৮ বৎসর গত হইতেছে।

A VINDICATION OF THE HINDOOS:

IN REPLY TO

The Observations

OF

THE CHRISTIAN OBSERVER;

OF

MR. FULLER,

SECRETARY TO THE BAPTIST MISSIONARY SOCIETY;

AND OF

HIS ANONYMOUS FRIEND:

WITH SOME

REMARKS ON A SERMON

Preached at Oxford, by

THE REV. DR. BARROW,

On the Expediency of introducing Christianity among the Natives of India.

BY A BENGAL OFFICER.

PART I.

LONDON:
PRINTED FOR THE AUTHOR:
BY BRETTELL & CO.
Marshall-Street, Golden-Square.

1808.

INTRODUCTION.

Having recently been favoured with the perusal of a manuscript, professing, to be "A "Translation of an Address* to the Inhabitants of "India, from the Missionaries of Serampoor, in "Bengal, inviting them to become Christians;" and having been, at all times, deeply impressed with a strong sense of the impolicy, inutility, and danger of all attempts to convert into Christianity the natives of Hindostan: no sooner, therefore, did I peruse the indicated missionary paper, than I threw together the few remarks that will be found in the subsequent pages of this Pamphlet.

With these Remarks, are blended some extracts from the Hindoo Code of Laws, and other Works of Indian celebrity; thus introduced, for the purpose of evincing, that, if the Hindoos are not already blessed with the virtues of

* Printed in the language and character peculiar to Bengal; and now in the possession of a Gentleman lately returned from that country.

Morality, it can in no wise be attributed to the want of an ample system of Moral Ordinances, for the regulation of their conduct in society; and that, consequently, they have less need of the improving aid of Christianity, than is commonly imagined by those pious zealots who inconsiderately annex the idea of barbarism, to every religious system, not blessed with the sacred light of Gospel-dispensation.

Whether the Hindoo system merit the application of an epithet so opprobrious, I must entirely leave to the unbiassed judgement and candour of the reader, on an impartial consideration of the documents now before him: and I have only to regret, that the cause of the Hindoos, on this occasion, has not fallen into abler hands, who would have exhibited it in a more pleasing garb; and ushered it, with the voice of eloquence, to public consideration: thus stamping on it an attraction beyond the mere statement of facts; and thence, rendering those facts more strikingly impressive on the public mind.

If the conduct of the Missionaries has here, so unwisely forced itself on the attention of the public; and thus rendered them obnoxious to the

displeasure of our Government in the East; in having, unsanctioned by its authority, assumed the dangerous province of attempting to regulate the consciences of its native subjects; to the manifest tendency of disturbing that repose and public confidence, that forms at this moment, the chief security of our precarious tenure in Hindostan: if men, thus labouring for subsistence in their vocation, and under the necessity of making converts, at any rate, in order to insure the continuance of their allowances, and the permanency of their mission, rashly venture to hurl the bigot anathema of intolerance, at the head of the "Barbarian Hindoos;" and, unadvisedly, to vilify the revered repositories of their faith; we may find some colour of excuse, in the seeming necessity under which they act: but, that a member of the English Church, a public servant of the Company, and holding a distinguished situation under Government, should wantonly step forth, and make, in the most public manner, an avowal of his sentiments, not only of the necessity of a hierarchy of British clergy, to combat the Indian hydra of superstition; but even the "policy" of somewhat employing the dread engine of COERCION; towards effectually performing

the work of reformation; seems a measure so manifestly impolitic, inexpedient, dangerous and unwise, as scarcely to admit of any excuse, short of the unhappy impulse of insanity.

The Reverend Claudius Buchanan, Vice-provost of the College of Fort-William, is that member of the Church, to whom I here allude.

He has recently published a Memoir, on the expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India; chiefly with a view to "the ultimate civilization of the natives," by their conversion to Christianity.

This measure he considers as "A SOLEMN AND "IMPERIOUS DUTY, EXACTED BY OUR RELIGION "AND PUBLIC PRINCIPLES*;"—IT BEING BY NO "MEANS SUBMITTED TO OUR JUDGEMENT, OR OUR "NOTIONS OF POLICY, WHETHER WE SHALL "EMBRACE THE MEANS OF IMPARTING CHRIS-"TIAN KNOWLEDGE TO OUR SUBJECTS OR "NOT."†—And, in order to evince the expediency of the measure, he is lavish of animadversions on the "degraded character of the Hindoos, their superstition, their ignorance, their personal vices, and senseless indolatry."

---

* Vid. Memoir, page 40. † Ibid, p. 29.

At so momentous a crisis of the Company's affairs, when, by the recent operations of a destructive war, we have alienated the affections of the principal chiefs of Hindostan; when our possessions in the East are menaced with hostility, by the united powers of France and Russia; who having, it seems, found means to conciliate the Persian government; have already, it would appear, advanced a large force towards that country, for the purpose of making arrangements, preparatory to an early invasion of the Company's territories, by a combined force of Persians, French, and Russians.

At such a moment, when the affairs of the Company seem sinking under the pressure of an enormous debt of thirty Millions!

At such a moment, when the spirit of disaffection has gone forth, among our native subjects in the peninsula of India, as has unhappily been, recently, so unequivocally manifested, on more than one occasion!

At such a moment, when a wise policy would seem to dictate the necessity of securing friends in every possible quarter, to shield us from the impending danger!

At such a moment, I say teeming with an accumulation of evils, that menace with destruction, our very existence in the East:—Is it wise, is it politic, is it even safe, to institute a war of sentiment against the only friends of any importance, we seem to have yet left in India,—our faithful subjects of the Ganges; by suffering Missionaries, or our own Clergy, to preach among them, the errors of idolatry and superstition; and thus, disseminating throughout the public mind, the seeds of distrust and disaffection, to the imminent danger of every energy of the State?

Hitherto, this result has been happily obviated, by the tolerant conduct of our Governors in the East; judiciously seconded by the executive servants of the Company; in due attention and indulgence to the customs, the prejudices and religious rites of the natives of every description.

If we believe, with Mr. Buchanan, that "it is an imperious duty, exacted by our Religion," to proceed in the work of reformation; a reservation, I persume, must be understood, in favour of that trite but prudent maxim, that "self-preservation is the first law of Nature:" and though this maxim seems to have no place in Mr. Buchanan's system of reformation; yet, as we are

a Commercial people in the East, and thence probably, too much wedded to worldly considerations, to merit the grace of Martyrdom, thus gratuitously offered; I therefore apprehend, we shall prove so ungodly, as to reject the proffered boon; even from the respected hand of a Protestant Divine; and thus, incontinently, make an inglorious compromise with the "Barbarian Hindoos," on the selfish principle of expediency.

But, I would by no means have it understood, that I consider the proposed indulgence to the Hindoos, in not interfering with their Religion, as a matter of mere expediency, unconnected with the claims of justice; or, that forbearance is to be conceded, only on the principle of reciprocity; by exchanging toleration for consequent security: —I disclaim for the Hindoos the justice of such a commutation, however imperious the alternative, as connected with our safety: for I would repose the Hindoo system on the broad basis of its own merits; convinced, that, on the enlarged principles of moral reasoning, it little needs the meliorating hand of Christian dispensation, to render its votaries, a sufficiently correct and moral people, for all the useful purposes of civilized society:

for,—"we know that the law is good, if a man use it lawfully*."

There may be errors in their system: for, what system is without them? And if errors have crept into the moral practice of the Hindoos, and have, too long, remained, upborne on the wings of superstition; this is perhaps to be ascribed to the tenacity of custom, ever jealous of its rights, when flowing from a source of religious consideration; and will ultimately, perhaps, yield only to the influence of improved reason and philosophy; for I fear, Religion alone, never corrected its own errors; nor ever will, without the aid of Reason, which first discovers those errors.—It is to this maturity of Reason that we owe the Protestant Religion; and yet, the balance is kept in equipoise, by half of Europe, who reject it.

If the approaches of the Hindoos to this maturity of Reason, have been more slow, than those of other people; it is perhaps owing to a greater degree of religious subserviency, than is common to the rest of mankind; but, as all improvement is progressive, where Reason is the guide; we may rationally hope, that the Hindoos are, already, somewhat advanced on the road; and

* St. Paul's first Epistle to Timothy, Chap. i. ver. 8.

that, however slowly they may move, the journey is not interminable; and that they should, therefore, have ample time allowed them to proceed:—but, if we rashly attempt to urge them forward, with the dread lash of COERCION, we shall only impede their progress, by thus forcing them to stop awhile, to chastise us by EXTIRPATION, as a just return for our temerity.

When first I undertook the task of penning my thoughts on this subject; I was chiefly impelled by the consideration that, some local knowledge, necessarily acquired, during a long residence in India, might enable me, not only to throw some light on the Hindoo Character; but, possibly, to suggest how far the introduction of the Christian Religion among the natives of India, was a measure, either politic or practicable;—or whether, its interposition was at all necessary, to the improvement of the Indian system of Moral Ordinances.

The result will appear in the FIRST PART of this Pamphlet, which I had arranged in its present form, before Mr. Buchanan's Memoir was put into my hands.

That Memoir, by taking a more extensive range; introducing a variety of new matter; and

exhibiting the different objects in a more conspicuous point of view; has equally induced and enabled me to extend my remarks on the subject, beyond the limits I had either first proposed, or deemed at all necessary.

Mr. Buchanan having, in the form of an analytical survey, separately commented on each obnoxious point of his subject; I have therefore judged it necessary to follow the same course, in my humble attempt to remove from the public mind, the injurious impressions which his strictures are obviously calculated to produce; by representing the Hindoo character in a state of moral degradation, neither supported by just reasoning, sanctioned by veracity, or manifested by a faithful and enlarged view of the facts, which are honoured with his notice.

That reasoning, and those facts, the reader will duly appreciate, on a perusal of my observations, detailed in the SECOND PORTION of this Pamphlet.

Those observations, I accordingly venture to commit to the candid consideration and indulgence of the public.—They are a tribute of gratitude to a people whose character, conduct, and manners, as far as they have come under my

observation, have ever commanded my respect and secured my esteem.'

Under these impressions therefore, when I found them so wantonly vilified, in the pages of that Memoir; and suffering under the pressure of imputations, conveyed in the unqualified language of virulent abuse; I considered it a tribute to the majesty of Justice; a sacred offering at the shrine of Truth; and thus, to adopt the language of Mr. Buchanan, "a solemn and "imperious duty exacted by my Religion;" to rise in their vindication, and endeavour to rescue their prostrate cause from the giant grasp of their fell adversary, thus menacing its destruction.

How far I may be found to have succeeded in this attempt, must be left to the impartial judgement of the reader: happy indeed shall I be, should it appear to have satisfactorily conveyed to his mind, a conviction of the injustice done to the Hindoos by the Reverend Mr. Buchanan.

If that gentleman has selected the chaff and rubbish of the harvest, for the first course of the entertainment; I trust, the Company will not the less relish the more substantial, though homely fare now laid before him; and if the hand of a master has been wanting, to add due relish to

the respective articles of the repast; those articles are, at least, served up without the factitious aid of false appearances. If the treat be not elegant, it is yet sound and wholesome; and is thus accordingly, submitted to public taste; like a picture from Nature, traced by the pencil of Truth.

ইংলণ্ড দেশের ফলর সাহেব নামক খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে জলরূপ চিহ্ন ধারণ করণ অত্র ধর্ম্ম সভা সম্পাদক এবং তাঁহার গুপ্তবন্ধুর মন্তব্য যাহা আক্সফোর্ড গীর্যার পাদরি বেরো নামক সাহেব হিন্দু দিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মার্থে উপদেশ অত্যন্ত প্রয়ো জনীয় কহত গীর্যায় প্রার্থনা করেন। অতএব হিন্দ ধর্ম্মের দোষ খণ্ডনার্থে কোন যোদ্ধা শ্রেণির মহাত্মা কর্ত্তৃক উত্তর লিখিত হয় যথা।

সংপ্রতি বঙ্গদেশীয় শ্রীরামপুরের মিসনরি গণের হস্ত লিখিত এক পত্রিকা প্রাপ্তে যাহা হিন্দুস্থানের হিন্দু দিগকে মিসনরি পক্ষ হইতে আবেদন উক্ত হইয়াছে যদ্দ্বারা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান হইয়াছে।

আমি সর্ব্বদা এবিষয়ে নির্ঘণ্ট করত আমার দৃঢ়তর বোধ হইতেছে যে হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টীয়ান করণ অত্যন্ত অযুক্তি ও অপকারকারী এবং ভাবি ভূরি বিপদ আশঙ্কায় যে দণ্ডে উক্ত লিখন পাঠ করিলাম তৎক্ষণাৎ আমার মনোগত বৃত্তান্ত এই পুস্তকের পশ্চাৎ খণ্ডে প্রকটন করিলাম।

আমার লিখনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অন্য গ্রন্থের প্রশংসার কয়েক প্রামাণ্য বচন সংযোগ করিলাম যদ্দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইবেক যে যদিস্যাৎ হিন্দুদিগের সৌভাগ্যক্রমে সদ্ব্যবহারে ঈশ্বরের কৃপাপাত্র অদ্যাপিও হয়েন নাই কিন্তু তাহাঁদিগের শাস্ত্র ভাণ্ডারে সচ্চরিত্র হইবার উপদেশের অভাব আছে যদ্দ্বারা তাহাঁরা সমাজে সচ্চরিত্রতান্বিত নাহইতে পারেন এমত নহে। এপ্রযুক্ত তাহাঁদিগের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আশ্রয়ে সংশোধন হওনের প্রয়োজন অত্যল্প যে প্রকার গোঁড়া খ্রীষ্টীয় ধার্ম্মিকেরা অনুমান করেন। যাহাঁরা অবিবেচনায় সর্ব্বধর্ম্ম রীতি অসভ্য কহত কেবল ঈশ্বরীয় কৃপায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উজ্জ্বল প্রাপ্ত কহেন।

অতএব হিন্দুশাস্ত্রের নীতি প্রশংসীয়া কি নিন্দনীয়া ইহা নির্ব্বিকৃত পাঠক মহাশয়কে যথার্থ বিবেচনার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। অপক্ষপাতে স্বীয় নিকটস্থ লিখনের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

ইহাই দুঃখের বিষয় যে উপস্থিত হিন্দুধর্ম্ম বিষয় উপযুক্ত লোকের হস্তে পতিত হইলনা যে উত্তম

পরিচ্ছেদ প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দে দৃষ্ট করণ ক্ষম হইয়া সুবক্তৃতা সহ অত্র বিষয় সকলের হৃদয়ে চির অঙ্কিত রূপে ধারণ হইতে পারিত।

যদি এবিষয়ে মিসনরিগণের চরিত্র ও ব্যবহার অযুক্তি সহ সকলের মনে আক্রম করিয়া থাকে এবং সে দেশের রাজকার্য্যকারিদিগকে বশীভূতায় পূর্ব্বদেশের রাজ্যের অশুভ অত্র ঔৎপাতিকী ক্রিয়া যে প্রজাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে বিধান করিতে হইলে সেদেশের বিশ্বাস ও স্বচ্ছন্দতা যাহা যাবৎ হিন্দু স্থানের রাজ্যের প্রতি সন্দিগ্ধাবস্থায় আছে ইহাতে যদি এই সকল লোক অর্থাৎ মিসনরিগণ আপনার দিগের উদর পরিপোষণের তাৎপর্য্য প্রযুক্ত যে কোন প্রকারের হউক প্রজার ধর্ম্মচ্যুত করত আপন বেতন চিরস্থায়ী করিতে পারিলেই হয় ইহাতে অতি দুঃসাহসিকতা পূর্ব্বক হিন্দুলোক ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তচিত্তকে প্রক্ষেপ অর্থাৎ ঠেলিয়া ফেলিবার উদ্রেকে ধর্ম্মদ্বেষী হওত অধৈর্য্য হিন্দুবর্গের শিরোপরে অর্থাৎ মুখের উপরে অযুক্তি সহ তাহাঁদিগের আদরণীয় ধর্ম্ম ভাণ্ডারের গ্লানি ও নিন্দাকরণ দোষ আচ্ছাদ

নার্থে কোন কৌশল ছলে তাহাঁরা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ গর্জ্জী হওত করিতেছেন কিন্তু ইহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ গ্রহণে এবং রাজকার্য্যকারী হওত এবং প্রশংসিত পদ সত্ত্বে ভণ্ডতা পূর্ব্বক স্বীয় গতি অর্থাৎ মন্দ২ গতি করত অত্যন্ত চতুরতারূপে আপন মন্তব্য পারমার্থিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ দলে হিন্দুস্থানের দেবার্চ্চনা কালসর্পাকৃতি বৃত্তান্তে যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন এবং অত্র সংশোধন কল কৌশল বল পূর্ব্বক করণীয় স্থলে অত্যন্ত অযুক্তি পরামর্শ অকর্ত্তব্য ও ভয়ানক অতএব ইহা সামান্য উন্মত্তপ্রলাপের কর্ম্ম নহে।

মান্য পাদরি বোকানন কলিকাতার ফোর্ট উইলেম কালেজ নামক মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রধান সমাজ পতি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ যাহাঁর বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

সম্প্রতি এক উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ইহাই যে হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশের অত্যন্ত আবশ্যক নচেৎ রাজকার্য্যের সুমঙ্গল কদাচ সম্ভাবনা নাই যেহেতুক হিন্দুবর্গের

উপস্থিত ব্যবহার অতিঘৃণিত তাঁহাদিগের অতি নিন্দিত ব্যবহার এবং বহুদোষ অজ্ঞতায় অহিত ধর্ম্মাচরণ এবঞ্চ অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম পুত্তলিকা অর্চ্চনা করা তজ্জন্য ইহা কর্ত্তব্য কি নহে।

অতএব এই বিষম সময়ে যখন কোম্পানির কর্ম্ম উপস্থিত যুদ্ধ ঘটনে অতি প্রধান২ লোকের সহিত আমারদিগের বন্ধুতা শূন্য হইয়াছে আর আমার দিগের অধিকার চ্যুত করিবার চেষ্টা বলবৎ শত্রুতা রূপে ফরাসি ও রুষিয়া পারসিয়ান রাজ্যের সহিত ঐক্যতা করত বহুসৈন্য প্রেরণ তত্রদেশে করিয়াছেন এবং কোম্পানির বিস্তর ঋণ হওয়াতে সকল রসাতল প্রায় হইতেছে এমত গুরুতর অকালে আমারদিগের সে দেশীয় প্রজার পক্ষে এই উপদ্রব বারম্বার উপস্থিত হইতেছে। এই সময়ে যখন হিন্দুস্থানে অপ্রণয়ের সূত্রপাত হইয়াছে এবং পুনঃপুনঃ ইহা দৃষ্ট হইতেছে তখন সর্ব্বত্র বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করণে ভাবি উপদ্রবের ঢালস্বরূপ রক্ষার উপায় কর্ত্তব্য যেহেতুক রাজ্যের মূল উদ্ঘাটনের প্রাক কাল উপস্থিত অতএব ইহাই এইক্ষণে সুযুক্তি

এবং মন্ত্রণার সংগ্রাম করা হইলে মঙ্গল সূচক হইবেক নচেৎ আমারদিগের কেবল আত্মীয় যে গঙ্গাতীরস্থ প্রজারা ইহাদিগকে মিসনরি কর্ত্তৃক অর্থাৎ আমারদিগের স্বীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা তাহাদিগের অহিত ধর্ম্ম ও দেবপূজা দোষ ইত্যাদি উপদেশ করণ দ্বারা সর্ব্বমনে অসন্তোষের বীজারোপণ করত রাজ্যের ঘোরবিপদ সংস্থাপন করাইতেছে।

অত্রস্থলে আহ্লাদের বিষয় ইহাই যে আমাদিগের বঙ্গদেশের রাজকর্ম্ম কর্ত্তা সকলে অতি সুমন্ত্রণা দ্বারা গোলোযোগ নিবারণ করিয়াছেন যেহেতুক যে দেশীয় লোকের রীতি ও ধর্ম্ম ব্যবহার যাহার যেমত আছে তাহাই চলিত রাখিয়াছেন।

যদি বোকাননের অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের আজ্ঞানুযায়িক ধর্ম্মের দোষস্পর্শ সংশোধন কর্ত্তব্য যে হয় ইহার অর্থ আমার বুদ্ধিতে এই হয় যে যাহার প্রাচীন ধর্ম্মের দোষ স্পর্শ হইয়া থাকে তাহাই সংশোধন কর্ত্তব্য (যে আত্ম রক্ষাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম) যদি ইহা বোকাননের যুক্তি সংশোধন করণের পক্ষে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু ইহাই বিবেচ্য যে

আমরা তত্র দেশে বাণিজ্য কারী মাত্র ইহাতেও আমরা সে দেশে সংসারী হওত ধর্ম্ম লইয়াও আপন শিরোভঙ্গ করিতেছি ইহাতে আমার আশঙ্কা এতাবৎ আছে যে পশ্চাৎ আপনারদিগকে অধার্ম্মিক হওত কল্পিত বর প্রদান পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক দৈবজ্ঞ পাদরি কৃত উক্ত অসভ্য হিন্দুগণের সহিত স্বীয় গর্ব্বিত পদে অপ্রশংসীয় হইতে হইবেক।

আমার কোন প্রকারে বোধ হয় না যে হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করণ যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন তাহা কদাচ যথার্থ নহে। এবং উভয় পক্ষের চিরস্থায়িনী আত্মীয়তা স্থিতি হইবার উপায়ের পক্ষে নির্ভয় হওয়াই বিধি হইতেছে। কোন পরিবর্ত্তন অত্র বিষয়ে আমার অস্বীকার। যে প্রকার তাহাঁরদিগের ধর্ম্ম চলিত আছে তাহাতেই বিশ্রাম কর্ত্তব্য। অবধারিত বিবেচনায় যে হিন্দুগণের সুবিস্তারিত সচ্চরিত্র বিষয় খ্রীষ্টীয় দ্বারা সংশোধন করণ অপ্রয়োজনীয় হইতেছে। তত্র ধর্ম্মাশ্রিত বর্গে নির্দ্দোষী এবং সুনীতি হওত

সত্য হইবেক আমরা ইহা প্রতীত আছি। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদাই উত্তম যদি শাস্ত্রানুযায়িক কর্ম্ম হয় তাহারদিগের ধর্ম্মেতে ভ্রম থাকিতে পারে। যেহেতুক কোন্ ধর্ম্ম এমত আছে যে ভ্রম শূন্য। যদিস্যাৎ হিন্দুদিগের রীতির প্রতি ভ্রম হইয়া থাকে এবং অহিতাচারে বহু কালাবধি অবস্থিতি হওয়াতে কুরীতি ব্যবহার্য্য হইয়াছে এবং শাস্ত্রে ইহাও দৃষ্টি হইতেছে যে কালেতে কারণানুসন্ধান ঘটনা হইলেই পাণ্ডিত্য প্রাপ্তও হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রের ভ্রম কদাচ কারণজ্ঞ না হইলে অর্থাৎ যুক্তি না বুঝিলে সংশোধন হয় না কারণানুসন্ধানে সকল দোষ ক্ষালন হয়। অত্র বিশিষ্ট কারণে আমরা প্রোটেষ্টেণ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম সংশোধিত যে আমারদিগের এইক্ষণের স্বীয়ধর্ম্ম এতাবৎ মান্য করি তথাচ বক্রতা অর্দ্ধার্দ্ধ সমানাংশে স্থাপিত রহিয়াছে। বিলাতের অর্দ্ধেক অংশ সংশোধিতধর্ম্ম অর্দ্ধেকাংশ পরিত্যাগী অদ্যাপি আছে। যদিস্যাৎ হিন্দদিগের সংশোধন বিষয়ে অন্য২ লোকাপেক্ষা অধিকন্তু মন্দগতি অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রবৃত্তি ইহার মূল

তাৎপর্য্য কারণ যুক্তি অনুসন্ধান হেতু হিন্দু বর্গের ইদানীং কিঞ্চিৎ সুধারা হইতেছে এমত বোধ হয় এবং যদিস্যাৎ মন্দ২ গতি হউক কিন্তু অবশেষ অসীমা নহে অর্থাৎ হইতে পারিবেক। ইহাতে আমরা যদি দুঃসাহসিক হওত ভয়ানক বলপূর্ব্বক ব্যস্ত সমস্ত হই তবে অগ্র স্মরণের ব্যাঘাত করত আমারদিগের অধিকারচ্যুত করণ উদ্যোগী করাই ফল হইবেক। এই আমার অভিপ্রায়। এতল্লিখনের পূর্ব্ব আমার বহুকাল হিন্দুস্থানে বাস হওয়াতে তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত যাহা জ্ঞাত আছি তাহাতে আমি বিবেচনা করিতে ছিলাম যে হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম আলোচনা হওয়াতে অর্থাৎ লিখনের বাসনায় আমার ইহাই মনোগত হইয়াছিল যে আমার হিন্দুস্থানে বহুকাল বাস হইবাতে হিন্দু দিগের স্বাভাবিক গুণ বর্ণন কর্ত্তব্য। এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম তত্র দেশে আলোচনায় রাজকীয় এবং ব্যবহার্য্য উপকার হইবেক কিনা। অত্র বৃত্তান্তে বোকাননের লিখন আমার হস্তগত হইবায় আমি মানস পূর্ব্বেই যাহা করিয়াছিলাম তাহা ব্যক্ত প্রথম খণ্ডে হইবেক।

বোকানন অতি সূক্ষ্মরূপে আপনার অনুযোজ্য বৃত্তান্তে বহুটীকা করিয়াছেন আমিও তন্মতাবলম্বন করিলাম যেহেতুক তাহাঁর অভিমতে মনোনীত যাহারদিগের হইয়াছে তাহা পরিষ্কার কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের চরিত্রের নিন্দা যথার্থ বিশিষ্ট কারণ কথিত হয় নাই এবং প্রাকৃতার্থ সুগোচর করাও তদ্রূপ। তত্র সামুদায়িক বৃত্তান্তের পরিষ্কৃত উত্তম কারণ আমার দ্বিতীয়াংশ লিখনে ব্যক্ত হইবেক অপিচ আমার লিখিত কারণ ও তাৎপর্য্য বুদ্ধিমান অপক্ষপাতি মহাত্মারা বিবেচনা করিবেন। বিবেচকেরা যথার্থ করিবার কর্ত্তা সেই সকল লোকের পক্ষে হইতেছে অতএব তাহাঁদিগের চরিত্র, রীতি, আচরণ এবং মর্য্যাদা যাহা আমি জ্ঞাত আছি যদ্দ্বারা আমার মান্যতা ও শ্রদ্ধা তাহাঁরদিগের প্রতি আক্রম করিয়াছে। অত্র বিবেচনায় যখন তাহাঁরদিগের প্রতি ভণ্ডামি রূপে নিন্দা পূর্ণ কাগজে লিখিত হইয়াছে এবং ভৎসনাও গ্লানি নানা বিধ পরিপূর্ণ হইয়াছে তখন যথার্থ বিবেচনা করিবার কর্ত্তার অত্যুচিত এবঞ্চ সত্ত্বরূপ ভগবানের

পূজা সত্য ব্যবহার করিলেই করা হইল। অতএব উক্ত বোকাননের বাক্যেতে আমার স্বীয়ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে লিখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। আমার চেষ্টা যে হিন্দুদিগের ভূমি পতিত বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মনাশ তাহাঁরদিগের অসুর শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার হয়। আমি পারগ হইতে পারিব কি না ইহা অপক্ষপাতি পাঠক মহাত্মা দিগের বিবেচনায় স্থিরতা হইবেক। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব যদি হিন্দুবর্গের প্রতি পূজ্যপাদ বোকাননের অযথার্থ বিধান হিন্দুদিগের পক্ষে ইহা পাঠকের মনোগম্য হয়।

উক্ত শিষ্ট মহাশয় অর্থাৎ বোকানন তৃণ ও জঞ্জাল সংগ্রহ করত আপনিই আমোদিত হইয়াছেন। অতএব ইহাতে এইক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর অত্র কুৎসিত ব্যাপার যাহা তাহাঁরদিগের সম্মুখে ন্যস্ত করিলাম ইহার স্বাদু গ্রহণে অধিক অসুখী হইবেন না এবং যদি আহারের কর্ত্তা আহারীয় সামগ্রীর সুস্বাদু করিবার ইচ্ছা করেন তবে উক্ত সামগ্রী মৎকর্ত্তৃক কাল্পনিক বস্তু ভিন্ন পরিবেশন হইল

জানিবেন। যদ্যপি এই ভোজ্য দ্রব্য উত্তম স্বাদু আপাতত না হউক তথাচ তাহাতে ভাবি উপকারক। ইতি সাধারণের বিচারার্থে স্বভাবের প্রতিমূর্ত্তি সত্যের তূলিতে চিত্র করা হইল।

CONVERSION

OF

THE HINDOOS,

HOW FAR PRACTICABLE.

THOSE pious Preachers of the Gospel, who proceed to India, for the purpose of converting the Hindoos, merit the thanks of the Church, for their good intentions. but their zeal is misapplied, and their labours will be fruitless; no Hindoo of any respectability will ever yield to their remonstrances.

To forsake his family, his friends and his station in Society, is a dreadful alternative for the proffered boon. Irreparable loss of Cast, and expulsion from his Tribe, must be the necessary result of embracing the Christian Faith.

Can the whole circle of penal statutes exhibit a punishment more severe, than thus degrading a man in society!

What is life, when retained only at the expence of what is most dear to every sentient being,—

the cheering converse of his friends, and the approbation of society?

To be a wandering object of public scorn drives the mind to desperation, and renders misery complete.

They are told in the GEETA*, that "the fame of one who hath been respected in this world, is extended even beyond the dissolution of the body."

Would the Missionaries dispel this charm, by urging them to an act, that must cause them to forfeit the good opinion of society?

In the HEETOPADES†, it is said: "He who hath been expelled by all his kindred, is easily to be defeated: for, his relations too, out of respect for themselves, are ready to destroy him."

Ibid. p. 257.—"One should on no account, enter into any connection with one who hath departed from the faith: for, although he be bound by treaty, he will, because of his own unrighteousness, break his engagement."

Those Missionaries, therefore, who have been at the pains to translate the Bible into the

* Page 38. † Page 265.

Bengal language, and who circulate addresses among the people, condemning their errors and their idolatry, would do well, to look a little into their manners, and to reflect whether those publications have not some tendency to disturb the peace and order of society.

"They thus, gravely tell the Hindoos:

Your SASTRAS* are only fit for the amusement of Children,—and your books of PHILOSOPHY are mere fables."

"Hereafter, do ye and your brethren, abominate the discourses of Barbarians;—the Sastras of Barbarians contain not the means of Salvation."

It is thus, that in those parts of Ireland, where Roman Catholics are most numerous, especially about Kilkenny, Methodist preachers go about to fairs and markets, preaching to the people, in their native language, the necessity of renunciation of the errors of popery,—they usually appear on horseback, with a velvet cap on their heads; and, soon attracting attention, they harangue with great energy and enthusiastic vehemence, on the injurious influence of papal doctrines, and the blind folly of adhering to tenets,

---

* The component chapters of the Veda, Hindoo or Scripture.

eminently hostile to their hopes of Salvation. But, I apprehend, this injudicious mode of proceeding is productive of little utility; people do not like to be told that they are fools; and if they listen to those zealots it is more from novelty than conviction: and as their heated imagination often leads those preachers beyond the bounds of prudence, in their strictures, which are not often delivered with the soothing voice of persuasive eloquence, they, not unfrequently, derive from their temerity, somewhat more than the mere hissings of the multitude:—the stones of that country are not quite so soft as cotton; and the swiftness of the preacher's horse is often the best shield for the protection of the riders capital.

Whether they merit such a return, for the zeal they thus manifest, is not my province to decide; but, I am afraid that such a procedure tends rather to irritate than convince;—that it tends to disturb the harmony of society, by inducing religious discussions on controverted points;—and that it unhappily serves to exhibit Protestant Reformers in an unamiable point of view; dictating when they should persuade; and dogmatizing when they should convince.—But the day of Anathema, I trust, is past; and we may be

lulled into persuasion, when we could not be forced into submission.

It were better therefore, perhaps, commit to time, the operation of more lenient measures; some mode of general information, and diffusion of reformed doctrines, through the medium of public schools; where the children of such poor, as should voluntarily embrace the measure, either from conviction of sentiment, or motives of temporal interest, should be educated at the expence of the State, and be apprenticed in due time to some useful employment: thus happily enlightening their minds, and rendering their services beneficial to themselves and to Society.

Should the Eastern Missionaries persist in the discharge of their vocation, and adopt the injudicious plan of their brethren in Ireland, fatal consequences may be the result: the general mildness of the Hindoo character, and the relative situation of Europeans in the East, may perhaps secure the preachers from any personal insult; but, as they will necessarily be regarded as acting under the sanction of Government, the Hindoos will view, with jealousy and dissatisfaction, this European interference with the venerated system of their ancestors; will consequently relax in that

respect, and apparent cordiality, that has hitherto been cherished by our liberal toleration, and judicious indulgence in all matters regarding the celebration of their worship. This tie once loosened, that binds them to our interest; this charm once dissolved, that attaches them to their duty; farewell all future dependence on their exertions, to any efficiency of action; and farewell that mutual confidence that can no longer be reciprocal, while distrust is engendered by a sense of injury and oppression.

In such a disposition, they would be ready to join the first HOLCAR among them, that should raise the standard of revolt.

To secure, therefore, their fidelity, we must merit it by liberality;—by total forbearance from all religious restraint;—and by due attention and indulgence to their manners, their customs, and their prejudices, which are inseparably united with the rites of their Religion.

If policy thus dictate a laudable forbearance on our part; let us examine whether the object of our Missionaries be at all feasible in fact.

In the book of their divine legislator MENU*, it is thus stated.

94.—"To Patriarchs, to Deities, and to

* Page 357.

Mankind, the Scripture is an eye giving constant light. Nor could the VEDA† SASTRA have been made by human faculties, nor can it be measured by human reason unassisted by revealed glosses and comments: this is a sure proposition."

95.—" Such codes of law as are not grounded on the VEDA, and the various heterodox theories of men, produce no good fruit after death, for they all are declared to have their basis in darkness.

96.—" All systems which are repugnant to the VEDA, must have been composed by mortals, and shall soon perish: their modern date proves them vain and false."

101 —" As fire, with augmented force, burns up even humid trees: thus he, who well knows the VEDA, burns out the taint of Sin, which has infected his Soul."

A man's own religion is better than the faith of another man, be it ever so well followed:—it is good to die in one's own faith; for another's faith beareth fear."

Impressed with a steady faith in the declarations here exhibited; with what patience will the Hindoos listen to the voice of foreign Priests who attempt to controvert them?

---

* The Hindoo Scripture. † Geeta, 48.

Moreover, it is declared in their SASTRAS, in enumerating the seven degrees of Sin, that the "reading of books of any other religion," is reckoned among sins of the third degree; and equal in enormity to a man's "refusing assistance to his relations, in a manner befitting his circumstances;"—to "the selling of his wife or son;"—to "the murder of a man of any of the three inferior classes, or of a woman*."

Can the Hindoos then, with propriety, even peruse the Book which the Missionaries have been at the trouble of translating for their use?

But the Missionaries tell them that their "Sastras are only fit for the amusement of children:" let us therefore hear their lawgiver Menu.

---

* Ayeen, Akbery, vol, iii, P. 243.

বঙ্গভাষা।

হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করণে কিপর্য্যন্ত সম্ভাবনা অত্র ধার্ম্মিক উপদেষ্টা যাঁহারা হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ কারণ গমন করেন তাহাঁরা অত্র ধর্ম্মশালা হইতে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন যেহেতুক তাহাঁদিগের সুচেষ্টা বটেই কিন্তু তাহাদিগের প্রাণপণ পরিশ্রম বৃথা হইতেছে। তাহাঁরদিগের মন্ত্রণায় কোন ভদ্রহিন্দু লক্ষ করেন না। খ্রীষ্টীয় বরপ্রাপ্তহইতে স্বীয় পরিবার বান্ধব এবং সম্ভ্রান্ত সমাজ হইতে চ্যুত হওন অপেক্ষাকৃত কোন্ অধিক দণ্ড আর জগতে আছে যে ইহা স্বীকার করিবেক।

জীবনের তাৎপর্য্য কি যে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগে জীবিত থাকা জগতের নিন্দনীয় হওত চিরদুঃখার্ণবে মগ্নপ্রায় ভ্রমণ করা হইতে দুঃখ আর কি আছে। তাহাঁদিগের ভগবদ্গীতার আজ্ঞা যে ইহ শরীরে যেই সুখ প্রাপ্ত হয় জন্মান্তরে সেই সুখ প্রাপ্ত হইবেক।

মিসনরিরা কি ইহাই প্রার্থনা করেন যে তাহাঁরা সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাঁদিগের পরামর্শ গ্রাহ্য করত সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়েন।

হিতোপদেশ গ্রন্থে কথিত যে স্বীয় বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য জন সহজেই পরাভব হইবেক। স্বীয় পরিবার স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে পরিত্যক্ত জনকে নষ্ট করিবেক।

২৫৭ শ্লোকে কেহ কোনঅংশে ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিবেকনা। যদিস্যাৎ পূর্ব্বধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা কিছু হইয়াথাকে তথাচ স্বীয় মূলধর্ম্ম রক্ষার্থে উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বিধি হইবেক।

অতএব উক্ত মিসনরিগণ যাহাঁরা পরিশ্রম করত বাইবেল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। এবং তাহাঁদিগকে আবেদন পত্রে তাহাঁদিগের ধর্ম্মের গ্লানি পুত্তলিকা পুজার নিন্দা করিতেছেন তাহাঁদিগের স্বীয় বৃত্তান্ত দৃষ্টি করণ কর্ত্তব্য এবং ইহাও বিবেচনাবশ্যক যে অত্র গোলো যোগে হিন্দুদিগের চিত্তভঙ্গ এবং সমাজে অহিতাচার হইবেক।

ইহাঁরা অনায়াসেই হিন্দুদিগকে কহেন তোমাদের শাস্ত্র কেবল বালকের খেলার যোগ্য আর তোমাদিগের গ্রন্থ রচনা সামান্য ইতিহাস মাত্র।

অতঃপর তোমরা এবং তোমাদিগের ভ্রাতারা ব্রাহ্ম
ণের বাক্য কে ন্যক্কার করিবে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে মুক্তি
র উপায় মাত্রই নাই। ইহা সেইপ্রকার যেমত আই
রলণ্ড দেশে রোমন কেথলিক (অর্থাৎ ইংরাজের
প্রাচীনধর্ম্ম যে পুত্তলিকা পূজাদি ব্যবহার যাহারা
করে তাহাকে রোমন কেথলিক কথিত হয়) অতি
বিস্তীর্ণ সমাজে ধর্ম্মবক্তারা হাটে বাজারে তদ্দে
শীয় ভাষায় তাহাদিগের স্বীয়ধর্ম্মের ভ্রম দর্শাইতে
ঘোটক আরোহণে মখমলের টুপি মস্তকে আচ্ছা
দনে সকলের দৃষ্টিপাত শীঘ্র ঘটনা হইলেই আপনা
দিগের সুবক্তৃতা পূর্ব্বক এবং প্রাণপণ যত্নে তাহা
দিগের ধর্ম্মে দোষ এবং মুক্তি প্রদ তদ্ধর্ম্ম নহে
কথন করেন। ইহা আমার বিবেচনায় উপকারী
কদাচ নহে। আপনাকে ক্ষিপ্তবৎ কেহ কহিলে
কদাচ এমত প্রয়োগ কাহারও প্রিয় নহে॥
যদিও মনোযোগে এতাদৃশ কথা কেহ শ্রবণ করে
তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেক এমত নহে
বরঞ্চ পারিচ্ছদের পারিপাট্যতায় শুনিলেক ইহাই
বুঝিতে হইবেক। এবং উক্তবক্তার বক্তৃতার উত্তাপ

স্বীয় বুদ্ধি ভ্রংশ হওত স্নিগ্ধ এবং প্রবৃত্তিকর বাক্য কথন অভাবে সর্ব্বদাই অপরিণাম দর্শী হওত সকলের হাস্যাস্পদ হইয়াছেন তথাকারও যে সকল প্রস্তর ইহা তুলার ন্যায় কোমল নহে এবং ঘোটকের পলায়ন শক্তিতেই স্বীয় সর্ব্বস্ব রক্ষা হয় ।

অত্র দশা ইহাঁরদিগের ঘটনা অভিউচিত কি নহে ইহা মীমাংসা আমার কর্ম্ম নহে। কিন্তু আমার ভয় হয় যে এই প্রকার ক্রিয়াতে উপদ্রব ঘটনাই হয় অন্য উপকার নহে ইহাতে সমাজের ঐক্যতা ভ্রংশ করে ধর্ম্ম বিতণ্ডা এবং সংশোধন কর্ত্তব্য বিষয় এই প্রকার রীতিতে সম্ভবেনা যখন বিশিষ্ট বোধগম্য এবং সম্মতি স্থাপন হইবেক, তৎকালীন ইহার ইষ্টাপত্তি আমি বুঝি সে অভিসম্পাতের দিন গত হইয়াছে এবং তখন ইহা কর্ত্তব্য হইবেক যখন আমাদিগকে বশীভূত আর হইতে হইবেক না।

এপ্রযুক্ত সৎ পরামর্শ যে সময়ের অপেক্ষা কর্ত্তব্য এইক্ষণে কোমল এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া যথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানের উপায় এবং সংশোধনের সদুপায় প্রকাশ্য পাঠশালা স্থাপনানন্তর অতি আবশ্যক। যাহাতে

দরিদ্রলোকের সন্তানেরা ইচ্ছাধীন শিক্ষা স্বীকার করিবেক। যেহেতুক স্বীয়ধন উপার্জ্জন আশয়ে হউক্ কিম্বা ভদ্রতা বৃদ্ধি হইয়া বা হউক্ সরকারী ব্যয় হইতে শিক্ষা প্রাপ্তানন্তর কর্ম্ম ক্ষম হইলে সমাজের এবং তাহাঁদিগের স্বীয় উপকার বোধগম্য হইবেক।

যদি মিসনরিগণ তাহাঁদিগের আইরলণ্ড দেশের ভ্রাতাদিগের তুল্য স্বীয় প্রয়োজন সাধনার্থে যত্নবান হয়েন। ইহাতে পরিশেষে অমঙ্গল অবশ্যই হইবেক। হিন্দুদিগের কোমলস্বভাব এবং ইউরোপীয় দেশের পরাক্রান্তাবস্থায় বরঞ্চ মিসনরিগণের দৈহিক উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবেক। কিন্তু রাজ্যেশ্বরের অভিপ্রায়ে ইহা হইতেছে হিন্দু লোক এমত নিশ্চিত বোধ করিবেক। এবং তাহাঁদিগের পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহিতা বিবেচনায় রাজার প্রতি হিংসা দৃষ্টি করিবেক। ইহাতে অস্মদাদির তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি এযাবৎ যত সহতা এবং প্রতিপোষকতা করা হইয়াছে যাহাতে তাহাঁরাও অস্মদাদির পক্ষে পরিতুষ্ট আছেন। ইহা একবার খর্ব্ব ও

সুখভঙ্গ হইলে তাহাঁদিগের কর্ত্তৃক কোন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেক না। এবং উভয়ের প্রণয় একই কালে হত হইবেক এবং অবিশ্বাস বিপদ অত্র দৌরাত্ম্য এবং অভদ্রতায় ঘটনা হইবেক। অত্র ব্যবহারে তাহাঁরা হোলকরের সহিত সংযোগ করিবেক এবং বিপদ উপস্থিত হইবেক। তাহাঁদিগের সদ্ব্যবহার স্থাপন করিতে দয়া প্রকাশ অত্যাবশ্যক এবং ধর্ম্ম বিবাদ হইতে নিবর্ত্ত প্রয়োজনীয়। তাহাঁদিগের ব্যবহার রীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে যে কিছু অহিতাচার থাকে তাহা সহ্য করত তাহাঁদিগের শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে কাল যাপন পরামর্শ।

আমারে সহগুণাবলম্বন করত পশ্চাৎ মিসনরিগণ হইতে কোন উপকার হইবেক কি না ইহা বিচার কর্ত্তব্য হইবেক। তাহাঁদিগের ধর্ম্মবক্তা মনু স্বীয় গ্রন্থে লিখেন যথা ১২ অধ্যায় ৯৪।৯৫।৯৬।১০১ শ্লোকে। দেবতা মনুষ্য ইহাঁদিগকে হব্য কব্য দান করিতে বেদই চক্ষুঃ স্বরূপ। বেদশাস্ত্র কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই। বেদমূলক স্মৃতি ব্যতীত শাস্ত্র সকল নিষ্ফল। বেদ অমূলক যে শাস্ত্র উৎপন্ন

এবং নষ্ট হয় সেই সকল আধুনিক শাস্ত্র পর লোকে বিফল হয়। অতি প্রজ্বলিত অগ্নি যেমত আদ্র বৃক্ষকে দগ্ধকরে সেই প্রকার বেদজ্ঞ স্বীয় দোষকে দগ্ধকরে।

মনুষ্যের আপনার শাস্ত্র অন্যের ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ স্বীয় কর্ম্মাশ্রয়ে মৃত্যু শুভ অন্যের ভক্তির প্রশ্বাস গ্রহণ অকর্ত্তব্য অত্রধর্ম্মে যে হিন্দুর চিত্ত আছে সে কি প্রকারে পরধর্ম্ম গ্রহণের স্বীকার করিবেক। এতদ্ভিন্ন তাহাঁদিগের দশ প্রকার ধর্ম্মের দোষ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অপরের ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করাও তৃতীয় দোষ হইতেছে এবং স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণে অমনোযোগী এক অত্যন্ত অধর্ম্ম এবং স্বীয়স্ত্রী বিক্রয় করণ অধর্ম্ম বর্ণিত আর নরহত্যায় অধর্ম্ম কথিত আছে। ইহাতে হিন্দুরা মিসনরির লিখিতপুস্তক পাঠ করিবেক এমত কিপ্রকারে মিসনরিরা অনুভব করেন। বক্রি বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত হইবেক।

উক্ত ১৮০৮ সালের বোকানরের শত্রপাত পরে গুপ্ত নামক মহাশয়ের লিখনানুসারে ৫ বৎসরের

পরে সন ১৮১৩ সালে ৩৫ বৎসর গত হইল অত্র রাজ্য কোম্পানির ইজারা হওন কালীন তদ্রাজ্যে লার্ডবিসপ অর্থাৎ মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রেরণ পারলিয়ামেণ্ট অর্থাৎ মহাসভা কর্ত্তৃক অবধারিত হয়। চারলস মেকফরলন সাহেবের রাজ্য বৃত্তান্ত দ্বিতীয় সংখ্যার পুস্তকে ১৯৪ পত্রে লিখিত যথা।

CHARLES MACFARLANE'S ON INDIAN EMPIRE. Vol. 2d, Page 194.

At a very early period, the Company had paid considerable attention to the etablishing of School and Chaples in their factories, of the Christian faith, among their native servants. There had been no wants of Chaplains or Missionaries, but the labours of the latter had not been attended, with any great success, and the more cautious *Anglo* Indian had shrunk from the risks, attendant on a too *energetic* spirit of proselytizing. The Hindoo submissive in all, but had always seemed ready to rush into insurrection at the *slightest* inteference with their *religious* rites and ancient customs, customs and rites not more ancient than (in many cases) revolting and *degrading* to humanity.

কোম্পানির প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ কেবল বাণিজ্য কারী তখন বঙ্গদেশে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম বিদ্যালয় স্বীয় ভৃত্যগণের প্রতি বিস্তারণে সুচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং মিসনরি ও পাদরিগণ আপনং বাণিজ্যা গারে অভাব ছিলনা, কিন্তু তাহাঁরদিগের চেষ্টাতে সাফল্য হয়নাই। এইক্ষণেও অধিকারস্থ হিন্দুগণ প্রতি পরকীয়ধর্ম্মে ভক্তি হইবার উপদেশ কারণ বি ক্রমতা প্রকাশ নহে। তাহাঁরদিগের শাস্ত্র ও প্রাচীন রীতির প্রতি শ্রদ্ধা আছে। হিন্দুপ্রজা বশীভূত বটে, কিন্তু প্রাচীন ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিধি অপেক্ষা কৃত ভদ্রতাপক্ষে অধিকাংশে বিদ্রোহী এবং মর্য্যা দা ভ্রংশকারী হইতেছে।

Nevertheless, it was now hoped, that a *regular* and well appointed hierarchy, needed by prelates of the Anglecan Church of learning and virtue, ***might*** contribute to defuse the Protestant *religion* among the Natives.

প্রস্তাবানন্তরে লিখিত যথা।

তথাচ এইক্ষণে প্রত্যাশা সম্ভাবিত যে নিয়মিত পরমার্থ রাজ্যে ঈশ্বরের দূতবৎ বিদ্যা ও সুশীলতার গির্জা অর্থাৎ ধর্ম্মালয়ে অনেক মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থাপি

ত হইলে অস্মদাদি সমূহের সংশোধিত ধর্ম্ম হিন্দু গণের প্রতি বাহূল্য অর্থাৎ বিস্তারিত হইবেক।

It was not deemed prudent to enter fully, into the wishes expressed in petitions presented to Parliament, from various parts of the *kingdom*, *praying* that provision *might* be made for the resorts of missionaries, &c. to India.

তৎপরে অন্যপ্রসঙ্গে লিখিত।

রাজ্যের অনঃ২ স্থান হইতে বহু প্রার্থনায় মিস নরি অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রস্তাব বক্তা হিন্দুস্থানে প্রেরণ কারণ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে ইহার বিশিষ্ট মনোযোগ অনুচিত বিবেচনা হইল।

We do not know, that the defusion of our *religion among* Hindoo, Mosulman and Parsee, has been very materially accelerated. But we believe, there is no doubt that the decipline of our Church and the general morals, and devotion, of the British subjects in India have been improved by the Ecclesiastical institution, provided for, by the *legislature*, in 1813. The absence and bloody superstitions which *disgrace* Hindustan (*speaking* of merely mortal means) can

be removed only by time and slow, and cautious measures, but it is *consoling* to reflect, that some of the worst abomination, have been at the least debarred and checked, any sudden attempt at conversion enforced by the British Government in India, would have caused, the country, to be *deluged* with blood, without *presenting* any chance of spiritual or moral good,

পশ্চাৎ প্রসক্ত্যান্তরে উল্লিখিত ।

আমরা জ্ঞাত হইতে পারিনাই যে আমারদিগের ধর্ম্ম বিস্তারণে হিন্দু ও মোছলমান এবং পারসী দিগের বিশিষ্টোপকার বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আমার দিগের ধর্ম্মালয়ের উপদেশে ইংলণ্ডীয় লোকের নিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক সচ্চরিত্র যাহা ১৮১৩ শালের নিয়মে এতদ্দেশে স্থায়ী হইয়াছে, ইহা দৃষ্টে হিন্দু দিগের যে লজ্জাহীন কদুক্তি এবং রক্তপ্লাবন ক্রিয়া যাহাতে হিন্দুস্থান ঘৃণিত হইয়াছে কালেতে ক্রমে ক্রমে সাবধানে ও চেষ্টায় অবশ্যাই খর্ব্ব হইবেক এই ক্ষণে শান্তি স্থাপনা ইহাও স্বীকার করিতে হইবেক এবং অতি ঘৃণিত ক্রিয়ার কিয়দংশ স্থগিত আছে (সতী হওনের প্রতি অত্রোক্তি) যাঁহা দৈব কিম্বা সচ্চরিত্র দ্বারা দুর্ল্লভ ছিল তাহা কেবল রাজকার্য্য প্রভায় অনায়াসে রক্তপাত ভিন্ন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ইলফিনিষ্টনস্ ইণ্ডিয়া।

অর্থাৎ প্রধান মর্য্যাদাবন্ত ইলফিনিষ্টন্ সাহেব হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত এবং হিন্দুর ষড় দর্শন প্রাচীন স্মৃতি পুরাণাদি সামুদায়িক সারাংশ স্বীয় গ্রন্থে বিলিখিত করেন। উক্ত গ্রন্থ রাজসন্নিধানে এবং সুশিক্ষিতবর্গের বেদতুল্য মান্য। ইদানীন্তন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তদুক্তি যথা।

ELPHINSTON'S INDIA.

Vol. 1, Page 383.

"The change from Menu to the Present time have already been set forth, and if we take a more extensive review we shall find the alterations have generally been the worse."

"The total extinction of the servile condition of Sudras, is doubtless an improvement, but in other respects we find the religion of the Hindus debased their restriction of Cast more rigid, the avowed imposts on the land doubled, the Court of Justice disused, the Laws less liberal towards women, the great work of Peace no longer undertaken, and the courtesies of war almost forgotten."

মনুর মত ইদানীন্তন যে বৈপরীত্য হইয়াছে ইহা সকল কথিত হইল এবং অধিক বিবেচনা করিলে পরিবর্ত্তনে কেবল মন্দ ঘটনা হইয়াছে। ইহাই যত সন্ধান হইবেক ততই প্রাপ্ত হইবেক।

কেবল নীচ শূদ্র জাতির ব্যবহার নিঃসন্দেহে ভদ্রতা হইয়াছে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন সর্ব্ব প্রকারে হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি দৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁদিগের জাতির প্রতিবন্ধক আধিক্য হইয়াছে ভূমির রাজস্ব দ্বিগুণ হইয়াছে, দায় বিচারের রহিত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়াছে সম্প্রতি শান্তি ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যুদ্ধের নিয়ম সকল বিস্মৃত হইয়াছে

"We find from their extant works that the Hindus once excelled in department of taste and science, on which they never now attempt to write."

তাহাঁদের বহু গ্রন্থ দ্বারা ইহাও প্রাপ্ত হইতেছে যে হিন্দু জাতি কোন সময়ে বিদ্যায় ও বিবেচনায় অতি উত্তম ছিলেন কিন্তু অধুনা কোন রচনায় প্রবৃত্তি নাই।

"And that they formerly, impressed strangers with a high respect for their courage. Veracity,

simplicity and integrity, the quality in which they now seem to us most deficient."

হিন্দু জাতি পূর্ব্বে অতিথির প্রতি অত্যন্ত সাহস সত্যাচরণ অখলতা এবং সুজনতা পূর্ব্বক আদর করিত এসকল গুণের এইক্ষণে একবারেই ন্যূনতা হইয়াছে ইহাই আমাদিগের প্রতীতি হইতেছে।

"It is impossible from all this, not to come to a conclusion, that the Hindus were once in a higher condition both moral and intellectual than they are now.

হিন্দু দিগের চরিত্র ও বুদ্ধি এক সময়ে প্রশংসিত ছিল, কিন্তু এইক্ষণে তদ্রূপ নাই ইহা অকথনে সমাপ্ত করণ যুক্তি সিদ্ধ নহে অতএব লিখিত হইল ইতি।

Chapter IV.

PRESENT STATE OF RELIGION.

"The Principal changes in religion since Menu are."

"The neglect of some Gods and introduction of others, the worship of defied mortal, the introduction (or at least the great increase) of sects and the attempt to exalt individual Gods at the Expence of others."

" The Doctrine that faith in a particular, God is more efficacious than contemplation ceremonial observance or good Works."

৪ অধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মের উপস্থিতাবস্থা ।

প্রধান পরিবর্ত্তন মনুস্মৃতি হইতে ইদানীন্তন ধর্ম্ম বিষয় যথা ।

কোন ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ অনাদর এবং দ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপন । নরাকৃতি দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । অন্য দেবতার মাহাত্ম্য সামান্য করত কেচিৎ মত স্থাপন এবং তন্মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করণ অভিলাষ অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সৎক্রিয়া রাহিত্য কেচিৎ দেবতার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে ।

পুরাণের প্রতি কথন যথা ।

Vol. 1, Page 164.

The Purans.

" The scriptures of this new Religion are the Purans of which there are 18, alleged by their followers to be work of Vysva, the compiler of Vedas, but in reality composed by different authors, between the eighth and sixteenth

centuries, altho' in many places from materials of much more ancient date. They contains. Theogonies, accounts of the creation, Philosophical speculations, instructions for religious, ceremonies, genealogies, fragment of history, and innumerable legends relating to the actions of Gods, heroes, and sages, most are written to support the doctrines of particular sects, and all are corrupted by Sectarian fables, so that they do not form a consistent whole, and were never intended to be combined into one general system of belief, yet they are all received as incontrovertible authority, and as they are the sources from which the present Hindu religion is drawn. We cannot be surprised to find it full of contradictions and anomalies.

" The Hindus, as has been said are still aware of the existence of a Supreme Being from whom all others derive their existence or rather of whose substance, they are composed, &c. &c."

১৬৪ পত্রে লিখিত।

অষ্টাদশ পুরাণ আধুনিক শাস্ত্র বেদব্যাসোক্ত কথিত হয় কিন্তু প্রাকৃতার্থে বহুপণ্ডিত কর্ত্তৃক ইংরাজী ৮০০ শাল অবধি ১৬০০ শাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সহস্র

বৎসরের মধ্যে রচনা হইয়াছে এবং স্থানেং প্রাচীন কালের বিবরণ লিখিত আছে পুরাণের বৃত্তান্ত। দেব দেবীর বিবরণ। সৃষ্টি প্রকরণ। বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনুধাবন। কর্ম্ম কাণ্ডীয় উপদেশ। বংশ উপাখ্যান। দেব দেবীর ও জ্ঞানির খণ্ড ইতিহাস এবঞ্চ গল্প। অধিকন্তু কোনং ভক্তের সপক্ষ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ মতাবলম্বিত অর্থাৎ গোঁড়াদিগের বৃত্তান্ত মিথ্যা কল্পনে লিখনে ভ্রষ্ট প্রায় হওত যুক্তি যুক্ত গ্রন্থ নহে এবং সকলের বিশ্বাস যোগ্য হওনের মনেও রচনা হয় নাই। অথচ অবিবাদিত গ্রন্থ তুল্য ব্যবহার হইতেছে। এক্ষণে যাহা শাস্ত্র রূপে প্রচলিত আছে তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে সেসকল সংপূর্ণ বিপরীত প্রতিবাদ এবং নীতি বিরুদ্ধ প্রাপ্ত হইতেছে। হিন্দু জাতি পরমেশ্বরের একত্ব বিষয় বিজ্ঞান আছে ইহাও প্রাপ্ত হইতেছে যদ্দ্বারা অন্য সকলের উৎপত্তি ও সৃজন হইয়াছে।

"Their great defect is a want of manliness, their slavish constitution, their blind superstition, their extravagant mythology, the subtilties and verbal distinctions of their philosophy, the

languid softness of their poetry, their effeminate manners, their love of artifice and delay, their submissive temper, their dread of change, the delight they take in puerile fables, and their neglect of rational history, are so many proofs of the absence of the more robust qualities of disposition and intellect throughout the mass of the nation."

ইহাঁরদিগের অত্যন্ত ন্যূনতা যে মনুষ্যত্ব বিহীন, দাসত্ব স্বভাব, এবং অন্ধকার ময় অমূলক ধর্ম্ম, অপরিমিত দেবতা বর্ণনা, ধূর্ত্ততা, পাণ্ডিত্যের মৌখিক মর্য্যাদা এবং কবিতার দুর্ব্বল কোমল ভাব, স্ত্রীবদাচরণ, অনুনয়াচরণ অধীনত্ব, চরিত্র পরিবর্ত্তনে আশঙ্কা, বালকবৎ খেলায় আহ্লাদ, এবং জ্ঞানপ্রদ ইতিহাস প্রতি আলস্য এই সকল কারণে বলবদ্গুণ স্বভাব সম্পূর্ণ বুদ্ধি হিন্দু জাতি মাত্রের অভাব হইয়াছে।

"It is probably owing to the faults of their Government that they are corrupt, to take a bribe, in a good cause is almost meritorious :— and it is a venial offence to take one when the cause is bad, pecuniary fraud is not thought, very disgraceful at all."

ইহা সম্ভাবিত যে তাঁহাদিগের রাজ দোষে তাহাঁরা উৎকোচ গ্রাহী হইয়াছে, ইহার দ্বিভাব হয় প্রথমত রাজা উচিত বেতন না দেওয়াতে দ্বিতীয় উচিত শাসন না করাতে, ভাল মোকদ্দমা হইলে উৎকোচ লওয়া প্রশংসনীয়, মন্দ মোকদ্দমাতে উৎকোচ গ্রহণ করণ ক্ষমণীয় অপরাধ বোধ আছে, ধন ছলনা পূর্ব্বক গ্রহণ লজ্জাকর বোধ করেননা। এবং সচরাচরের উপর অত্র অভিযোগ নিন্দিত নহে।

"Like all that are slow to actual conflict, they are very litigious, and much addicted to verbal altercation. They will persevere in a law-suit, till they are ruined and will argue, on other occasions, with a violence so unlike their ordinary demeanour, that one unaccustomed to them, expects immediate blows or bloodshed."

প্রকৃত সমরে সর্ব্ব প্রকারে অলস বরঞ্চ বিবাদে অত্যন্ত উৎসুক, বিতণ্ডা করণেপটু, সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত অভিযোগ তর্ক বিতর্ক করিতে অক্ষান্ত, অন্য বিষয়ে যে প্রকার স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহা অত্র বিষয়ে নহে অর্থাৎ বলবান, আঘাত এবং রক্ত

পাত হওয়া তাহাঁদিগের রীতি অনায়াসেই সম্ভাবনা।

"The natives of India are often accused of wanting gratitude; but it does not appear that those who make the charge have done much to inspire such a sentiment, when masters are really kind and considerate, they find as warm a return from Indian servants as any in the world, and there are few who have tried them in sickness, or in difficulties and dangers, who do not bear witness to their sympathy and attachment, their devotion to their own chiefs is proverbial, and can arise from no other cause, than gratitude, unless where cast supplies the place of clannish feeling, the fidelity of our sepoys to their foreign masters has been shown in instances which it would be difficult to match, even among national troops, in any other country. Nor is this confined to the lower orders; it is common to see persons who have been patronized by men in power, not only continue their attachment to them when in disgrace, but even to their families when they have left them in a helpess condition.

A perfectly authentic instance might be mentioned, of an English gentleman, in a high station

in Bengal, who was dismissed, and afterwards reduced to great temporary difficulties in his own country, a native of rank, to whom he had been kind, supplied him when in those circumstances, with upwards of 10,000*l*, of which he would not accept repayment, and for which he could expect no possible return. The generous friend was a Mharatta Bramin, a race of all others who have least sympathy with people of other casts, and who are most hardened and corrupted by power."

হিন্দুদিগের অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় লোকের প্রশংসা স্থলে লিখিত যথা হিন্দুস্থানীয় লোক সর্ব্বদা কৃতঘ্নতাপরাধে ধৃত অর্থাৎ গণিত হয় কিন্তু যে কেহ তাহাঁরদিগকে বিশ্বাস করে তাহাঁদিগের অনুপকার যে হিন্দু হইতে হয় এমত বোধ হয়না অর্থাৎ ইহাতে যে বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে যখন তাহাদিগের প্রভু কৃপান্বিত হয়েন তখন হিন্দুস্থানী চাকর হইতে যেমত প্রত্যুপকার প্রাপ্তি হয় সেমত ভূমণ্ডলেকোথাও নহে অতি অল্পভাগ ইহা সন্ধান করিয়াছেন রোগে বিপদে আপদে তাহাঁদিগের কাতরতা দয়া এবং আত্মীয়তার সাক্ষি কে নহেন। স্বীয়

প্রভুকে মান্য করা সর্ব্বত্র কথিত ইহা অন্য কোন কারণে নহে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত ঘটনা হয়। কেবল জাতিকুল প্রতিবন্ধকতায় যে কিছু করিতে অক্ষম। সিপাহী লোকের সরলতা বিদেশি কর্ত্তার প্রতি এতাদৃশী যে স্বদেশ প্রযুক্ত যোদ্ধাদিগকে তাহাঁদিগের সহিত তুলনাও কঠিন কেবল সামান্য লোক যাহাঁদিগকে ক্ষমতাপন্ন লোকে সাহায্য করিয়াছেন এপ্রযুক্ত তাহাঁরাই করে এমত নহে। বরঞ্চ বিপৎকালেও আত্মীয়তার ক্রটি করেননা এবং পরিবারের প্রতি ও দুরবস্থা গ্রস্তের প্রতি আত্মীয়তা ব্যবহার রাখেন ইহার সত্যপ্রমাণ যথা কোন ভদ্র ইংরাজ উচ্চ পদাভিষিক্ত বঙ্গদেশে স্বীয়াপরাধে কর্ম্মচ্যুত হওত অত্যন্ত দুরবস্থায় স্বদেশে পুনরাগত হয়েন কোন তত্রদেশীয় বান্ধব যাহাঁকে উচ্চপদ এবং অনুগ্রহ উক্ত ইংরাজ করিয়াছিলেন তাহাঁকে লক্ষ টাকার অধিক ক্রমশঃ স্বার্থ বিহীনে আনুকূল্য করিলে কোন প্রত্যুপকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিলনা এই দয়ালু বন্ধু মহারাষ্ট্রীয় এক ব্রাহ্মণ, অন্যং জাতিতে ভিন্ন জাতির প্রতি দয়ার লেশ প্রকাশ করেন না এবং স্বীয় ক্ষমতায় সর্ব্বদাই বিরুত থাকেন।

BOOK 2, PAGE 184.

"And we may therefore believe with the best informed Orientalists that the Hindu system onee existed in far greater purity and has sunk into its present state along with the decline of all other branehes of knowledge."

এবং আমরা পূর্ব্বদেশীয় সংবাদ বিজ্ঞব্যক্তি দিগের সহিত একবাক্যতায় বিশ্বাস করি যে হিন্দুদিগের ব্যবহার এককালে অতিশুদ্ধ ছিল এইক্ষণে শাস্ত্রের শাখা বহুবিদ্যা সমেত রসাতল গত হইয়াছে।

APPENDIX 1, PAGE 430.

"A Brahmin forging a Code, would make it support the system established in his time unless he were a reformer, in which case he would introduce text, favourable to his doctrines, but neither would pass over the most popular innovations in absolute silence, nor yet inculcate practice repugnant to modern notions."

"Yet the religion of Menue is that of Vedas, Ram Cristna and other favourite Gods of more recent times are not mentioned either with reverence or with disapprobation nor are the controversies hinted at, to which those and other new doctrine gave a rise."

সংগ্রহকারের প্রতি কথিত।

কোন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র কৃত্রিম অর্থাৎ জাল করিতে স্বীয় উপস্থিত কালের রীতিকে স্থাপন করিতে প্রবর্ত্ত হয়েন। যদি আপনি সংগ্রহকারী হয়েন তবে আপন মনোনীত বচন সংগ্রহ করত আধুনিক গ্রন্থ করেন কিন্তু অত্যাবশ্যক সর্ব্বসম্মত বৃত্তান্ত তাহাও স্বীয় রচনায় পরিত্যাগ এবং আধুনিক বুদ্ধির বিরুদ্ধে উপদেশও করিবেননা।

তত্রাপি মনুর ধর্ম্ম শাস্ত্রই বেদ যাহাতে ইদানীন্তনের রাম, কৃষ্ণ, ইত্যাদি পরমপ্রিয় দেবতা পূজ্য কি অপূজ্য বৃত্তান্তে ব্যবস্থা নিমিত্ত কিম্বা কোন বিতর্কের সঙ্কেত ও নাই যদ্দ্বারা এসকল নূতন উপদেশ উত্থিত হইয়াছে।

শাস্ত্র পাঠ প্রতি সাহেব লিখেন যথা।

Book 3.

"There is now no learning, except among the Brahmins and with them it is at a low ebb. The remains of ancient literature sufficiently shew, the far higher pitch to which it had attained in former times, when three of four classes were encouraged to read the

Vedas, it is probable that they were more generally informed than now."

এইক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শাস্ত্র শিক্ষা হয়না এবং ইহারও শ্রোতা অতি অল্প মাত্র প্রাচীনকালের অবশিষ্ট শাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্ব যে শাস্ত্রালোচনা অধিক ছিল ইহা দৃষ্ট হইতেছে পূর্ব্ব চারি জাতির মধ্যে দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনজাতি বেদাধ্যয়ন করিত অতএব ইহাতেই অনুমেয় হইতেছে যে সচরাচর অধিক বিজ্ঞতা ইদানীং হইতেছিল।

এতদ্দেশের স্বভাব বৃত্তান্ত সাহেব লিখিত করেন যথা।

HISTORY OF INDIAN CHARACTERS,

BOOK 3, PAGE 371. BENGALEESE.

" Akin to their indolence is their timidity, which arises more from the dread of being involved in trouble and difficulties than from want of physical courage, and from these two radical influences almost all their vices are derived, indolence and timidity, themselves may be thought to be produced by despotism and superstition without any aid from nature.

হিন্দু বিশেষত বঙ্গদেশীয় প্রতি।

আলস্য সম্বন্ধেই তাহাঁদিগকে আশঙ্কা যাহা পরিশ্রম এবং কঠোরের ভর উৎপন্ন করে নচেৎ প্রকৃতিস্থ সাহসের অভাব নহে এবং এই আদি বাধকতায় সর্ব্বদোষ উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত আলস্য এবং আশঙ্কা স্বেচ্ছাধীনে এবং অমূলক ব্যবহারে ঘটনা হইয়াছে নচেৎ স্বীয় প্রকৃতি হইতে নহে।

"The most prominent vice of the Hindus is want of veracity, in which they out-do most nations even of the East, they do not even resent the imputation of falsehood, the same man would calmly answer to a doubt by saying, "why should I tell a lie." who should shed blood for what he regarded as the slightest infringement of his honour."

সত্যতার অভাব প্রযুক্ত উচ্চতর দোষ হিন্দুদিগের ইঁহাতে তাঁহারা পূর্ব্বদেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশের পশ্চিম সকল রাজ্যস্থ লোক হইতেও অপকৃষ্ট তাহারদিগের মিথ্যাবাদিত্ব দোষ অর্পণ করিলেও ক্ষুব্ধ হয় না যে ব্যক্তির প্রতি মিথ্যাদোষারোপ সন্দেহ হয় প্রত্যুত্তরে কহে যে মিথ্যা কেন কহিব। ইহাঁর দিগে

র মানের কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলে শিরঃকর্ত্তন করণে উদ্যত হয়।

"Perjury, which is only an aggravated species of falsehood, naturally accompanies other offences of the kind, and those who pay so little regard to statements about the past, cannot be expected to be scrupulous in promises for the future. Breaches of faith in private life are much more common in India than in England."

মিথ্যা শপথ মৃষা বাক্যের প্রধান প্রকার মাত্র, যদ্দ্বারা অন্যাপরাধ সহজেই সঙ্গীভূত হয় এবং যাহাঁরা স্বীয় গত প্রস্তাবের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন না তাহাঁরা স্বীয় স্বীকৃতবিষয় নিঃসন্দেহে যে করিবেন ইহা বিশ্বাস যোগ্য কদাচ নহে। নিজ ব্যাপারে ইংলণ্ড দেশ অপেক্ষা অঙ্গীকার করা ভারতবর্ষে অধিকতর ব্যবহার।

রাজকর্ম্মকারী ইংলণ্ডদেশ হইতে অত্র দেশে আগমনের পূর্ব্ব ইলফিনষ্টন্ সাহেবের গ্রন্থ পাঠ করত ব্যুৎপন্ন হন। যথা হিন্দুর তর্কশাস্ত্র বৈশেষিক পাতঞ্জল ইত্যাদি ষড়দর্শনের মর্ম্মসকল কহিতে

মনুগ্রন্থের দ্বাদশাধ্যায়, অষ্টাদশ পুরাণ বৃত্তান্ত ও উপস্থিত ব্যবহার, উপস্থিত বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য শিল্প বিদ্যা মর্য্যাদা এবং হিন্দু সর্ব্বদেশের ব্যবহার সামু দায়িক বিজ্ঞান হওত পরীক্ষা হইলে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন, অতএব উক্তগ্রন্থে যে কিছু কথিত হইয়াছে ইহাই ইংলণ্ডীয় মাত্রই অতিশয় বিশ্বাস করেন অত এব প্রাচীন স্মৃতি ব্যবহার রহিতে যে যে অনুপকার ও পুরাণের প্রতি যে যে দোষ উৎপন্ন এবং সংগ্রহ কারের প্রতি যে কটাক্ষ এবং দেশের রীতি ও ব্যবহারের প্রতি যদ্রূপ উল্লেখ করেন তৎ সমুদায় বিজ্ঞাপ্য হইয়াছে এমত পরীক্ষা হইলে রাজকার্য্য প্রাপ্ত হয়েন, অতএব এদেশের প্রতি উক্ত গ্রন্থ প্রচলিত হইয়া যাবদীয় ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন।

অতঃপর হিন্দুকালেজ প্রভৃতি পাঠশালার ছাত্র গণের নানাদিগ্ দর্শন প্রকরণ।

ভূগোল বৃত্তান্ত ।

পৃথিবী গোলাকার বাতাবিলেবুর তুল্য বোটার নিকটে কিঞ্চিন্নিম্ন প্রায় ৭০০০ ক্রোশ বিস্তার উত্তর দক্ষিণে এবং ৬৮৭৫ ক্রোশ পূর্ব্বপশ্চিম পরিবেষ্টন কালি করণে ২১৮৭৫ ক্রোশ মাত্র । গোলাকৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমুদ্রে বৃহন্নৌকা অর্থাৎ জাহাজ গমনাগমনে জাহাজের উচ্চ-মাস্তুর অর্থাৎ ধ্বজা প্রথমাবলোকন হয় পশ্চাৎক্রমশঃ জাহাজ দৃষ্টি হয়, অতি প্রশস্ত ভূমিতে অগ্রে বৃক্ষের আর মনুষ্যের মস্তক দর্শন হয় তৎপরে সমুদয় অবয়ব নয়ন গোচর হয় । পৃথিবীর ছায়াতে চন্দ্রগ্রহণ হইলে গোলাকৃতি চ্ছায়া চন্দ্রে পতিত হয় ইহাতেই পৃথিবীর গোলাকৃতি নিশ্চয় হইতেছে।

পৃথিবীতে স্থলের ভাগ হইতে জল অধিক দুইভাগ জল এক ভাগ স্থল। পৃথিবী তিন মহাসাগরে বেষ্টিত ইংরাজী ভাবায় আটলান্টিক্, পাসিফিক্, ও ইণ্ডিয়ন্ নামে খ্যাত আটলাণ্টিক্ নামক সমুদ্র ৩০০০ ক্রোশ পরিসর, ইহা হিন্দুস্থানের পশ্চিমভাগে স্থিত পাসিফিক্ হিন্দুস্থানের পূর্ব্বদিগে স্থিত। আটাণ্টিক

বৃহৎ হিন্দুস্থানের অর্দ্ধেক ভাগ বেষ্টিত রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ন্ অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মহাসাগর দক্ষিণাংশে স্থিত, কিন্তু অন্যদুই অর্ণবাপেক্ষা এইসাগর পরিসরে খর্ব্ব। এতদ্ভিন্ন আসিয়া দেশের মধ্যে কাস্পিয়ন্, আরাল, ও বাইকাল, এই তিন রত্নাকর আছে। কাস্পিয়ন্ হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাংশে স্থিত দীর্ঘ ৩০০ ক্রোশ প্রস্থ ৮০ অবধি ১৬০ ক্রোশ অর্থাৎ কোনস্থানে ৮০ ক্রোশ কোথাও ১৬০ ক্রোশ। ইহাতে অনেক নদ নদী মিলিত আছে এবং উক্ত সিন্ধুর পূর্ব্বদিগে ১০০ ক্রোশান্তে আরাল সাগর ২০০ ক্রোশ দীর্ঘ ৬০ ক্রোশ প্রশস্ত ইহাতেও অনেক নদ নদী সম্মিলিত। বাইকল্ সাগর শিবির দেশে স্থিত দীর্ঘ ৩০০ ক্রোশ প্রশস্ত ৩২ ক্রোশ জলের লবণত্ব গুণে জলচর রক্ষা পায় এবং জলের উপর গুরুতর ভারি সামগ্রী ভাসমান হয়। লবণত্ব ভিন্নজলে কোন ডিম্ব ভাসাইলে ভাসিবেকনা কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত হইলেই সেই ডিম্ব ভাসিবেক।

পরমেশ্বর জল অধিক সৃষ্টি করিয়াছেন যদ্দ্বারা জীব জন্তুর বৃদ্ধি ও প্রাণ ধারণ হইতেছে। সাগরের

জল সূর্য্যরশ্মিতে আকৃষ্ট হওত মেঘের সৃষ্টি হয় সেই মেঘ বায়ুতে চলিত করিয়া বৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড বায়ুতে মেঘ ঊর্দ্ধ্বে গতি হয়। অধিক ঊর্দ্ধ্বে গতি হইলে উচ্চশৈলে বারি বরিষন করে যদ্দ্বারা অধিক বৃষ্টি হইলে সেই জল পতিত হইয়া নানা সমুদ্রে মিলিত হয় ঐ ধারা বাহিনীর নাম নদ নদী ইত্যাদি সাগর, উপসাগর, হ্রদ, অখাত, নামে জলাশয় বিখ্যাত। ভারতবর্ষে যে যে অখাত আছে তাহার মধ্যে বাঙ্গলার অখাত প্রধান। অত্র অখাত উত্তর দক্ষিণে সহস্র ক্রোশ পূর্ব্ব পশ্চিমে কোনস্থানে বার শত ক্রোশ ইণ্ডিয়ন মহা সাগরের সহিত সংযুক্ত এই অখাত ব্যাপিয়া জাহাজ কলিকাতায় গমনাগমন করে চীন দেশে গমনাগমনে এই অখাতের পূর্ব্ব মুখে বাম পার্শ্বে গমন করিতে হয়। হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা ইহাতেই ধার্য্য হইল। উত্তরাংশে বঙ্গ ভূমি পশ্চিমাংশে মান্দ্রাজ দেশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে লঙ্কা দ্বীপ পর্ব্বতের ধারা বাহিনী নদ নদী দ্বারা গঙ্গা; ব্রহ্মপুত্র, গোদা বরী, কৃষ্ণা ও অন্যান্য পর্ব্বত হইতে অনেক ক্ষুদ্র

নদ নদী আগতা হইয়াছে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য এবং তৎপ্রতি ভক্তি অদর্শকের কদাচ সম্ভবেনা বৃহৎ২ হ্রদ হইতে জীবের অপার উপকার হইতেছে হিম প্রাধান্য দেশে হ্রদের বাস্প হইতে উষ্ণতা উদ্ভবে হিমের লাঘব করে গ্রীষ্ম প্রাধান্য দেশে মেঘ সৃর্জনে বর্ষণ করে । সমুদ্রের মোহানার তাৎপর্য্য ইহাই কথিত যাহার দ্বারা এক সাগর হইতে অন্য সাগরে সংযুক্ত তাহাকেই মোহানা কহে এবং এক নদী হইতে অন্য নদীতে মিলিত স্থান মোহানা। ঐ মোহানার ব্যবধানে আশ্চর্য্য দৃষ্টি ইহাই হয় যে এসিয়া অত্র দেশ এবং আম্রিকা দক্ষিণ অঞ্চলে ১৭০০০ সহস্র ক্রোশ ব্যবধান এবং কোন স্থানে কেবল ৩৪ ক্রোশ অন্তর যে হেতুক পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দেশ স্থিত রহিয়াছে আমাজন নামক আম্রিকার নদী পৃথিবীস্থ সর্ব্ব নদী হইতে প্রধান যেহেতুক ২১০০ ক্রোশ দীর্ঘ অন্যান্য দেশে ২৮০০ ক্রোশের অধিক নদী নয়, পৃথিবীতে মহাদ্বীপ দুইটা গণিত । এক মহাদ্বীপ প্রাচীন, দ্বিতীয় আধুনিক। প্রাচীন মহাদ্বীপে আসিয়া অর্থাৎ

হিন্দুস্থান, ইউরোপ অর্থাৎ বিলাত আফ্রিকা অর্থাৎ কাফরি দেশ। আধুনিক মহাদ্বীপ আম্রিকা দেশ ও আধুনিক মহাদ্বীপ ১৬৭০ শালে অর্থাৎ ১৭৮ বৎসর গত হইতেছে প্রকাশ হওত পরস্পর গতা য়াত হইতেছে এবং বসতি বৃদ্ধি হইয়াছে।

জগৎ রচনা কালে যে যে দ্বীপ সৃষ্টি হয় তৎব্যতি রিক্ত ভূমিকম্প দ্বারা অল্প এবঞ্চ কীট কর্ত্তৃক অনেক উপদ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত কীট দৃশ্য মান ক্ষুদ্র জীব কিন্তু পরাক্রম এতাদৃশ যে সমুদ্রের মধ্যে স্থিত হইয়া জলের নীচের মৃত্তিকা মুখে উত্থিত করিতে প্রবর্ত্ত হয়। আর যে পর্য্যন্ত জল পায় তাবৎ মৃত্তিকা উত্তোলন করে পর্ব্বতাকার মৃত্তিকা হইলে ক্রমশঃ প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হয় ঐ মৃত্তিকা সমুদ্রের জলের সহিত উচ্চ সমান হইলেই সমুদ্রচর পক্ষি সকল তথায় বাস করে ঐ পক্ষির মল নির্গত যত হয় সেই মলের সহিত নানাজাতীয় ফলের বীজ পতিত হইলে নানাবিধ বৃক্ষ উৎপত্তি হইয়া তাহাতে ক্রমে মহারণ্য হয়। পরে ক্রমশঃ বসতি হয়। পাসিফিক নামক মহাসমুদ্রের মধ্যে যত উপ দ্বীপ আছে সে সকল প্রায় উক্তকীট নির্ম্মিত।

ভারতবর্ষ মধ্যে মালাকা নামক উপদ্বীপ স্থিত। এবং মহাদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া যে ভূমিখণ্ড সমুদ্রাদির মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থাপিত রহিয়াছে তাহার নাম অন্তরীপ, যথা হিন্দুস্থানের কুমারিকা খণ্ড অন্তরীপ। এই বঙ্গদেশের পশ্চিম আফ্রিকা দেশে কেপ নামক এক বৃহৎ অন্তরীপ আছে।

প্রাচীন মহাদ্বীপের বিভাগ উইরোপ ৵০ আনা আসিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ চীন দেশাদি।৴০ আনা আফ্রিকা ৶১০ আমেরিকা।৴১০ এই ষোল আনা অত্র এবং মহাদ্বীপস্থ আসিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকা দেশে আমেরিকা হইতে ১৩ গুণ মনুষ্য অধিক। যেহেতুক অল্প দিনাবধি উক্ত দেশে লোকের গতায়াত হইয়াছে। আফ্রিকা দেশ বালুকাময় অল্পশস্য প্রযুক্ত বসতি স্বল্প।

লোক সংখ্যা।

ইং ১৮১৬ সালে ৭০ কোটি আসিয়া ভারতবর্ষ চীনাদিতে ৫০ কোটি, আফ্রিকায় ৩ কোটি, আমেরিকায় ২ কোটি, ইউরোপে ১৫ কোটি।

১৮৪০ সালে ৯৯ কোটি ত্রিশ লক্ষ ৯৯ সহস্র

আট শত সতের গণ্য হয়। ইউরোপে ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ, আসিয়ায় ৬০ কোটি আফ্রিকায় ৭ কোটি আম্রিকায়, আস্টারিলিয়ায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৯ সহস্র ৮ শত সতের গণ্য। গণনার গোলোযোগে ধর্ম্মের অনবধারিত ২ কোটি লোকের অনুমেয়।

ধর্ম্মাশ্রিত গণনা যথা।

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম কএক প্রকারে	৩০ কোটি		
ইহুদী			৪০ লক্ষ
মোছলমান	১০	ঐ ১০	ঐ
হিন্দু নানা প্রকার	১২	ঐ ৪০	ঐ
বুদ্ধ মতাবলম্বী	৩০	কোটি	
নানক জৈন এবং পশু পক্ষ বৃক্ষ পূজিত	১৪	কোটি ৫০	ঐ
			৯৭৩০০০০০০

ইহুদীরা বাইবেল শাস্ত্রের আদি পুস্তক প্রামাণ্য করে। খ্রীষ্টিয় সাম্প্রদায়িক বাইবেল অর্থাৎ প্রাচীন ও নূতন বাইবেলাশ্রিত মোছলমান মহম্মদ কৃত। কোরাণাশ্রিত। হিন্দুর নানামত প্রথম বৌদ্ধ মত

প্রবল ছিল যাহা অদ্যাপি লঙ্কায় প্রচলিত আছে ঐ বৌদ্ধকে ব্রহ্ম দেশের লোকেরা গোদামা নামে, এবং চীন দেশে ফো নামে, জাপান দেশীয় শাখা নামে পূজা করে চীন দেশের কিয়দংশ ভোট তির্ব্বত পর্ব্বতীয় দেশের লোক মহালামা গুরু নামক বৌদ্ধকে পূজা করে।

আসিয়া দীর্ঘ ৩৩৭০, ক্রোশ প্রস্থে ৪৩২০ ক্রোশ অসিয়ার উত্তরাংশে রুষিয়া, পূর্ব্ব চীনার দেশ, ব্রহ্ম দেশ, তুরকী, এবং পারসী লোক আছে। দক্ষিণ অঞ্চলে হিন্দু ও মোছলমান বসতি করে।

আসিয়ার উত্তর সীমা হিম সমুদ্র, দক্ষিণ সীমা ভারত সমুদ্র, উত্তর পশ্চিম ইউরোপের সীমা সংলগ্ন, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় সীমা সংলগ্ন। হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশ গ্রীষ্ম, উত্তব হীমাংশ, আসাম, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন, দেশের বিভাগে পূর্ব্ব দিক গণ্য হয়।

হিন্দু স্থানে হিন্দুর বসতি দ্বিখণ্ডে। দক্ষিণ হিন্দুস্থান, এবং উত্তর হিন্দুস্থান, উত্তর সীমা যদি নর্ম্মদা নদী কল্পনা করা যায় তবে তাহার পূর্ব্ব

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে সমূদ্র এবং দক্ষিণ ভাগের অন্ত সীমায় কুমারি অন্তরীপ তাহার নিকটে লঙ্কা, সিংহল দ্বীপ, সিন্ধু নদীর বিলোচন স্থান, এবং পশ্চিমাংশে পারস্য দেশ যবন বসতি, হিন্দুস্থানের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব ভাগে হিমাচল ঐ পর্ব্বত বক্র ভাবে কাশ্মীর দেশ হইতে রেকান পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিতি করিয়াছে, হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ভাগে ব্রহ্ম দেশ, বাঙ্গালা, ব্রহ্ম দেশের মধ্যে মণিপুর, হিড়ম্ব, নানা জাতীয় পর্ব্বতীয় লোক হিন্দু ধর্ম্মাশ্রিত।

এই সকল সীমানার মধ্যে উড়িষ্যা, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহীসুর, শ্রবণোর, হয়দ্রাবাদ, পুণ্যাগ্রামীয়, নাগপুরীয়, মহারাষ্ট্র দেশ, উত্তরে বঙ্গ, মগধ, কাশী, বন্দেলখণ্ড, ভাগেলখণ্ড, মিথিলা, কোশল, মথুরা, হরিযান, দোয়াব, রোহেলখণ্ড, জয়পুর, বিকানিয়ার, যাধপুর, সিন্ধিয়া, পঞ্জাব, মালবা, মূলতান সিন্ধু, গুজুরাট, ইহার পরিমাণ; কুমারি অন্তরীপ পর্য্যন্ত ২৭৭৪ ক্রোশ প্রস্থে শ্রীহট্ট অবধি সিন্ধুদেশের কবাটীবন্দর পর্য্যন্ত ১৬০০ ক্রোশ।

ভূমির পরিমাণ।

ইউরোপদেশে ৩কোটি ৮০ ক্ষ ৭হাজার ১৯৫ কলির মাপেমাইল

কোটী	লক্ষ	হাজার	শত	||০	ক্রোশ
আসিয়া....১৭	৮	৫	১৪৬	ঐ	ঐ
আফ্রিকা ১১	১৬	৫৭	৪২৮	ঐ	ঐ
আম্রিকা ১৩	৫৭	৬৩	৪০০	ঐ	ঐ
আষ্ট্রিলিয়াদি ৩	৩৩	৪১	৮ ৫০	ঐ	ঐ

৫০১৫০০০৯ মাইল।

খ গোল বৃত্তান্ত।

সূর্য্য সকলের অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে স্থিত, সূর্য্য নির্জীব জড়পদার্থ, প্রচলিত গ্রহ সকলের মধ্যস্থারা সূর্য্যোরতেজে গ্রহগণ তেজস্বী হইতেছেন সূর্য্য মণ্ডল পৃথিবী হইতে দশলক্ষগুণ বৃহৎ, এবং পৃথিবী হইতে ৮ কোটি ৩৬ লক্ষক্রোশ অন্তরে আছেন ইহা প্রত্যক্ষ, তেজের গতিধৃত করত গণনা করিলেই ফল স্থিরহয়। সূর্য্য ছোট থালারন্যায় যে দর্শন হয় ইহাতেই সকল সপ্রমাণ হইতেছে যেমত ৩॥ পোয়া মনুষ্য একশতহাত উচ্চ কোঠাতে উঠিলে তাহার অবয়ব যত ক্ষুদ্র দেখাযায় ইহারি

প্রমাণে অঙ্কবিদ্যা দ্বারা উচ্চ এবং অবয়ব অব ধারিত হয়।

গ্রহের পরিমাণ ১৭৮১ সালের পূর্ব্ব বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এবং পৃথিবী বিজ্ঞাপ্ত হইয়াছেন তৎপরে আর একগ্রহ প্রকাশিত হইয়া ৩জার্জ পাদসাহের সময়ে উদয় জন্য জর্জিয়ম নাম উল্লেখিত হইয়াছে পশ্চাৎ চারিগ্রহ বিজ্ঞান অর্থাৎ সীইরিষ, পল্লাস জুনো, বেষ্টা, ব্যক্ত হয়। গ্রহ দিগের গতি দুইপ্রকার দৈনিক এবং বার্ষিক, বৎসরে যে কোনগ্রহ একবার সূর্য্যকে বেষ্টনকরে তাঁহার বার্ষিক গতি, পৃথিবী গ্রহ তিনশত পঁয়ষষ্টি দিবস পোনেরদণ্ডে সূর্য্যকে একবার বেষ্টন করে ইহাতেই লোকের এক বৎসর গণ্যহয়। দৈনিক গতি যথা গ্রহ সকল চক্রের ন্যায় আপনারা ভ্রমণ করিতে২ প্রদক্ষিণ করে, সেই ভ্রমণে দিনের গতি হয়, চক্রের ন্যায় পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সকল ভ্রমণ করে, সূর্য্যের সম্মুখে পৃথিবী যাবৎ আগু গমন করেন তাবৎ আর যখন যেখানে জ্যোতি শূন্য হয় তখন তথায় রাত্রি হয়। যখন সূর্য্য রশ্মিতে সেদেশে দিন

মান প্রকাশ হয় লণ্ডনে ২ প্রহর রাত্রি তখন কলি কাতায় প্রাতঃকাল আর মক্কায় ২ প্রহর ৩ ঘণ্টা রাত্রি ইত্যাদি। পৃথিবীর ভ্রমণ অনুমেয় নহে যথা গাড়িতে ভ্রমণ করিতে হইলে আপনার ভ্রমণ বোধ হয়না, দুরের বাটী বৃক্ষ ইত্যাদি নিকটস্থ হইতে থাকে যেমত নৌকাতে গমনাগমনে তীর চলিতেছে বোধহয়, পূর্ব্ব পশ্চিমদিকে পৃথিবীর ভ্রমণ হয়। গাড়ির আলেযেপ্রকার একপাক চাকা ঘুরিতে কত বার তদুপরি তদুপরি ঘূর্ণায়মান হয় সেইপ্রকার দিনের ও বৎসরের গতি, যদ্রুপ ভাঁটা ঘুরিতে২ দূরে যায় তদ্রূপ দিন ও বৎসরের ভ্রমণ হইতেছে, ইহার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ লিখিত আছে।

পৃথিবী শূন্যোপরি স্থিতির তাৎপর্য্য পৃথিবী মণ্ডল সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট আছে। বৃহৎ বস্তুর আকর্ষণে ক্ষুদ্রবস্তু নীত হয়; পৃথিবীর আক র্ষণে ক্ষোণীস্থ সমস্ত বস্তু আকর্ষিত, তদনুযায়িক পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণে স্থিত আছে। পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে যে কোনবস্তু চলাইলে অধঃপতন হয় তত্তাৎপর্য্য পৃথিবীর নিজ আকর্ষণী শক্তিতে অধঃ

পতন করায় কিন্তু যাবৎ বেগ থাকে তাবৎ উৰ্দ্ধে উঠিবেক, বেগ বাহিত্যেই অধঃপতন হইবেক। ইহা নিউটন জ্যোতির্বিৎ নির্যাশ করিয়াছেন. এবং চুম্বক প্রস্তরে যে লৌহ আকর্যণ করে তাহারও প্রমাণ প্রত্যক্ষ।"

গ্রহদিগের স্বংগতি।

বুধ সূর্যের নিকটাবর্ত্তী তথাচ ৩ কোটী ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার ক্রোশ অন্তরে স্থায়ী। বুধ গ্রহ ২৮৩৭ ক্রোশ বিস্তার ৮৪ দিবসে সূর্যকে একবার ভ্রমণ করে। শুক্র ৫ কোটী ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজার ক্রোশে সূর্য্য হইতে দূরে ২২৪ দিনে তচ্চতুর্দ্দিকে একবার পরিক্রমণ করে। আর ৫৭ দণ্ড ৫২ পলে আপনি একবার চক্রেরন্যায় ভ্রমণ করে, এবং প্রায় পৃথিবী তুল্য প্রশস্ত।

পৃথিবীর উচ্চ চন্দ্রগ্রহ ২৯ দিন ২৭৷৷০ দণ্ডে পৃথিবীকে বেষ্টন করেন যাহাতে চান্দ্রমাস হয়।

মঙ্গল ১২ কোটী ৬৭ লক্ষ ২০ হাজারক্রোশ সূর্য্য হইতে অন্তর, ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যাকে ভ্রমণ করে।

বৃহস্পতি ৪৩ কোটী ক্রোশ সূর্য্য হইতে দূরস্থ ২৫ দণ্ডে চক্রবৎ ১২ বৎসরে সূর্য্যকে একবার ভ্রমণ করে। বৃহস্পতি পৃথিবী হইতে ১৪০০ গুণ বৃহৎ। তাহাঁর রোচিষ্ণু চারি উপগ্রহ আছে যাহা দৃষ্টহয়।

শনি সূর্য্য হইতে ৭৯ কোটী ২০ লক্ষ ক্রোশ অন্তরস্থ ২৯ বৎসরে সূর্য্যকে একপাদ ভ্রমণ করেন। শনি পৃথিবী অপেক্ষা ৯০ গুণ বৃহৎ শনির সপ্ত উপগ্রহ আছে।

জর্জিয়ন নামক গ্রহ যাহা ইদানীন্তন প্রকাশ হর্স্কেল জ্যোতির্বিৎ প্রথমত প্রকাশ করেন তাহা সূর্য্য হইতে ১৫৮ কোটী ৪০ লক্ষক্রোশ দূর, ৮৩ বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ইহার ছয় উপগ্রহ আছে।

সাইরিষ ও বেষ্টা এই দুই গ্রহ সূর্য্য হইতে ২২ কোটী ৮৮ লক্ষ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এবং জুনো সূর্য্য হইতে ২২ কোটী ৪০ লক্ষ ক্রোশ দুরস্থ। প্লাস ২৪ কোটী ক্রোশ অন্তরে ভ্রমণ করে, ইহার ক্রমে অনু সন্ধান হইতেছে।

গ্রহণ বৃত্তান্ত।

পৃথিবী আর সূর্য্যের মধ্যস্থলে চন্দ্র থাকিলে

চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যতে লগ্ন হইলেই সূর্য্যগ্রহণ হয়, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডলের ক্ষুদ্রত্ব প্রযুক্ত চন্দ্রের ছায়াতে সূর্য্যের সমস্ত মণ্ডল আবৃত হয়না সেইহেতু সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস সম্ভবেনা চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যস্থলে পৃথিবী থাকিলে পৃথিবীর ছায়াতে চন্দ্রকে আবর্ত্তন করে তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র মণ্ডল অপেক্ষায় পৃথিবী মণ্ডল বৃহৎ, এই প্রযুক্ত. তাহাঁর ছায়াতে কখন২ সর্ব্বগ্রাস হয় অর্থাৎ চন্দ্রের সমুদয় মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়। প্রতি বৎসরে গ্রহণ দুই বারের ন্যূন হয়না এবং সাতবারের অধিক ও ঘটেনা, এবং সকল গ্রহণ সর্ব্বদেশে দেখা যায়না আর প্রত্যেক গ্রহণ ও সর্ব্বদেশ সাধারণে কখন দর্শন হয়না।

চন্দ্র।

চন্দ্র পৃথিবী হইতে ১৩ গুণ ছোট অর্থাৎ পৃথিবীর ১৩ ভাগের এক ভাগ এই প্রযুক্ত পৃথিবীর আকর্ষিত চন্দ্র, চন্দ্র স্বয়ং কৃষ্ণ বর্ণ সূর্য্যের তেজে উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়। ইহা চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিলেই প্রত্যক্ষ হয়। চন্দ্রের স্বীয় তেজ থাকিলে প্রতি দিন

পূর্ণ চন্দ্র দেখা যাইত। চন্দ্রের যে ভাগে সূর্য্যের তেজ লাগে সেই ভাগ রশ্মিময় হয়। অর্থাৎ পৃথিবী ও চন্দ্রের গতি বিশেষে দিনং তাহার যে অংশ দেখা যায় ততই চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস হইতে থাকে অর্থাৎ সূর্য্যের তেজের তিথি বিশেষে হ্রাস ও বৃদ্ধি, নচেৎ প্রকৃত মণ্ডলের কিছু ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। এই জগতের মত অনেক জীব এবং নীচ উর্দ্ধ স্থান চন্দ্রে আছে ইহাও দৃষ্ট হয়।

জোয়ার ভাটার বিষয়।

জল চঞ্চল স্বভাব চন্দ্রাকর্ষণে আকৃষ্ট হওত উপরে ধায় ঐ আকর্ষণের বেগ যতক্ষণ থাকে তত দূর পর্য্যন্ত উপরে ধাবমান হয় সেই বেগ নিবৃত্তি হই লেই ভাটা হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রতি দিন যত বৃদ্ধি হইবেক তাহা হস্তাঙ্গুলি পরিমান পঞ্জিকায় লেখেন।

বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের বৃত্তান্ত।

আকাশ মণ্ডলে বিদ্যুতে পরিপূর্ণ আছে কিন্তু বিদ্যুৎ মেঘে গুপ্ত থাকে এজন্য সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না,

বায়ুর প্রবলতায় মেঘ পৃথিবীর নিকটস্থ হয় তাহাতে পৃথিবীর বস্তু সহযোগে বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে সেই দ্রব্যের আকর্ষণে ঐ বিদ্যুৎ আকৃষ্ট হইয়া অতিবেগে ধাবধান হয়, সেই বেগের শক্তিতে মেঘ বিদীর্ণ হইলেই বিজাতীয় শব্দ ও বজ্রপাত হয়, আলোক প্রথমে দেখা শব্দ পশ্চাৎ শ্রবণ হয়, ইহার তাৎপর্য্য শব্দের শক্তি ২৷৷৹ পলের মধ্যে ১২ ক্রোশ চলিত হয়, তেজঃ কোটি ক্রোশ তৎসময়ে ধাববান হয়, বিদ্যুতের আলোক দৃষ্টি করিয়া নির্ণয় করিলে যদি আড়াই পলের পরেই শব্দ শুনা গেল তবেই বিদ্যুৎ ১২ ক্রোশ অন্তরেই আছে বুঝিতে হইবেক। বিদ্যুতের পতন প্রায় উচ্চতর বস্তুর হয়, তৎসময়ে কিম্বা প্রাক্‌কালে বৃক্ষ মূলে স্থিতি অকর্ত্তব্য। ধাতু দ্রব্য মাত্রই বিদ্যুৎতাগ্নিকে আক র্ষণ করে। আশ্চর্য্য যে লৌহময় অস্ত্র কাষ্ঠে আচ্ছা দিত থাকিলে বিদ্যুৎ পতনে কাষ্ঠ জ্বলিত হইবেক না কিন্তু লৌহের অস্ত্র দাহ করিবেক, বিলাতের পণ্ডিত কর্ত্তৃক এক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে যদ্দারা বিদ্যুতাগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়।

আম্রিকা দেশে ফ্রাঙ্কলীন নামে অতিশয় জ্ঞানবান্ পণ্ডিত বিদ্যুতাগ্নি ধৃত করিতে ১৭৫২ সালে একটা মাঠের মধ্যে উচ্চতর লৌহ শলাকা মৃত্তিকায় রোপণ করিয়া মেঘাড়ম্বর দৃষ্টে দ্রব্য সংযোগে ঘুড়ি ও ডোর প্রস্তুত করিয়া উড্ডীয়মান করত উক্ত শলাকায় ডোর বন্ধন করেন, ক্ষণেক কালান স্তরে উক্ত ডোর সহযোগে শলাকায় অগ্নি সংযোগ হইলে তাহারা বিদ্যুতাগ্নির যথার্থ স্বভাব জানি লেন, তদবধি লৌহ শলাকা কাষ্ঠ সহযোগে ভদ্রা সনে স্থাপিতে অনুরোধ করেন যেহেতুক আকর্ষ ণীয় শক্তি নাই তাহাতে গৃহ মধ্যে অগ্নি যাইবেক না এবং অনহিত হইবেক না কিন্তু তৎকালে লৌহ দণ্ড স্পর্শ করিলেই মারা পড়িবেক।

উল্কাপাতেত্যাদি বৃত্তান্ত।

পৃথিবীতে নক্ষত্র পতিত হয় অঙ্গ প্রস্তরে নক্ষত্র কিম্বা তারা পৃথিবী হইতে ছোটনহে ইহা পতিত হইলে পৃথিবী রসাতলস্থা হয়, এবং আকাশ হইতে অগ্নির গোলাবৎ পতন হইলে উল্কাপাত কহে যদ্দারা দেশের অমঙ্গল সূচনা শঙ্কা হয় কিম্বা

কোন মাঠে আলোক দৃষ্ট হইলে আলিয়া ভূত কহে তাহার সন্মুখে পড়িলে ভূলাইয়া খাল বা বিলে নিপাত হইতে হয় ইহার তাৎপর্য্য অগ্নিবায়ু নামক যে বায়ু যখন আকাশে এবং ভূতলে বলবান হয় তৎ ক্ষণাৎ এই প্রকার সংযোগ হয়। শুস্ক বিলের কর্দ্দম বিশেষে উক্ত বায়ু উৎপন্ন হয় তাহাকে ধৃত করিবার বাসনায় মনুষ্য যত দৌড়িবেক তত সেই বেগের বাতাসে উক্ত বায়ু দূরে গমন করে। যথা অতি অন্ধ পুষ্করিণীর পঙ্কের তেজ ধারণে আলোক উৎপত্তি হয়।

ধনুকের বিবরণ।

যেদিগে বিন্দু২ বৃষ্টিপাত হয় তাহার বিপরীত দিগে সূর্য্য প্রকাশ হইলে বৃষ্টির বিন্দুতে সূর্য্যের তেজ লাগিলেই চিত্র বিচিত্র বর্ণ ধনুকের মত আকার দেখাযায়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক শিষার গেলাসে জল পরিপূর্ণ করিয়া সূর্য্যের কিরণে রাখিলে নানাবর্ণ দেখা যাইবেক।

ঘূর্ণা বায়ুর বিবরণ।

আকাশ মণ্ডলে প্রচণ্ড বায়ু দুই দিক যৎকালীন

বহে তখন সেই দিকের বায়ুতে মিলিত অর্থাৎ জড়িত হইয়া নিম্নভাগে শুণ্ডা কারে বায়ু পতিত হয়, সেই বাত যে খানে পতিত হয় উভয় প্রচলিত বায়ুর বিপ রীত গতিতে. অন্তরস্থ উভয়ের বেগ উভয়ে প্রবেশ স্থলে পরাক্রম অন্তরেই স্থিত হইয়া জলে কিম্বা স্থলে নিক্ষেপ মাত্রে সেই উভয় বেগ নির্গত হইবার সময়ে আত্যন্তিক প্রবলতা প্রকাশ হয় এবং সমু দ্রের জল উত্থিত করিতে থাকে তৎকালে জাহাজ সম্মুখবর্ত্তী হইলেই রসাতল যায়, ভূমিতে পতিত হইলে প্রাচীন মন্দিরাদির চিহ্ন রহিত করে ফলতঃ যেদিকে পতিত হয় সেই দিক উচ্ছিন্ন করে। বহু বৃহৎ বৃক্ষ মূলোৎপাটন পূর্ব্বক ক্রোশাধিক দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ক্বচিৎ কোন বৃক্ষে পরি কোন স্থানে পতিত হইয়া অন্য বৃক্ষপরেই বল প্রকাশ করে কিন্তু তৎকালে তোপধ্বনি করিলে ছিন্ন ভিন্ন হয়।

পৃথিবীতে যে যে দেশে যত পর্ব্বত এবং যে যে পর্ব্বত হইতে নদনদী বাহিনী হইয়াছে এবং ইউ রোপে, আফ্রিকায় আম্রিকায় এবং হিন্দস্থানে যত জ্বলা পর্ব্বত আছে তৎ সামুদায়িক বাল্যকালেই

পাঠে, সকল দেশ বৃত্তান্তে, মনুষ্যের পরাক্রম, উক্ত ইলফিনিষ্টন সাহেবের গ্রন্থে এবং মার্শমেন সাহেবের ইতিহাসে পৌরাণিক শাস্ত্রের অসংলগ্নতা কথিত দৃষ্টে এবং নানা দিগ্দর্শন হওত সুশিক্ষিত গণের বরঞ্চ যুবক মাত্রেরি যথার্থ মনোগত বার্ত্তা সামুদায়িক হিন্দু সংবাদ নামক কেবল সুশিক্ষিত হিন্দুবর্গের লিখিত পত্রে সুব্যক্ত হইবেক। তদ্যথা।

ON THE BEST MEANS OF IMPROVING THE MORAL CHARACTER OF THE NATIVES OF INDIA.

(*From the Hindu Intelligencer, Aug.* 16, 1847.)

It is an arduous and perhaps an invidious task to controvert long established opinions, but when those opinions have a pernicious effect on public morals, and tend to injure the character and undermine the reputation of a whole nation, it becomes the duty of an impartial observer, and particularly of a community so stigmatized to counteract their influence. The subject of this remark is the opinion unhesitatingly advanced,

that the natives of India are in a state of regular degeneracy, and that honor and morality are scarce, if not unknown to them. Nothing is more common than for foreigners to speak in terms of the utmost contempt of the native character, and not only those whose judgments are biased by partial and imperfect representations, but men of distinguished talents, and who have ample opportunities of judging for themselves, join in the sweeping censure. "What the horn is to the buffalo," says an eminent contributor of the *Edinburgh Review*, "what the *sting* is to the bee, what all *things* noxious and hurtful are to beasts and reptiles, so is deceit to the native of India." Other opinions equally ungenerous and discouraging may also be cited. The error is become general; it is strengthened by the fiat of authority; and being calculated not only to throw a dispiriting gloom over our prospects, but to retard our exertions in moral and religious pursuits, I trust the last circumstance alone will be deemed a sufficient apology for deviating a moment from the immediate subject of this essay to the consideration of it.

Reason and experience tell us that the essential characteristics of human nature will always

remain the same, but individual men and individual communities are susceptible of improvement and degradation according to the circumstances in which they are placed, and the comparative vigor of their own exertions in *turning* them to account.

হিন্দু জাতির সচ্চরিত্র হওনোপায়।

যদিস্থাৎ বহুকালীয় ব্যবহারের প্রতি বিবাদ করণ সুকঠীন এবং মাৎসর্য্যক্রিয়া প্রকাশিকা হয় কিন্তু যখন সেই সকল ব্যবহার সর্ব্ব চরিত্রের প্রতি অত্যন্ত দোষাবহ, দেশাবচ্ছিন্ন সম্ভ্রম উচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন করিতেছে অতএব সর্ব্বসাধারণের প্রতি কলঙ্কৃত এবং অপবাদিত বিষয়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন অর্থাৎ প্রতিকার কারক ক্ষমবান্ ব্যক্তির সহায়তাকরণ অত্যুচিত হইতেছে। যেহেতুক ভিন্নজাতীয় সর্ব্ব সাধারণ লোক সন্দেহ রাহিত্য হওত হিন্দুজাতিকে বিধর্ম্ম এবঞ্চ অসভ্য বোধে ঘৃণাকরে। ভিন্নদেশী সামান্য ও বিশেষ ব্যক্তি সকলেই নিন্দায় আচ্ছন্ন করে বিলাতের ইডিনবরা নামক সংবাদ পত্রের কোনং লেখক তদ্দেশের পত্রিকায় লিখেন "যেমত

মহিষের শৃঙ্গ মধুমক্ষিকার বিষকন্টক এবং পশ্বাদির স্বাভাবিক হিংসা তাদৃশ হিন্দুজাতির খলতা ব্যবহার" এবম্ভূত বহুতর উপমা বিশিষ্ট গ্লানি লিখিত আছে এবং অত্রদেশে সামান্যতঃ প্রবাদ আছে এবং রাজাও তদভিপ্রায়ে প্রবল হওয়াতে অস্মদাদির ভবিষ্যত মঙ্গলানুশোচনায় কেবল মালিন্য জন্মিতেছে এমত নহে বরঞ্চ সভ্যতার এবং ধার্ম্মিকতার আচরণে বিলম্ব হইতেছে, অতএব অস্মিন্ কারণ বিবেচনায় এক মুহূর্ত্ত অবিলম্বে ইহার উপায় অবশ্যই করিতে হইবেক।

কারণ এবং ক্রিয়ার দ্বারা বোধ হয় যে মনুষ্য মাত্রেরি প্রাকৃতার্থে এক ধর্ম্ম, অতএব মনুষ্য ভেদ এবং ধর্ম্মভেদ হইলেই তর, তম পরিবর্ত্তন স্বীয়২ ইষ্টাপত্তি অনুসারে অবশ্যই সম্ভাবিত হইল। তদনন্তর অন্য দেশের লোকের প্রতি দোষার্পণ করণাভিপ্রায়ে নানা বক্তৃতা করণ যথা।

' We must not expect to find a pure system of morals among the obscure and illiterate inhabitants of an Asiatic country, but although in advocating the cause of that country, I protest against the insult thrown on the general characters of its

people as falling below the standard which prevails elsewhere, I am far from insinuating that that character is untainted or irreproachable, many adverse circumstances have combined to retard the progress, of a pure and unsophisticated system of morality among the natives of India, and so strong and deep rooted are the obstacles in its way, that it will perhaps acquire centuries of unremitted exertion to attain a consummation, so desireable, whoever has closely watched the native character. Has remarked that fickleness and want of moral courage are the principal defects in it, these however are more the effect of bad Education in the people, than attributes inherent in their nature. In all other respects whether in the capacity for distinguishing truth from falsehood, evil from good, or whether in the feelings and affections which bind them to their fellow men, there exists no perceptible deficiency. Blest by the almighty with many lasting and substantial advantages and endowed with faculties, for appreciating and entering into every excellence, with imagination capable of soaring to any height, and reasoning powers fitted to penetrate through any mystery, the natives of India, those science of a noble race. With the bright example of their

forefathers before them, with greatness and glory, freedom and honor, virtue and truth, beaming in every record of pasttimes, are yet imbecile and in-active, the tools of priestcraft and the slaves of prejudice, while realms which a thousand years ago gave shelter to hordes of barbarians, &c. &c.

এপ্রদেশে অপঠিত এবং তমোময় লোকের শুদ্ধসত্ত্ব সৎ ব্যবহার যে এককালেই হইবেক এমত প্রত্যাসাও আমার নহে। যদিস্যাৎ দেশাবচ্ছিন্ন পোষকতায় সাধারণের অসভ্যতা প্রতি দোষার্পণ বিষয়ে আমি অস্বীকার করিয়াছি এবং স্থানান্তরেও অসচ্চরিত্র দৃষ্ট হইতেছে ইহাও কহিয়াছি এবং তদুক্তি করণে অত্রদেশ অনিন্দিত কিম্বা অভ্রষ্ট ইঙ্গিতে কখনও আমার অভিপ্রায় নহে, বরঞ্চ শুদ্ধসত্ত্ব এবং স্বাভাবিক অকপট হওনের বিপরীত বহু সংঘটনের অনুষ্ঠান সহযোগে বিলম্ব করা সুকঠিন হইতেছে। প্রতিবন্ধকতার মূল ভূমি অন্তর্গত হওত দেশ সংশোধন প্রতি শত বৎসরাবধি আত্যন্তিক পরিশ্রমে কামনা সংপূর্ণ হওন সম্ভাবিত বোধহয়। এদেশের লোকেরব্যবহারের প্রতি

মনোযোগে কটাক্ষ করিলেই আচরণের অস্থৈর্য্যতা সততার সাহস শূন্য মহৎ ন্যূনতা অর্থাৎ দোষ প্রাপ্ত হয় দোষ কেবল শাস্ত্র অপঠনে ঘটনা হইতেছে নচেৎ স্বাভাবিক ক্রটি নহে। যদ্যপি ইহাঁরা অন্যং বিষয়ে অর্থাৎ সত্য মিথ্যা ও সৎ অসৎ প্রভেদ করণে, কিম্বা দয়া এবং প্রণয় যদ্বারা বান্ধবতা পরস্পর সম্বন্ধ রাখে তাহাতে খুন্ন নহে, যেহেতুক ঈশ্বরের কৃপাতে অনেক চিরস্থায়ী যথার্থ উপকার এবং বিশিষ্ট বোধ গম্যতা আর নির্ম্মলা বুদ্ধির ক্ষমবান এবং বিজ্ঞতার প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত, হওনে অপিচ বাদানুবাদের বৈচক্ষণ্যতায় অতিগাঢ় বুদ্ধির অগম্য বিষয়ের তদ্দেশীয় ভদ্রবংশের স্বীয় পূর্ব্ব পৌরুষিক গুণের উপমা প্রাপ্তে শ্রেষ্ঠতা মহিমা, স্বাধীনতা, মর্য্যাদা, ধর্ম্ম, এবং সত্য পালনে পূর্ব্বকালের গ্রন্থাদিতে উদিত। তথাচ অক্ষম, এবং অকর্ম্মন্য রহিয়াছেন। অপর যাজক ব্রাহ্মণের প্রতারণার যন্ত্র এবং ধর্ম্ম বিষয়ক পূর্ব্ব সংস্কারের দাস স্বরূপ আছেন কিন্তু সহস্র বৎসরাতীতে যে সমস্ত রাজ্যে অসভ্য সম্প্রদা বসতি করিয়াছে ইত্যাদি।

Hence we learn from history, that when the God of nature was removed from his view, the sun and the stars were easily substituted as objects, religious homage, admiration, and gratitude. Defied mortals and animals were afterwards worshipped, and superstitious folly terminated in the homage paid to inanimate beings. If an invisible being was sometimes present to the eye of reason, fancy transformed the God of mercy into a tyrant, he was thought to be honored most by the effusion of human blood, and the perfection of holiness was imagined to consist in the delirious excesses of superstious cruelty, misled by such erroneous notions, the moral virtues of men were in general, the effects of ostentation and religion, shewed the weakness of reason, or the cunning of priestcraft when it represented the very duties as giving the sanction of example to all the vices which disgrace this wicked world.

ইতিহাস দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে পরমাত্মার উপাসনা বিরাম হইলে তৎ পরিবর্ত্তে সূর্য্য এবং গ্রহাদির স্তুতি ও পূজা এবং কৃতজ্ঞতা রূপ ধর্ম্ম স্থাপনানন্তর নরাকৃতি দেবতা এবং পশ্বাদি পূজা

হইল পরে অমূলক অবৈধ ধর্ম্ম নির্জীব বস্তুর অর্চ্চনা পর্য্যবসানে ঘটনা হইল। অদৃশ্য বস্তু কারণ বশত কখন প্রত্যক্ষ হইলে তদনুরাগে করুণাময় ঈশ্বরকে স্বেচ্ছাচার রূপে নিষ্ঠুর রূপে সংস্থাপন করিলে মনুষ্যের লোহিতে পূজার বিধানে সংপূর্ণ পবিত্রাকা ধ্বংশে উক্ত নির্দ্দয়োম্মত্ত অমূলক ধর্ম্মের অবলম্বন করা হইল ইহাই অনুমেয় হইতেছে, এব স্তুত ভ্রম কূপে মনুষ্য পতিত হইয়া যাজক ব্রাহ্মণের প্রবঞ্চনায় এবং ধূর্ত্ততায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটনায় আত্ম শ্লাঘ্য ও ধর্ম্মের দৌর্ব্বল্য দৃষ্ট হইতেছে এবং তদবধি উক্ত দেবতা সকলের অনুজ্ঞা দৃষ্টান্ত স্থলে ব্যভিচারের হেও যওত অস্মিন্ দেশ ঘৃণিত হইয়াছে

In no country have the effects of religious deception been more fatally experienced, than in India. These superstitious folly has raised a fabric in the hearts of its deluded children, which time and improvement vainly seek to overthrow; there the dictates of priest-craft have drowned the voice of truth and the mistaken zeal of fanatical followers nothing so meritorious, as a blind devotion to opinions and observances which

have no basis upon reason, and no corresponding influence upon the moral feelings and character. one of the purest systems of theology, that of the Vedas, which for its high and refined morality may compete with any religion extant, has thus been disfigured and distorted into a tissue of foolish rites and absurd customs, alike revolting to reason and humanity and that masterpiece of cunning which ordained the mysteries of religion to be kept a sealed book from the eyes of the public; has completed its triumph by concealing its horrible inconsistencies from scrutiny and investigation. Thus has a demoralising spirit gained ground in this country and availing itself of the constitutional imbecility which is invariably the failing of weak minds, it has retarded the course of mental improvement, from Cape Comorin to the farthest ranges of the Himmalya, the power of superstition has prevailed, its inconsistencies have gained credibility, its absurdities, have commanded respect, guided entirely by the decisions of those whom they know as their spiritual preceptors, our countrymen, are too idle to judge for themselves, and esteem it a sufficient vindication of their conduct that they follow in the footsteps of a revered

ancestry. No wonder, then that the delusion should last and its fallacy pass undetected, where the tree receives so little culture, the fruits must be sour and unpleasant.

ধর্ম্ম প্রতি প্রতারণার কল্প অস্মিন্‌দেশ তুল্য অভাগ্য কোথাও ঘটনা হয়নাই অত্র ভূমির প্রজার চিত্তে অমূলক ধর্ম্মের প্রলাপ পাষাণ সম রেখা হইয়া রহিয়াছে যাহা কালে কিম্বা সুলভে সংশোধন দুষ্কর। যাজক প্রবঞ্চকের উপদেশে সত্যের শব্দ লুপ্ত হওত কাল্পনিকোৎসাহীর পশ্চাদ্বর্ত্তিগণ যথার্থ সুনীতি এবং সম্ভ্রম প্রতি অন্ধ তুল্য অজ্ঞান হইয়াছে। অতিশুদ্ধ পরমার্থ বিদ্যা যে বেদ যাহা অতি প্রবল বরং পরিষ্কৃত সুনীতিপূর্ণ অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে অর্থাৎ অন্যদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র সহিত সাদৃশ্য যোগ্য তাহাকে বিকৃতি করত এবং উন্মত্ততার ক্রিয়া এবং অযুক্তি ও রীতি উজ্জ্বল করতঃ মনুষ্যত্ব এবং বুদ্ধির বিপরীতে কৃত্রিমতার প্রাধান্যতায় শাস্ত্রকে দৃঢ় বন্ধন করতঃ গোপন করেন যেহেতু সাধারণের অনুসন্ধানেও প্রাপ্তি না হয় এরূপ ভ্রষ্টচিত্ত এদেশে বিলক্ষণ স্থাপন হইয়াছে। ইহাতেই কর্ম্মানুসারে

স্বভাবতঃ অক্ষমতায় মনোভ্রংশতা জন্মায়, যদ্বারা মনের সংশোধন অঘটন হয়। কেপ কুমিরিকা অব ধি হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত অমূলক ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হই য়াছে ইহার অযুক্তি প্রত্যয়যোগ্য হেতু তাহারযুক্তি বিরুদ্ধতা মান্য হইয়াছে। যাঁহাদিগকে আপনধর্ম্ম উপদেশক জানেন তাহাঁদিগের কথা ক্রমে প্রচলিতা হয়, এদেশীয় লোক স্বীয় বিবেচনায় বিচার করিতে অক্ষম এবং প্রাচীন রীতিতে চলিতেছি অনুবোধনে সর্ব্বদোষোদ্ঘাটন হয় ইহাই বিশ্বাস করে, অতএব আশ্চর্য্য কি যে দোষানুসন্ধান ভিন্ন বৃথাচার অব্যক্ত বলবান থাকে, যেমত অল্প কৃষণ হইল বৃক্ষের ফল কটু ও অস্বাদু অবশ্যই হইবেক।

But though indolence and apathy are characteristic vices with the Natives of the old school as they are called, and the moral principle is smothered by the tide of corruption and the influences of antiquated opinions. Yet a new and intelligent generation has already sprang up, which promises to make a better use of its faculties, and to understand and appreciate more justly its rights, if the one class assign an undue

importance to the professions of a particular creed, to certain observances, which are considered as characteristic of particular doctrines and abstains from pursuits, which those doctrines disapprove, the other finding in too many instances, a blind zeal unattended by moral conviction of the truths which they profess is apt to consider the whole, as either pretence or delusion, if the darkness of superstition has enveloped us so long, the dawn of a bright day is at hand, if the spirit has groaned for ages under mental thraldom, a glorious re-action is already on the eve of taking place, and India shaking off the galling fetters of degradation which have bound her so long, will rise once more to her dignity like the Phoenix from its ashes. Though the partisans of reform are few in number and have hardly courage to give scope to the feelings by which they are actuated, yet encouragement and means are not wanting to aid them in the attempt at a thorough innovation, learning and exertion have already done much and perseverance and studious habits may do more, it would be their own fault if the educated natives do not manifest their progress in knowledge, by a corresponding advance in moral attainments for what was submitted to in

an age of ignorance, should hardly be tolerated in times of enlightenment, if the privilege of thinking and acting for themselves were precluded in the reign of despotism, a servile obedience to injurious institutions should not be the order of the day now, it would be an abuse of the social reform, which is appearing in our country, and an insult to the good sense of the rising generation to remain idle and inactive, where there is such spacious field for exertion, the time has arrived for the exercise of discrimination and judgment for the assertion of mental liberty. It calls upon us to shake off a blind attachment to those pernicious customs which have been imposed upon our observance, by craft or prejudice, and to institute and uphold others more likely to promote the well-being of society, our character as a nation, our happiness as individuals, and our duty as responsible beings demand it, and as every advantage which might accrue to us from exertions in other respects would prove futile, unless moral reformation keep pace with intellectual improvement that should be our first consideration. It would betray a culpable indifference, to the interests of our country to neglect it. I am aware that difficulties by no

means light or inconsiderable must be encountered, in order to root out prejudices which have grown, with our growth and strengthened with our strength. The first step towards the redress of grievances which are sanctioned by time, honored custom, and which early associations have taught us to regard in a manner with apathy must needs be a bold one. But the glory is greater in proportion to the risk of the enterprize—the jewel of moral emancipation more precious for the high price, at which it is purchased, should peril or pain deter us from the great task of regeneration, when the obstacles to be surmounted are pernicious to the interests of humanity, who would allow a sore or an ulcer to ravage his body for fear of pain in the operation.

যদিস্যাৎ অস্মিন্‌দেশীয় প্রাচীন পাঠশালা অর্থাৎ হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত ছাত্র ব্যতীত জন সমূহ আলস্যতা এবং চৈতন্য শূন্য দোষের পতাকা প্রায় হয়েন। এবং সৎ নীতির মূল প্রাচীনদিগের অগ্রাহ্য ব্যবহারের শ্রোত দ্বারা চাপা পড়িয়াছে। ইদানী নব্য বুদ্ধিমান বংশ উৎপন্ন হওয়ায় বুদ্ধির সদ্ব্যবহার হইবার প্রত্যাশা প্রাপ্ত হইতেছে যথার্থ, ইহাঁরা

বিষয় বিবেচনা করণক্ষম হইবেন। যদিস্যাৎ কোন শ্রেণী দ্বিতীয় পক্ষের অনুচিত বিশিষ্ট ধর্ম্ম ঘটিত উপজীবিকার প্রতি কটাক্ষে উপকারক মতান্তরের উপদেশ উল্লেখ কিম্বা তদুপদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইলে সেই দ্বিতীয়পক্ষ নানা সুনীতি এবং মৃষাজ্ঞানান্ধ বিশিষ্ট উপমা অনুসন্ধানে ছলনা এবং ফাঁকি করেন মাত্র। অত্র অমূলক ধর্ম্মের অন্ধকার যাবৎ অস্মদাদিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এইক্ষণে উজ্বল দিবার উষাকাল উপস্থিত, যদিস্যাৎ মানসিক সাহস যুগান্তাবধি আত্মনাদ করিতে হইয়াছিল এইক্ষণে প্রসিদ্ধ প্রতিকার নিকটাবর্ত্তী হইয়াছে। এবং হিন্দুস্তান বহুস্থায়ী অতিকটু অপমানের শৃঙ্খল মোচন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এইক্ষণে যেমত চিতাভস্ম হইতে মৃত সজীব হয় এবম্ভূত সমগ্র মর্য্যাদা উত্থিত হইবেক। যদিস্যাৎ সংশোধনের শ্রেণী অর্থাৎ দল যাবৎ অল্প সংখ্যক এবং স্বীয় মানস ব্যক্ত করণে সাহসিক নহে কিন্তু নূতন রীতি স্থাপনার উৎসাহ হওনাশ্রয়ের অভাব মোচন হইয়াছে, বিদ্যা শিক্ষা সুচেষ্টা পূর্ব্বেই

হইয়াছে এইক্ষণে স্বভাবতঃ নিত্য প্রয়াস এবং মনোযোগী হইলেই অধিক উপকার হইবেক, অধুনা সুশিক্ষিত বর্গের প্রতি পূর্ণ দোষ অবশ্যই অর্শে। যদি তাঁহারা স্বীয় শিক্ষা দ্বারা সদাচার প্রাপ্তির অনুষ্ঠান না করেন তবে অজ্ঞানতা যুগে যুগে যাহা স্থায়ী আছে তাহা শিক্ষা হওত স্থিত থাকা অকৃতিত্ব। যদিস্যাৎ বিবেচনা এবং অনুষ্ঠান করণের ক্ষমতা রহিত হওত এবং প্রভুত্বের রজ্জু দৃঢ় থাকিত, তবে দাসত্ব অধীনতার দ্রোহি ব্যবস্থাও এদিনে হত হইতে পারিত না। এদেশের সভা সংশোধনের পক্ষে নিন্দাকর, এবঞ্চ নব বংশ্যের বিবেচনার প্রতি অমর্য্যাদা অবশ্যই হইবেক। যদি এতাদৃশ সংশোধিত অবস্থায় মাঠে অকৃতিত্ব এবং আলস্য দ্বারা ইহা স্থিত থাকে (অর্থাৎ কেবল অনুষ্ঠান কৃতিত্ব প্রয়োজন) তবে এইক্ষণে বুদ্ধি ও বিবেচনার চালনা কাল উপস্থিত এবং অব্যবহিতপূর্ব্ব অন্ধকার ময় ব্যবহার ঘুচাইতে অস্মদাদির নিকট আহ্বান হইতেছে। যদ্দ্বারা অস্মদাদির প্রতারণান্বিত বুদ্ধি এইক্ষণে দেশের এবং সভার ভদ্রতা হওত দেশীয়

মর্য্যাদা বৃদ্ধি সুখ বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির মনুষ্য তুল্য হইবার অবস্থা হইতেছে এবং অত্র উদ্যোগ ও অনুসন্ধান নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে যেহেতু ইহাতে বহু উপকার সম্ভাবনা।

আর প্রকারান্তরে চরিত্র শোধনের প্রথা বুদ্ধি সংশোধন সহযোগে ব্যবহার হইলে চেষ্টা নিষ্ফল হইবেক। অতএব ইহাই অস্মদাদির আদি কর্ম্ম এবং ইহাতে অমনোযোগ হইলে পক্ষপাতিত্ব ও বিশ্বাস ঘাতনের অপরাধে দেশ পতিত হইবেক। অর্থাৎ বিদ্যা শিক্ষাতে সুধারা সচ্চরিত্র না হইলে যে অভিপ্রায়ে বিদ্যা শিক্ষা হইয়াছে তাহা বৃথা হইবেক, আমি জ্ঞাত আছি যে এই সংশোধন অল্প ব্যাপার নহে, বহু ক্লেশে প্রাচীন কুব্যবহারের মুলোৎপাটন হয়। যে দোষ অস্মদাদির জনন কালীন জন্মিয়াছে এবং সবলে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ইহার দমনোপায় প্রথয়তঃ কাল মাহাত্ম্য প্রযুক্ত যে সকল আচার বাল্য কালাবধি শিক্ষা হওত বলবৎ অচৈতন্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে তৎসংশোধনের প্রত্যাশা চেষ্টা করিবার বহু বিঘ্ন প্রাপ্তি হইতেছে, অধিক

অর্থ ব্যয় করত সচ্চরিত্র রূপ রত্নোদ্ধার করণ শ্রেয় কর্ম্ম এই ইষ্টাপত্তি সিদ্ধি করণে ভয় কিম্বা যন্ত্রণায় ভীত হওয়া অকর্ত্তব্য, যথা কিঞ্চিৎ বেদনা সহ্য করিয়া অঙ্গের ক্ষত রোগ হইতে মুক্ত হওন যুক্তি যুক্ত হইয়াছে।

I shall now conclude this article by pointing out some of the principal circumstances in our situation, which render it probable that by turning the means and opportunities within our reach to a proper account, we may attain as high a point of civilization and moral reform as the more enlightened nations of the globe.

অত্র বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিবার পূর্ব্ব আমারদের অবস্থার প্রতি প্রবল বিষয় যদ্দ্বারা মহৎ উপকার স্বীয় স্বাধীনতায় প্রাপ্ত হওত সভ্য ও সচ্চরিত্রান্বিত পৃথিবীস্থ বিদ্বান জাতির তুল্য উচ্চতর হইবার সম্ভাবনা হইবেক তাহা বর্ণন করি।

The first ground of hope on this subject appears in the impulse which has been recently given by the government, to plans of national education and the great stimulus offered to Oriental learning, by the establishment of Verna-

cular schools throughout the interior. These are pleasing indications of the rapid improvement of public opinion which will probably exercise a most favorable influence on the future condition of our community, for the principle of general reform lies in extending to the many those facilities for information and improvement, which were before confined to the few. When education, therefore, is brought within the reach of all classes of men, however indigent and obscure, and when those who have all along grovelled in superstitious darkness and blindly followed the dictates of bigotry and priestcraft, begin to think and act for themselves and to reflect on the duties they owe to themselves, and their maker, it is to be presumed that the aspect of society, will be changed for the better added to this, when successful application to study is rewarded by the state with preferment and distinction, &c. &c.

আদৌ এতদ্বিষয়ে, প্রত্যাশার প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ এই যে ইদানীন্তন রাজ্যেশ্বর দেশের বিদ্যার্থে মনোযোগ করিতেছেন এবং অস্মিন্ দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বহু আশ্বাস করিতেছেন আর দেশ

ভাষা শিক্ষার নানা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে সাধারণের বুদ্ধির শীঘ্র সৌষ্ঠব এবং স্বদেশের অধিক গৌরবাবস্থা সুলভ হইবেক। অপর আগামি সংশোধন পক্ষে বহু সদুপায় দৃষ্ট হইতেছে যে সকল বৃত্তান্ত ও উপকার পূর্ব্বে কেবল কিয়দংশ লোকের গোচর হইত এইক্ষণে বিদ্যানুশীলন দ্বারা আপামর সাধারণ যাহারা অমূলক ধর্ম্মান্ধকারে প্রচ্ছন্ন তাহারা নিকৃষ্ট রূপে যাজক প্রতারকদিগের প্রবঞ্চনায় আবদ্ধ ছিল স্বীয় সদসৎ বিবেচনাক্ষম হওত স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুবোধন করত পরমাত্মার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির করিতে পারিবেক যৎ পরিবর্ত্তনে ভদ্রতা এবং সভ্যতা হইবেক। এতদ্ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার শ্রম জন্য রাজসমীপে উচ্চ পদ ও সম্ভ্রম দ্বারা পুরস্কৃত হইতেছেন।

Another probability of our moral advancement is founded in the spirit of religious enquiry and desire for rational information, which have been recently manifested by the native public. Periodicals treating especially on moral topics, societies for the investigation of solemn truths, and publications of a religious character have been

generally set up both in the metropolis and Mofussil. Important works of Sanscrit literature have also been translated in the current language of the country and widely circulated, the most astonishing results have already been realised in this way of communicating information and instruction by the process of reading.

দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং প্রকৃত বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান প্রতি যথার্থ বুদ্ধি হওনের সম্ভাবনা সাধারণ হিন্দুবর্গের নানা রচনা অত্র প্রকরণে এবং যথার্থ শাস্ত্রানুসন্ধানে নানা সভা হইতেছে। ধর্ম্মালোচনার বৃত্তান্ত সর্ব্বদা এতন্মহানগরে এবং গ্রাম হইতে প্রকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ প্রয়োজনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল দেশ ভাষায় বিস্তারিত হইতেছে এবম্প্রকার পরিণামে উপাদেয় ফল প্রাপ্তি হইতেছে, এবং সংবাদ সাকল্য ব্যক্ত হওনে তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা হইতেছে।

To say how much the progress of improvement has been, and may likely be facilitated by this means, is unnecessary. Fifty years ago, a Bengallee newspaper was a curiosity in this country, a religious work was unintelligble to

most of its inhabitants. The greatest indifference was betrayed in matters of primary interest and those who had influence and resources to undertake works of utility, neglected to exert them. But a change is appearing in the spirit of the times, the dawn of a brighter day is evidently at hand. Manuscripts of ancient philosophers which were buried in the cells of envious ascetics, and libraries that were considered fit only for Princes, are now within the reach of individuals of moderate fortunes, public opinion is beginning to decide on the merits of those doctrines which priestcraft had hitherto turned and twisted at its pleasure. A freedom of thought and purity of feeling are already in the ascendant, aided by the example of Christian spirit and refinement. Men are rousing themselves from that inglorious lethargy in which they had so long slumbered, associations are being formed for securing the comforts of the ryot and guarding the rights of the labourer, projects are set on foot for putting down the odious distinction of caste, the evils of early marriage, polygamy, and other injurious customs; and for bringing about the re-marriage of widows, the education of women, and the amelioration of all classes of society.

বর্ত্তমানে ব্যুৎপত্তি কিপ্রকার হইতেছে এবং ভবিষ্যতে কিতাদৃশ হইবেক, ইহা কহিবার আব শ্যক নাই। পঞ্চাশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষায় সমা চার পত্র এক দুর্ল্লভ বিষয় ছিল। ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রজা বর্গের অগোচর এবং অত্যন্ত অস্পৃহাও ছিল। যাহাঁরা উপযোগী শাস্ত্র সংগ্রহ করণে সক্ষম ছিলেন তাহাঁরা ঔদাস্য করিতেন এইক্ষণে তৎ পরিবর্ত্তন এতা দৃশ দৃষ্টি হইতেছে যে উজ্জ্বল দিবসের উষার ন্যায় উপস্থিত হইয়াছে। হস্ত লিখিত গ্রন্থ সকল যাহা হিংসুক পণ্ডিত কর্তৃক গুহামধ্যে প্রোথিত এবং রাজপুত্র দিগের পুস্তকালয়ে বিন্যস্ত ছিল এইক্ষণে সাধারণের প্রাপ্য এবং দ্রষ্টব্য হইয়াছে। সকলেই এইক্ষণে যাজক ব্রাহ্মণের প্রতারণা দ্বারা যে সকল ধর্ম্ম এপর্য্যন্ত ইচ্ছাধীনে প্রকারান্তরে প্রকটন হইয়া ছিল সে সকল সুগোচর হইয়াছে। নিরপেক্ষাভি প্রায় এবং চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে প্রগল্ভতাতিশয্য হই য়াছে। অধিকন্তু খ্রীষ্টিয়ান দিগের সাহস এবং সংশোধন দৃষ্টে মনুষ্য সকলেই স্বয়ং অসাধুত্ব রূপ নিদ্রাবস্থা হইতে উত্থিত হইতেছে, এযাবৎ

যাহাতে সকলেই নিদ্রিত প্রায় ছিল। প্রজা এবং কর্ম্মকারীর যথার্থ কর্ম্মের অবধারণের সমাজ স্থাপন হইয়াছে, জাতি প্রভেদ যাহা অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় তাহা উচ্ছিন্ন প্রায় হইতেছে, এবং শৈশবাবস্থায় উদ্বাহ, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, একজনের বহুবিবাহে ত্যাদির অহিতাচরণ, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, এবং সর্ব্বশ্রেণীর সংশোধন বিষয়ের উদ্যোগ হইয়াছে।

But these improvements are yet in their infancy they are more indications than assurances of a better state—the prelude rather than the approach of prosperity, if we fail to make the most of those opportunities of amendment so providentially allowed us, and neglect to turn to advantage the means at our disposal, we fall back to the depravity in which Mahomedan despotism left us. But on the other hand, if we exert every energy of our minds on objects worthy of their high dignity and destination, we are morally certain of continuing to make a regular and rapid progress in improvement, and of attaining a higher degree of civilization than has yet been reached by our ancestors. The triumph of perseverance and resolution is

manifest in the history of every accomplished nation, and therefore, should the reformers of India follow up their principles, without diffidence, or fear of difficulties, is it presumptuous to believe that the evils which stigmatize their institutions, will be removed, or is it unreasonable to expect that the condition of the people must assume an entirely different aspect as respects the state of intellectual and moral culture, from what it wears under present circumstances? Every effort they make for the diffusion of knowledge and for the extension of the influence of morality and religion, besides the immediate advantages which it is intended and fitted to produce to themselves, brightens the prospect of the country, and will improve the condition of its generations yet unborn. From such efforts the blessing of Providence is never withheld, and should they be generally made and perseveringly continued so as to give a character to the moral aspect of the people, the success of the experiment is as certain and complete as the transitory nature of human affairs will permit.

23rd April, 1847.

কিন্তু উক্ত শৌষ্ঠবের এপর্য্যন্তও কেবল বাল্যা বস্থা হওন সম্ভাবনা হইতেছে, নচেৎ অদ্যাপি ভদ্রা বস্থা কল্প অবধারিত দৃশ্য হইতেছেনা এক্ষণে কেবল আরব্ধ মাত্র, নতুবা উন্নতির কাল প্রাপ্ত হয়নাই, যদি অস্মদাদি এমত দৈবসময় সংশোধনের পক্ষে উপেক্ষা এবং সৎ ব্যবহার করণের বিলম্ব করি তবে যবনাধিকারে যেপ্রকার গতি ছিল তদ বস্থায় অগত্যা পতিত হইবেক। তৎ ব্যতিরেকে যদি সুপ্রযত্ন, শূরত্ব এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধির উপায় করি, যদ্দ্বারা নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধিত হওতঃ পূর্ব্বপুরুষ হইতেও অবশেষে অতুল সম্ভ্রম শীল সম্ভাবনা হইতেছে, সর্ব্বদেশের ইতিহাসে অবগতি হয় যে এবম্ভূতা চেষ্টায় ও পর্য্যটনে জয়ী হইয়া পরিশেষে সম্ভ্রান্ত হইয়াছে। যদি হিন্দুস্থানে সুধারা হইত তবে পরিশ্রম এবং যত্ন বিহীনে চেষ্টা করিলে সকল অলঙ্কৃত দোষ স্খলন হইত। লোকের এবং রীতির প্রতি দশা পরিবর্ত্তনে ভদ্রতা এবং সচ্চরিত্র হইয়াথাকে। যতোধিক চেষ্টা হইবেক বিদ্যা, ধর্ম্ম, এবং স্বীয় উপকারের ততই বৃদ্ধি হইয়া

বর্ত্তমান কালের এবং ভাবি বংশ্যের অতি উপকার হইবেক এবং অত্র শুভ চেষ্টায় জগৎ পতির প্রীতি জন্মিয়া দেশের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইবেক।

এবম্ভূতা শতই পত্রী প্রকাশ পরে প্রাচীন কল্পের লোকের প্রতি ইদানীন্তন অনুরাগ যথা।

যুবা বঙ্গজ অর্থাৎ বাঙ্গালির প্রতি অন্য যুবকের আলাপ। ৫ সংখ্যায় অর্থাৎ এবম্প্রকার পূর্ব্বে ৪ পত্র লিখিত হইয়াছে।

WORDS TO YOUNG BENGAL.

By one of themselves—No. 5.

"Good morning, friend," said a Young Bengal to me, as I met him in the streets one morning, on my questioning what had brought him out at such a time, he laconically answered, a "morning walk;" and after a short lapse, during which I could plainly perceive a number of thoughts pass in almost inconceivable rapid succession in his mind, he began lecturing me on the utility of a morning walk, "rely on me;" said he, "a morning walk is very beneficial to the health, there is not a better exercise. The natives do not know it, 'it is an universal custom

in England, where all the personages, as also the humblest labourers, are daily seen quitting their houses an hour or two before dawn, taking a round of some miles, and ere sun rise, returning home; perhaps with an enlivened spirit and a good keen appetite, Oh ! how happy they are ! I wish I could have been there." Young Bengal stopped here, but with the last breath of a deep drawn sigh, he resumed the thread of this conversation. "But how idle and indolent are the natives, they have no exercise of any kind. They will rather smoke away their time than step a single pace from their threshold. Lazy fellows as they are, why, the generality of them do not even leave their beds till the sun is half way up in his course." This was too much, Young Bengal had been carried beyond proper bounds by a mistaken zeal of condemning the manners and customs of his country. He was blind to the facts of the *koosty* and *pratosthan*, observed unexceptionably by every true Hindu. I was therefore on the point of shewing him his error, when unfortunately we met a gentleman of the old school who requested us to go to his house, and there do him a piece of service by explaining a certain paper written

in the English language. The gentleman received us with the characteristic civility and politeness of old Bengal. The morning being a little hot, and more so to us on account of a long walk, a quantity of pure Gazeepore-rose-water was sprinkled on our bodies, and the punkha pulled, which in a few minutes satisfactorily cooled us. Hitherto we had remained ignorant of the nature of the business for which we were called, nor did the Baboo tell us any thing till he saw us fairly refreshed, when he produced a letter written to him by a Saheb, requesting him to inform the writer the terms on which he could let one of his Indigo factories. This letter we were required to explain, and if possible to translate in the Bengalee language. The paper was rather long, we read it over once, and of course understood the whole, though in many places there were some technical phrases. Young Bengal gave the letter into my hands, and requested me to explain it, which I declined, for he was my superior in learning, and therefore the fittest person between us two for the purpose. The Baboo seconded me, and Young Bengal was therefore obliged to take the whole burden on his own shoulders, and a scene soon

took place that will hardly be credited by such as know not my hero. He took the paper in his hands, cast his looks in it, and perused the contents once more. The minute hand of a large clock which was before us, passed over five of its dots, yet my friend was silent. The gentleman who had all the while been waiting with all possible patience, could now no longer restrain himself. He asked me very silently what caused this delay in my friend's explaining the letter. Young Bengal perceived this after a deep sigh, and opened his lips. For the first paragraph he went on tolerably well, but eventually, I observed a marked difference—he faltered,—he found not words to express himself. His fair face, which to say the least was a moment before, glowing in its "native hue," now became covered with confusion. The blood rushed up to his face, and minute drops of sweat stood on his forehead, even as a fine shining summer day is suddenly overcast with clouds, that are borne on the wings of an incidental breeze, whose cooling effects disengage the waters from their vapoury habitations, and cause them to fall in pearly and dewy drops on the regions below. What the cause of this (I would say, strange)

phenomenon was, I was at a loss to account for. It could not have proceeded from a bashfulness in him, for I have seen him in public meetings deliver long and animated English speeches without the least faultering. Was it then that he understood not the letter well enough to explain it to another. Not even for the whole world I would credit such a thing. I have been bred up and educated in the same College, and seen him explain the most difficult works, write the best essays and for years retaining with glory, his position as the first student. Impossible! This could never be the case. My friend had by this time gone over more than a half of the paper, and it was then I found where the screw was loose. Young Bengal was deficient in his native language, so much so that it was next to impossibility in him to render even his thoughts in pure Bengalee. The work was finished with great difficulty, the Baboo complimented and thanked us for our trouble. We took our leave, silently came down the stairs, and it was not till in the streets that we looked at each others face. "We have been put to great shame this morning," said I, "how is it friend, that you are so poor in Bengalee,"

"Da——tion on it," ejaculated he, "you speak of shame, but I see none in my not knowing the vernacular. I may be poor in the language, but what does that matter?—Am I poor in intellect or uneducated. I am fully versed in English. Besides the Bengalee, cannot be properly called a language, in the full acceptation of the word. It is deficient in many respects, it has not a sufficient number of words, no good books are written in it. In fine there is nothing which can be studied with any degree of advantage to us. I call him a fool who spends his time in the study of such a language. I pant for the day, when English will be the language of this country." I was too much taken up with the morning's occurrence, to allow me to carry on a discussion with my friend on the subject, soon after we parted.

এক যুবা বঙ্গজ আমাকে এক ক্ষুদ্রপথে প্রাতে দেখিয়া সম্বোধান করিলেন অহো সুপ্রভাত। আমি তাহাঁকে অতিপ্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কহিলাম এতাদৃশ উষায় এখানে কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, তাহাতে চুম্বকে কহিলেন যে প্রাতর্ভ্রমণ দৈহিক অত্যন্ত উপকারী, কিছুকাল পরেই তাঁহাকে অন্য

মনা দৃষ্টে প্রশ্ন করিবাতে তেঁহ প্রাতভ্র্মণ গুণের উপদেশ করিতে লাগিলেন.যে ইহা হইতেই উত্তম উপকার আর নাই এদেশীয় লোকরা ইহা জ্ঞাত নহেন। বিলাতের প্রচদ্রূপ রীতি যে রাজা প্রজা সকলেই রাত্রি অবস'নে ক্রোশাবধি ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যপ্রকাশে স্বীয়ক্ষুধা এবং বলবৃদ্ধি করতঃ গৃহে পুনরাগত হয়েন। আমার ইচ্ছা যে তদ্দেশে যাইতে পারি, অনন্তর এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগে কহিতে লাগিলেন যে এদেশীয় লোক কি আলস্য তাহাঁরদিগের কোন উৎসাহ নাই। ইহাঁরদিগের সময় ধূমপানে নষ্ট হয়, কোন পরিশ্রম করেন না অনেকেও অধিক বেলা হইলে গাত্রোত্থান করেন, হায় কিরূপ ইহাঁরা আলস্য। এবম্ভূত যুবক বঙ্গজ স্বদেশীয় প্রতি নানা অহিতাচারের আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তেঁহ প্রাতঃস্নান এবং ব্যায়াম বৃত্তান্তের অনভিজ্ঞ, যাহা ভদ্রহিন্দু সক:ল করিয়া থাকেন ইহা কহিয়া তাহাঁর বুদ্ধির ভ্রম দর্শাইতে ছিলাম, ইতিমধ্যে অভাগ্যবশতঃ এক প্রাচীন পাঠশালার বঙ্গজ অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থার ভদ্র

লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অস্মদাদিকে উক্ত প্রাচীন তাহাঁর ভবনে গমনের প্রার্থনায় এক ইংরাজী পত্র বুঝাইতে কহিলেন, তথায় গমনানন্তর প্রাচীন বঙ্গজ দিগের রীতিতে আমারদিগকে সম্ভ্রম ও সমাদর করত বসাইলেন। প্রতঃকালে গ্রীষ্ম ছিল এবং বহু ভ্রমণে ক্লান্ত ছিলাম তজ্জন্য গাজিপুরের উত্তম গোলাব আমারদিগের গাত্রে ছিটাইলেন এবং পাখা ব্যজন হইতে লাগিল। যদ্দ্বারা শীতল হইলাম। যে কারণে আহ্বান্বিত তাহা জ্ঞাত ছিলাম না এবং যাবৎ আমরা সুস্থির না হইলাম তাবৎ বাবুও কিছু কহেন নাই। পশ্চাৎ সাহেবের এক পত্র উপস্থিত করিলেন, পত্রের মর্ম্ম বাবুর এক নীলের কুঠীর ভাড়ার ধার্যার্থে লিখিত উক্ত পত্রের অর্থ বুঝাইতে এবং বঙ্গ ভাষায় অনুবাদন করিতে পারিলে ভাল হয় কহিবাতে আমরা পাঠ করিলাম এবং সামুদায়িক বুঝিলাম পত্রে অধিক লেখা ছিল এবং বহু দ্বিরুক্তি লিখিত ছিল সেই যুব বঙ্গজ আমার হস্তে পত্র দিয়া বুঝাইতে কহিলে, আমি অস্বীকার হইলাম যেহেতুক তিনি

আমাহইতে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ছিলেন এবং এই প্রযুক্ত অস্মদাদি দুই জনের মধ্যে উক্ত কর্ম্মে তিনি যোগ্য পাত্র ছিলেন বাবুও আমার অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান করিলেন ইহাতেই যুবা বঙ্গজকে পাঠ করিতে হইল অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বোঝা স্বীয় স্কন্ধে লণ্ডনে এক রঙ্গ উপস্থিত হইল। সে রঙ্গ আমার মহাবীর বান্ধবকে যে কেহ নাহি জানেন তাহার বিশ্বাস হওন দুষ্কর। তিনি পত্র স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পুনঃ পাঠ করিলেন। এক বড় ঘড়ি আমারদিগের সম্মুখে ছিল সেই ঘড়ির মিনিটের কাঁটার ৫ দাগে অর্থাৎ মিনিট গত হইল তথাচ আমার বান্ধব নীরব রহিলেন। প্রাচীন ভদ্র মহাশয় যাবৎ সুস্থির চিত্তে অর্থ শ্রবণ করিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি আমাকে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পত্রার্থ বুঝাইবার বিলম্বের তাৎপর্য্য কি, যুবা বঙ্গজ উক্ত সঙ্কেত বুঝিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। প্রথমভাগ মধ্যম রূপে বুঝাইলেন পরন্তু

অত্যন্ত শঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন মুখে বাক্য নির্গত হওন দুর্ল্লভ হইল, তাঁহাঁর উজ্জ্বল বর্ণ মুখ যাহা ক্ষণেককাল পূর্ব্বে ছিল তাহা বিবর্ণ হইয়া ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন হওত গাত্র লোহিত মুখে উণ্থিত হইয়া কপালে বিন্দু২ ঘর্ম্ম হইল। যেমত অতি সুদীপ্ত বসন্ত ঋতুর দিবা মেঘে আচ্ছন্ন করিলেক, এবং দৈব বায়ু পৃষ্ঠে বাহিত হইল শীতল গুণে ঘর্ম্মকে অস্থির করতঃ উষ্ণস্থান মুক্ত শ্রেণি মত শিশির বিন্দুর ন্যায় ভূমিতে পতন হইল অর্থাৎ ঘর্ম্ম নির্গত হইলে অত্র অদ্ভূত ব্যাপারের কি তাৎপর্য্য হইল আমি ভাবিতে লাগিলাম বাক শূন্য প্রায় হইলাম। বুঝি লজ্জা প্রযুক্ত এমত ঘটনা হইল ইহাও সম্ভাবনা হয় না যেহেতুক ইনি প্রকাশ্য জন সমূহ স্থলে ইংরাজী ভাষায় সুচারু বক্তৃতা সহজে করিতে ক্ষমবান ইহা দৃষ্ট করিয়াছি কোনক্রমেই ভ্রংশ হয় নাই, কিম্বা পত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া বা অপরকে বুঝাইতে অক্ষম হইলেন এমত সম্ভাবনা আমার কোনমতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে আমিও তাহাঁর সহিত সেই কালেজে

শিক্ষিত হইয়াছি এবং আত্যন্তিক কঠিন বৃত্তান্ত অনায়াসেই ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়াছি এবং চির কাল শিষ্যের মধ্যে প্রধান শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছেন অতএব বুঝিবার ত্রুটি কদাচ সম্ভবেনা যাবৎ পত্রের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পাঠ হইল তখন আমি আমার বান্ধবের কলেবরের সঙ্গে যে কিলক শ্লথ হইয়াছে ইহা বুঝিলাম অর্থাৎ বঙ্গভাষা বিদ্যার অভাবে এতাদৃশ হইয়াছে ইহাই স্থির করিলাম ! এতদ্রূপ অভাব যে শুদ্ধ বঙ্গভাষায় কথন প্রায় অসিদ্ধ, বহু কষ্টে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে আমরা বিদায় হইলাম। প্রাচীন বাবু আমারদিগকে সমাদর এবং বাধিত করিলেন নীরবে সোপান হইতে নামিলাম এবং ক্ষুদ্রপথে আগত হওতঃ পরস্পর মুখ দর্শনে কহিলাম অদ্য প্রাতে বড় লজ্জাকর হইয়াছে তুমি বাঙ্গলা ভাষায় এতাদৃশ হীন কেন হইলে তাহাতে কটুক্তি প্রক্ষেপে কহিলেন লজ্জা কি. আমি ইহাতে লজ্জা বোধ করি নাই যদি এভাষায় অক্ষম হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি আমি বিদ্যাতে কি কিছু ন্যূন আছি কিম্বা সুশিক্ষিত নহি এমত নহে। আমি

ইংরাজী ভাল জ্ঞাত আছি এতদ্ভিন্ন বঙ্গভাষাকে বিদ্যায় গণনা করি না এই ভাষায় বহুঅংশে ন্যূনতা আছে সংপূর্ণ কথা ঐ বঙ্গভাষায় নাই, কোন ভাল গ্রন্থও লিখিত নাই, অবশেষে ঐ ভাষা পাঠ করণে কোন উপকার সম্ভাবনা নহে। আমি ঐ ভাষাজ্ঞ গণকে ক্ষিপ্তবৎ উক্তি করি, ইংরাজী এদেশের ভাষা কত দিনে হইবেক ইহাই প্রতীক্ষা করিতেছি ইতি।

Fifthly or lastly comes the subject of female education. The want of which is so universally known and generally felt at least by the rising generation of our countrymen, that I need scarcely trespass on the reader's patience by expatiation. The evils arising from the ignorance of women have ere now been the common theme of both natives and Europeans, suffice it, therefore, to say, that since our women cause their children to grow familiar with fictions, and imbibe notions of hypocrisy, the amount of immorality which their ignorance produces is not inconsiderable. When shall we behold the day, when the natives of the soil both Hindus and Mussulmans, shall have no more cause to complain of the ignorance of their fair companions!

When shall we children of one common mother, India, rejoice in common to congratulate ourselves on the happy reformation of our wives! When shall we behold our women contribute to the rise of their native country in the estimation of the moral world?

Now having pointed out, as briefly as possible in the course of the preceeding pages, the causes that have produced the vices which the natives are obnoxious to, it remains for us to consider what would be the best means of improving their moral character, whatever be the opinion of the different writers who have treated on the subject and the force of the arguments adduced by them to support their assertions or convictions :—in my opinion, humble as it doubtless is, I cannot but confess that the removal of the very causes which have produced our immoralities would only be the best means of improving the moral character of our nation. There are some who think that the superstition of the natives is the only cause of their immoralities and that a change of religion alone would be sufficient to elevate their moral character. For my part I consider otherwise,—I connot coincide with their opinion, for superstition is the offspring

ignorance; the moment India will be freed from the thraldom of ignorance, it will become utterly impossible for superstition to stay a moment in the country. An enlightened religion, on the expulsion of superstition from this benighted land, will be very much required, in order to give the people a fixed standard of true morality, but the choice of religion must depend upon education, let the natives be educated; and they will soon select a religion for themselves Those, who could entertain any doubts respecting it, must mark the state of Europe, in order to convince themselves, of the wonders which education and knowledge have brought in that quarter of the Globe, observe the progress of society in Europe from the time of the Barbarians, who overturned the Roman empire, down to the present time when mighty empires have grown out of petty feudal principalities and dukedoms, when science and litrature are incessantly pouring forth their enlightening rays on " hills and dales" on " distant countries and unknown shores," when philosophy has ennobled the descendants of ignorant Barbarians, who gloried themselves with having trampled upon and destroyed, the brightest monuments of arts and genius. There are persons

who attribute the present greatness of the European nations to Christianity. But it appears to me that their conclusions are based upon error. A few words on this subject are therefore necessary.

অতঃপরে গত ৭ ফিব্রুআরি ১৮৪৮ সালে অর্থাৎ মাঘ মাসে ১২৫৪ সালে তৃতীয় ব্যক্তি হিন্দুস্থান বাসীর প্রতি বিবেচ্য বৃত্তান্তে পূর্ব্ব সপ্তাহে কতিপয় প্রকরণ লিখনানন্তর ব্যক্ত করেন যথা।

এদেশের স্ত্রী জাতির বিদ্যা শিক্ষা অভাব সর্ব্ব দেশেই প্রকাশ হইয়াছে। ইহা নব্য সম্প্রদায় সুশিক্ষিতগণের আত্যন্তিক খেদের বিষয় হইয়াছে, হইাতে উক্ত দুঃখের বিষয়ে আমার অধিক বর্ণনা করণে ইষ্টাপত্তি নহে। স্ত্রীলোকের অজ্ঞতায় যে মন্দ ঘটনা হইতেছে ইহা ইংলণ্ড এবং বঙ্গদেশে সকলেরি প্রমুখাৎ অহরহ কথিত হইতেছে এপ্রযুক্ত অধিক কথনের প্রয়োজনাভাব। যাবৎ অস্মদাদির স্ত্রীলোক স্বীয় সন্তানদিগকে কৃত্রিম ভণ্ডালাপ দ্বারা পাষণ্ড ধর্ম্মোপদেশ করিবেক, তাবৎ তাহাঁর দিগের অজ্ঞতায় এই মহদ্দোষ খর্ব্ব হইবেক না (অর্থাৎ বাল্যকালাবধি জট্যাবুড়ি অশ্বত্থ গাছে

ভূত ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, পঞ্চানন ঠাকুর, ইত্যাদি ইহাই উক্ত কথনের তাৎপর্য্য) এ শুভ দিন উদয় কখন হইবেক যে হিন্দু ও মোছলমান স্বীয়২ বনিতার উক্ত দোষ কখন না করিবেক। অস্মদাদির হিন্দুস্থানস্থ বসুমতি মাতার গর্ব্ভজাত হিন্দু ও মোছলমান সন্তান সকলে কবে আপনারদিগের পত্নীর বিজ্ঞতার মঙ্গল ধ্বনি করিবে। আমারদিগের স্ত্রীলোকেরা কোন্ সময় যে এদেশের লোকের চরিত্র শোধনে সভ্য দেশের অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকের তুল্য আনুকূল্য করিবেক।

এইক্ষণে অল্পবক্তৃতায় যে সাকল্য দোষ যদ্দ্বারা এদেশকে বশীভূত করিয়াছে তাহা অত্র পত্রে দর্শাইলাম, অতএব বিবেচ্য হইবেক। এতদ্বিবরণে স্বীয়২ অভিপ্রায় বিভিন্নাকারে বহু লিপি করিয়াছেন এবং নানা কৌশলে স্বীয় বিবেচনা ও বাক্য প্ররোচনা করিয়াছেন। আমার বুদ্ধি নিঃসন্দেহে অল্প বুদ্ধিই বটে, কিন্তু আমি কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না যে কারণ সকল পরিবর্ত্তন হইলেই অস্মদাদির অসদ্ব্যবহারের মূলোৎপাটন হইবেক,

কেহ অবধারণ করেন যে মূলক ধর্ম্ম যাহা এদেশে ব্যবহার হইতেছে তাহাতেই অসদ্ব্যবহার ঘটিয়াছে এবং উক্ত ধর্ম্ম ও ব্যবহার পরিবর্ত্তন হইলেই সৎ ব্যবহার ও সচ্চরিত্র হইবেক। কিন্তু আমি ইহার অন্যথা বিবেচনা করি কারণ কেবল অমূলক ধর্ম্মাচারেই অজ্ঞতা দোষোৎপত্তি হইয়াছে যেই ক্ষণেই হিন্দুস্থান অজ্ঞতা হইতে মুক্ত হইবেক তৎক্ষণাৎ অমূলক ধর্ম্ম এক মুহূর্ত্তে করস্থায়ী হইতে পারিবেক না। এক উজ্জল ধর্ম্ম স্থাপন এবং অমূলক ধর্ম্ম দূরীকরণ এই অন্ধকার ময় ভূমিতে অত্যাবশ্যক হইয়াছে যদ্দ্বারা লোকের নিশ্চিত সত্য সদব্যবহারের রীতি আবদ্ধ হইবেক। কিন্তু ধর্ম্ম নির্ব্বচন কেবল বিদ্যা শিক্ষায় উপার্জন হয়, অতএব বিদ্যা শিক্ষাই কর্ত্তব্য যাহাঁর অত্র বিষয়ে কোন সন্ধেহ হইলে বিলাতের বিদ্যা ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হওত কিপর্য্যন্ত উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাঁর বিবেচনা কর্ত্তব্য। বিলাতে পশুবৎ মনুষ্য সকল স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যা সংশোধন করতঃ পুর্ব্বামূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগে সৌভাগ্যবন্ত হইয়াছেন।

সুশিক্ষিত হিন্দু সন্তান দিগের স্বীয় অভিপ্রায় বঙ্গ ভাষায় লিখিত করিবার মূল ইষ্টাপত্তি যে সাধারণের সুগোচর হওত ভাবি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা অবধারিত হইয়া পরস্পর মনোগ্লানি অর্থাৎ পিতা পুত্রের চিত্ত মালিন্য দূরীকৃত হয়।

প্রথমত ইহাঁরদিগের ইংলণ্ডীয় ভাষা কালেজীয় অর্থাৎ ইদানীন্তন পাঠশালার ছাত্রের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, অধম ধৃতে শতের মধ্যে ১৫ জনা সুশিক্ষিত হইয়াছেন। ইহাঁরদিগের লিখন পঠন বক্তৃতা ইংলণ্ডীয় বিদ্বান গণ তুল্য প্রায় হইয়াছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় যুবক মাত্রেরি ৪০ বৎসর বয়োধিক্য লোকের ব্যবহার হেয় বুদ্ধি এবং অযুক্তি সহ আচার নিশ্চিত হইয়াছে। যথা মিথ্যালাপ, অসত্য কথা, সহসা প্রবঞ্চনা, লাম্পট্য ব্যবহার, অযুক্তি যুক্ত কর্ম্ম করা, দয়াথর্ব্ব, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি দোষার্পণ করেন।

ইদানীং বিচারপতিত্ব পদে এবং বিশ্বাসস্থ রাজ কর্ম্ম বহুসংখ্যক হিন্দুসন্তান পদস্থ হওত সম্পূর্ণ বিশ্বাসের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। এবং নির্লোভী,

সত্যবাদী, সুশীল, দয়ালু, বৃথা অর্থাৎ অপ্রয়ো
জনীয়ালাপ রহিত, নিন্দায় বিরক্ত, অলম্পট, গুণ
সমুহ প্রাপ্ত হইতেছে ইহাতে ইহাঁরা যে সকলেই
উত্তম সুশিক্ষিত বটেন এমত নহেন এবং স্বীয়
সম্ভ্রম প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি স্পষ্ট বোধ হইতেছে
পূর্ব্বে যেন তেন প্রকারেণ ধনোপার্জ্জন করতঃ
বিদেশ হইতে আগমনে স্বদেশে প্রশংসিত এবং
সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে অধিক ধনোপার্জ্জন
অর্থাৎ স্বীয় আয় পক্ষে অধিক ধন আহরণ হইয়াছে
ভ্রষ্ট হইলে অন্যায্য প্রকরণে অবশ্যই ধনোপার্জ্জন
হইয়া থাকিবেক এমত কটাক্ষ সুশিক্ষিত সমাজে
অত্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। পরনিন্দা শ্রবণে সুশিক্ষিত
গণ অতি দুঃখিত হয়েন ইহাও প্রাপ্ত হইতেছে।
স্বীয় দেশের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্ত্তব্য
দৃষ্ট হইতেছে, স্বীয় অপমানেও তদ্রূপ। এতদ্গুণ
সমূহ যে যথার্থ ধর্ম্ম ইহা স্বীকার অবশ্যই করিতে
হইবেক।

"স্বীয় ধর্ম্ম প্রতি এক ঈশ্বরে ভক্তি এবং বেদের
প্রতি শ্রদ্ধার ন্যূনতাও প্রাপ্ত হয়না" বরঞ্চ উৎসাহ

বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু এতদ্ভিন্ন অস্মদাদির ব্যবহার্য্য ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতি নৈষ্ঠিকতা শূন্য প্রায় বোধ হয়। এবং পূর্ব্ব পুরুষের ব্যবহার ও ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনে ঐকান্তিকি প্রার্থনা যাহা "হিন্দুসংবাদ বাহক" নামক পত্রে ইহাঁরদিগের লিখনানুসারেই সুব্যক্ত হইতেছে।

অত্রস্থলে ইহাঁরদিগের প্রতি বহু ধন্যবাদ এবং ভূরি প্রশংসা অহো সৌভাগ্য বশত কর্ত্তব্য যেহেতুক ইহাঁরা খ্রীষ্টীয় প্রাচীন এবং নব্য সংশোধিত তত্র শাস্ত্র। এবং হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ানুবাদিত ইংরাজী গ্রন্থ সকল পাঠে যে অদ্যাপিও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সুপ্রকাশ হইতেছে অত্র সন্দেহো নাস্তি। অস্মদাদির ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বোধাভাবে গড্ডালিকা প্রবাহ তুল্যা ক্রিয়া করা হইতেছে ইহা নিরপক্ষে অঙ্গীকার করিতে হইবেক। যুবক গণের আচার বহুকালাবধি শত২ মহামান্য বংশ তান্ত্রিক কর্ম্মানুসারে মদিরাপান, পঞ্চম মকারাদি ক্রিয়া করতঃ সমাজে সংশয় বিচ্ছেদে প্রচলিত দৃষ্টে এবং সম্প্রদা

সিদ্ধ বৈষ্ণব বংশে শ্রাদ্ধে কুশ ধারণ অত্যন্ত দোষাবহ এবং পঙ্গতে যবন, ফিরিঙ্গি, ভাক্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত গ্রহণাবলোকনে এবঞ্চ তৎপূর্ব্বেও মহাপ্রভূর সম্প্রদার মধ্যে হরিদাস ঠাকুর জোলা জাতি ও শ্রীরূপ গোস্বামী যবনাপবাদে খাস ও দবীর নাম ধারণ অস্মদাদি গৃহাশ্রমী পরম ধর্ম্ম সাধনে গুরু ও মহাজন রূপে মান্য করিয়াও এবং ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজা সম্প্রদা ৯২ বৎসরের মধ্যে উত্থিত হওত্ব সৎগোপ রামশরণ পাল উক্ত অউলিয়া যবনের শিষ্য এবং তৎ পত্নী অনন্তদাসী, কিন্তু তদবধি দেবী আখ্যা প্রাপ্তা হয়। উক্ত অনন্ত গোবিন্দ পুর গ্রামের গোবিন্দ ঘোষের কন্যা তস্যা মাতা ঐ যবন অউলিয়ার কৃপা প্পাত্রী ইহাই কথিত আছে। উক্ত রামশরণ পাল স্বয়ং ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তৎপরে তস্য পুত্র রামদুলাল পাল ৬০ বৎসর এবং তস্যপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল অদ্যাবধি সহস্রং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, এবং নবশাক সহিত অন্ন ব্যঞ্জন রাশীকৃত করতঃ একত্রে ভোজন এবং স্বীয় অধরামৃত উক্ত শিষ্য ভগবজ্জন ভোজন করিয়াও

অত্র মৌহূর্ত্তিক পর্য্যন্ত সর্ব্ব সমাজে ভোজনে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে প্রচলিত দৃষ্টে সুসিক্ষিত গণের সমূহ গুণ প্রত্যক্ষে উপস্থিতাচারের দোষস্পর্শন যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যদি উক্ত সামুদায়িক ব্যবহার, ধর্ম্ম ও আচার কথনে সমাজে শাসনীয় নাহয় তবে সুশিক্ষিত গণের আচার ব্রহ্মজ্ঞানের আচার কহত অস্মদাদির নিন্দাকরণ গর্হিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজকার্য্য কারী এবং সুশিক্ষিত গণ মাত্রেই এতদ্দেশে সদ্ব্যবহার করণ কারণ আত্যন্তিক মনোযোগী যৎকালে হইয়াছেন তখন যে ঝটিতি সদুপায় ও সংশোধন হইবেক ইহাতে সংশয় নাই ইতি।

সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীজ্ঞানপতয়ে নমঃ।

এই প্রকার শতসহস্র আন্দোলন সর্ব্বদা হই-
তেছে এবং যৎকালীন লক্ষ২ মুদ্রা মাসিক ব্যয়
অত্র তাৎপর্য্যার্থে হইতেছে তখন ইহা নিবার-
ণের কোনহ উপায় মাত্র নাই এবং রাজা ঈশ্ব-
রের অংশ ইহাও বেদাজ্ঞা মনু লিখিতেছেন ত-
খন ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত এ ঘটনা হয় নাই। অ-
তএব ঈশ্বরের স্বীয় কৃত কর্ম্ম খণ্ডন কখন হয়
না। যদিস্যাৎ আরাধনা যে কোন প্রকারে করি
লেও পরমেশ্বরের আরাধনা হইয়া থাকে কিন্তু
ঈশ্বরের স্বয়ং ক্রিয়াতে যখন প্রতি দেশে অবয়ব
ঋতু, পশু, পক্ষী, বিভিন্ন সৃজন ব্যবহার করিয়া-
ছেন তখন সকলের ধর্ম্ম যে বিভিন্ন আকারে স্থায়ী
তাহার ক্রিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে অতএব ই-
হার অন্যথা চেষ্টাকারির প্রতি বিদ্যুতাগ্নি বজ্র,
ভূমিকম্প ঝড় বাতাস রোগ যুদ্ধ যে সকল ঐশ্ব-
রীর দণ্ড আছে ইহাতে অযথার্থ হইবার নহে।
অর্থাৎ কেহ করিতে পারিবেক না।

অতএব ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে ইহাই প্রাপ্ত হই-
তেছে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিস্তারণের দুই হেতু প্র-

থম খ্রীষ্টীয়ান মোরল দ্বিতীয় খ্রীষ্টীয়ান ফেত রা-জ্যেশ্বরের তাৎপর্য্য খ্রীষ্টীয়ান সচ্চরিত্র হওন মিস নরির তাৎপর্য্য খ্রীষ্টীয় ভক্তি হওন মাত্র ॥

Christian Moral
Christian Faith,

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে গবরণমেণ্ট বিদ্যাল য়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ নাই, এবং হিন্দু বালকে সংস্কৃত পাঠশালার প্রতি অনুরাগ ও অর্থ ব্যয়, কিন্তু ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণ যে যে কর্ম্ম যথা শাস্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপি হিন্দু মাত্রের ধর্ম্ম নহে বিবেচনা করেন এতাদৃশ কর্ম্মের প্রতি উৎসাহ বিরহ করিতেছেন ইহার মর্ম্মানুসন্ধানে ইহাই প্রাপ্ত হইবেক।

রাজ্যেশ্বরের মূল তাৎপর্য্য ইহাই যে প্রজার সুব্যবহার হইলে রাজ্য কার্য্য সুলভে নির্বাহ হয় দেশের উন্নতি প্রীতিপূর্ব্বক কালক্ষেপ প্রজার হইলেই রাজ্যেশ্বরের প্রতুল হইল ইহা ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা স্বীয় ব্যবহারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্তে নিশ্চিত করিয়াছেন ইহাতেই খ্রীষ্টীয় মোরেলিটী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তুল্য সচ্চরিত্র অত্র দেশে করিতে

নানা প্রকার ধনব্যয় এবং কায়মনোবাক্যেতে সমূহলোকে প্রাণপণ করিয়াছেন।

তাঁহারদিগের ধর্ম্মাশাস্ত্রে দশাজ্ঞানুযায়িক পণ্ডিতগণে নানা যুক্তি যুক্ত বহুং গ্রন্থ রচনা দ্বারায় পরিপাটী করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থ লিখিত বৃত্তান্ত কেবল লিখিত মাত্র এমত নহে তাহার আচার এবম্ভূত হইয়াছে যে যৎ কিঞ্চিদংশে বিপরীত হইলেই সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতে হয় এবং বৈপরীত্যকারির সহিত আলাপ ব্যবহার রহিত হয় ইত্যাশঙ্কায় সদা সাবধান সকলেই হইয়া থাকেন।

দশাজ্ঞার বৃত্তান্ত যথা।

আমাব্যতীত ঈশ্বর কাহাকেও মানিবেক না—১
মূর্ত্তির পূজা নিষিদ্ধ —২
নিরর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ —৩
রবিবার বিশ্রাম দিবস মান্য কর্ত্তব্য —৪
—— —— ৪

পারমার্থিক সম্বন্ধে এই চারি আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিকের সম্যক্ নির্ব্বাহের সদুপায় এক দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থায়ী করিয়াছেন। ইহাতে এক চিত্ত স্থিরতরে অন্য কোন কর্ম্ম ইষ্টাপত্তি শূন্য এবং ধন ও কালক্ষয় বিরহ।

তৎপরে ছয় আজ্ঞা।

পিতামাতার মান্যতা—৫ নরহত্যাদি নিষেধ—৬ ব্যভিচারাদি অশুচি কার্য্য নিষেধ—৭ সাক্ষ্য দে-ওন নিষেধ—৮ চৌর্য্য নিষেধ—৯ লোভ ও ধন হরণ নিষেধ—১০।

উক্ত দশ আজ্ঞার প্রতিপোষক যুক্তি সহকা-রে সহস্র বৎসর মধ্যে পণ্ডিতগণ হিতোপদেশ ই-ত্যাদি সহস্র২ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার প্রথম বা লকের প্রতি উপদেশ যাহা হয় তাহার কএক গ্রন্থের অল্পাংশ গোচরার্থে লিখিত হইল।

বালকের পাঠ্য যথা।

এক মোরগ গোময় কুড় আছড়িতে ছিল ইতি-মধ্যে কিম্মতীয় একখানা প্রস্তর প্রাপ্ত হইল তা-হাতে মোরগ কহিলেক যে জহুরির জন্যে ইহা উত্তম বস্তু কিন্তু আমার পক্ষে এই প্রকার শত-অনাবশ্যক দ্রব্যহইতে একদানা চাউল অধিক উপকারী হইত তাৎপর্য্য পরিণাম ইহাই বুঝা হইল যে প্রয়োজনীয় বস্তুই ইষ্টাপত্তি।

এক অভাগ্যবান মোরগ এক শৃগালের হস্তে পতিত হইবায় শৃগাল মোরগকে হত্যা করণের

বাসনায় আপন অভিপ্রায় গোপন করত মোরগে-
র প্রতি সকলের বিরক্তকর দোষারোপ করিতে
লাগিল যে সারারাত্রি চীৎকার ও কদর্য্যশব্দ ক-
রত শৃগালের এবং তাহার স্বজাতীয় ব্যবসার হানি
করহ এবং প্রতিবাসির নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে
তাহাতে মোরগ প্রত্যুত্তরে কহিলেক যে আমি
অকারণে কাহাকেও বিরক্ত করি নাই রাত্রি অব-
সানে আহ্লাদপূর্ব্বক আপন পত্নী মুরগীকে পু-
নশ্চেতনা করি এবং কর্ম্মিষ্ঠ লোকের আগত স-
ময়ে সতর্ক করি। শৃগাল কহিলেক তোমার উ-
ত্তর প্রত্যুত্তরের উপর নির্ভর করা হয় না আমার
আহারের কাল হইয়াছে ইহাই কথিত মোরগকে
ধৃত করত তাহার জীবন এবং কাহিনী অবশেষ
করিলেক অর্থাৎ তাহাকে নষ্ট করিলেক।

তৎপর্য্যার্থ অসতের মন্ত্রণা সত্যতা আচারে
কিম্বা যথার্থ বাদে কিম্বা কারণ দর্শানে অন্যথা
হয় না।

কোন সময়ে এক দেশে রাজ্যতা প্রযুক্ত এক
ভেক এবং ইন্দুরে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিতে
যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ছিল এমত কালীন এক চীল আগত
হইয়া ছোঁ মারত উভয়কে লইয়া গেল।

তাৎপর্য্যার্থ বিবাদে বাদি ও প্রতিবাদির ক্ষতিকর।

এক কুক্কুর এক খণ্ড মাংস মুখে লইয়া নদীপার হইতে ছিল জলের ভিতর তদবস্থায় অন্য কুক্কুর যাইতেছে দৃষ্টে তাহার মুখের মাংস গ্রহণেচ্ছুক হওত এবং আপন প্রতিবিম্ব দৃষ্টে বিবেচনা না করিয়া আপনারি ছায়ার সহিত কামড়া কামড়ি করিবার ছলে আপন মুখের আহার হারাইল।

তাৎপর্য্যার্থ। লোভে সকল নষ্ট হয় অর্থাৎ অযথার্থ প্রাপ্ত আশয়ে যথার্থ নষ্ট হয়। ইত্যাদি উপদেশ।

অযোগ্য আত্মীয়তা গর্হিত যেহেতুক ক্ষমতাবান আপন স্বার্থ সাধন করিতে অনায়াসে ক্ষমবান হয়েন॥ ১॥ অসৎ লোকের সহিত ব্যবহারে নিরুদ্বেগে বহির্গত হইলেই শুভ ফল মান্য করিতে হইবে॥ ২॥ কৃতঘ্নের প্রতি বিশ্বাসে অমঙ্গল অবশ্যই হইবেক॥ ৩॥ অভদ্র কৃত তাচ্ছল্য ভদ্রের অনুশোচনা যোগ্য নহে॥ ৪॥ আত্ম স্বার্থি পরামর্শ আপন স্বার্থের নিমিত্তেই হয়॥ ৫॥

খোসামুদ্যার প্রশংসা অনুপকার ব্যতীত নহে ।৬ ঐশ্বর্য্য থাকিতে বন্ধু সংগ্রহ করিবেক। ঐশ্বর্য্য বিহীনে লোক বাধ্য হয় না ॥ ৭ ॥ অপরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া চলিবে॥৮॥ সিংহ জালে পতিত মূষাহইতে মুক্ত হয় ধনি এবং দুঃখির আত্মীয়তায় পরস্পর উপকার আছে ॥ ৯ ॥ অসতের মৃত্যু কদাচ সুখে হয় না ॥ ১০ । কারণ দৃষ্টে সাবধান যে হয় সেই বুদ্ধিমান ॥ ১১ । নির্বুদ্ধি ক্লেশ ব্যতীত অবধারণ করে না ॥ ১২ ॥ এক অসতের আশঙ্কা অন্য অসতের আশ্রয়ে নিবারণ হয় না ॥ ১৩ ॥ মিষ্ট বাক্য কথন কিম্বা অকারণ উপঢৌকন দেওন পরিণামে অপকার ঘটনা হয় ॥ ১৪ ॥ তর্জ্জন গর্জ্জন অবশেষে হাস্তাস্পদ হয় ॥ ১৫ ॥ কৃত উপকার অর্থাৎ প্রাচীন উপকার বিস্মৃত যে হয় সে কৃতঘ্নাধম ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বরের ক্রিয়ার প্রতি বিলাপ ও সন্তাপ অনুচিত ॥ ১৭ ॥ স্বীয় অদৃষ্টে সন্তোষ হওন কর্ত্তব্য । ১৮ ॥ কাপ্পনিক কিম্বা ভণ্ডতা ব্যবহার গোপন হয় না ॥ ১৯ ॥ শত্রুর সহিত কোন নিয়ম করিতে হইলে অতি সাবধানে করিবে ॥ ২০ ॥ চাতুরীতে পরাভব হইলে চতুরের বড় দুঃখ কয় ॥ ২১ ॥ বাহ্য রূপেতে মনের সৌন্দর্য্যতা নহে ॥ ২২ ॥

দরিদ্রের অহমিকা বড়ই হাস্তাস্পদ ॥ ২৩ ॥ পরের অলঙ্কার পরিধানে শোভা হাস্তাস্পদ ॥ ২৪ ॥ সুখে কালযাপন ঐশ্বর্য্যহইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥ সাধু চরিত্রে মধ্যমাবস্থায় কালযাপনায় পরমসুখী। ২৬। আপনার শ্রেষ্ঠতা ও পরের অপকৃষ্টতা দর্শন অসৎ মনের কর্ম্ম ॥ ২৭ ॥ অসৎ সূচনায় অসৎ ঘটনা হয় ॥ ২৮ ॥ অসাবধানতা কর্ম্ম অবশেষে দুঃখজনক হয় ॥ ২৯ ॥ অনিত্য বিষয়ে সুখবোধ বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৩০ ॥ বুদ্ধিমান লোক কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে শুভাশুভ বিবেচনা করেন ॥ ৩১ ॥ আপনা আপনি কলহ যে করে সে পরের সহিত আত্মীয়তা করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥ বড়াই কারকের কর্ম্ম সর্ব্বদা অল্প হয় ॥ ৩৩ ॥ স্বল্প ক্রিয়াবানের বহুবাচালতা প্রকাশ হয় ॥ ৩৪ ॥ অধিক আশয় করিলেই অধিক অপচয় হইবেক ॥ ৩৫ ॥ অধিক লোভে নিরাশের দুঃখ অবশ্যই হইবে ॥ ৩৬ ॥ স্বচ্ছন্দ হইলে নির্লোভ হইবে তাহাতে লোভের ব্যগ্রতা বিনাশ হইবে ॥ ৩৭ ॥ শত্রু স্বয়ং বিনাশে হর্ষ সামান্য বুদ্ধিতে হয় ॥ ৩৮ ॥ অনধিকার চর্চ্চা করণে স্বীয় অলাভ অবশ্যই হয় ॥ ৩৯ ॥

অত্র পাঠের ক্রিয়া আচার ও ব্যবহার দেশের নীতি এবং বিপরীতাচরণে সকলের কটাক্ষ ভাজন এবং নিন্দনীয় হইতে হয়। এবং ইদানীন্তন শিক্ষিত বালকদিগের কার্য্য দৃষ্ট করিলে উক্ত পাঠের গুণ গ্রহণ হইয়াছে প্রত্যক্ষ হইবেক।

গ্রন্থান্তর যথা।

যুবকেরা বহু বিশ্বাসপূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভ করেন খেদের বিষয় পশ্চাৎ আগত বিপদ তাঁহারা জ্ঞাত নহেন ॥ ১ ॥ আমারদিগের বিষয় প্রাপ্তে গর্ব্ব করণ কোনহ অংশে কর্ত্তব্য নহে বরঞ্চ তাহাতে পরোপকারের চেষ্টা অতি উচিত এবং পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর্ত্তব্য যাঁহার কৃপায় বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ যে পরিবারে জগৎ পিতার সাধন ও ভক্তি হয় পিতা মাতার মান্যতা এবং আজ্ঞাবহন হয় ভ্রাতা ভগিনী ঐক্যতায় কাল যাপন হয় যেখানে স্বচ্ছন্দে এবং নীতিতে চলন হয় যে স্থলে বিবাদ বিহীন এবং দয়া ও পরিণাম দৃষ্ট আছে সেই পরিবার আহ্লাদিত ও স্বচ্ছন্দ দর্শন হইবেক ॥ ৩ ॥ কুকর্ম্ম এবং পাগলামি ব্যতীত বিপদ কদাচ হয় না। পীড়িত ও দুঃখির প্রতি

দৃষ্টি করিলেই অপরিমিত আচার এবং ইন্দ্রিয়া-
দি ব্যবহারের অপরাধি ব্যতীত উক্ত দোষী প্রা-
প্ত হইবেক না। এবং বালক পীড়িত ও ক্লেশি-
ত কেবল পালনের আলস্যেতে ঘটনা হয় ॥ ৪ ॥
নির্দ্দোষিতা অর্থাৎ সৎস্বভাব মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও
স্বাধীন উৎপত্তি করে। এবং ইন্দ্রিয় সকলের
জড়তাকে পরিষ্কার করে দোষ রহিত মন হইলে
স্বাধীন স্বচ্ছন্দতা মন হইল এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় প-
রিষ্কৃত রহিল ॥ ৫ ॥ কৃতজ্ঞতার তুল্য মনের স্ব-
চ্ছন্দতা কিছুতেই হয় না। ইহাতে আন্ত্রিক তৃপ্তি
এ যাবৎ হয় যে উপকার কর্ত্তা এবং উপকৃত জ-
নের সমান সুখ হয় যদি মনুষ্যহইতে মনুষ্যের
কৃতজ্ঞতাতে আহ্লাদ হয় তবে ঈশ্বরের প্রতি কৃত-
জ্ঞতার কত সুখ বিবেচনা করিবে ॥ ৬ ॥ সংসারে
যাবদীয় উপকার হইতেছে পরমাত্মাহইতে হই-
তেছে ক্লেশ দিলেই ক্লেশপাত্র অবশ্যই হইবেক
অন্তরে যত দুঃখ ঘটনা হয় বিরাগ সর্ব্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ দুঃখ। শত্রুতা সহ্য করণহইতে শত্রুতা
করিতে দুঃখ অধিক হয় ॥ ৭ ॥ বিশেষ গুণ ব্য-
তীত মনুষ্য মান্য কদাচ হয় না আপন বিদ্যার
তুল্য প্রীত শিক্ষককে করিবেক আপন পিতার
তুল্য মান্য শিক্ষককে করিবেক ॥ ৮ ॥ প্রথমাব-

স্থায় সাংসারিক বিষয়ের অজ্ঞতাকালে সংসারের পাশ অর্থাৎ ফাঁদ যাহাতে ঐশ্বর্য্য মদের আভা দীপ্তিকুর হয় তখন অত্যন্ত উচিত যে চতুর্দ্দিগ বেষ্টিত লোভের প্রভাহইতে সাবধান হওন এবম্প্রকার অসাবধানতায় উচচক্কা লোকের দুর্দ্দশা ঘটনা যাহা হইয়াছে তাহা তৎকালে নিরীক্ষণ করা। ৯। অন্যকে সন্তোষ করিতে বাসনা যাহার আছে সদত্ত তৎপর হইবেক যে হেতুক প্রতিক্ষণ আপনার সঙ্গতি ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। আপনার ঐশ্বর্য্য কামনাবন্ত সর্ব্বদা দৃষ্ট করিবেক যে দিবা গত্তে রাত্রি আগত এবং নিশিতে কোন কর্ম্ম হয় না অর্থাৎ তৎপর সর্ব্বদা হইবেক ।। ১০ ।। জ্ঞানী আরিষ্ট টলকে কেহ প্রশ্ন করিলেক যে মিথ্যা কহিলে কি হয় তাহার প্রতি উত্তরে ইহাই কথিত হইল যে মিথ্যুক সত্য কহিলেও কেহ প্রত্যয় করে না ।। ১১ ।। অহিত্তাচারে রোগোৎপত্তি করে তাচ্ছল্যতায় কষ্ট অর্থাৎ দুঃখোৎপত্তি করে অহঙ্কারে উদ্রেক ভঙ্গ অর্থাৎ নৈরাশ করে অভদ্রতায় লজ্জা উৎপত্তি করে অসহিষ্ণুতা মনে শত দোষ উৎপন্ন করে ।। ১২ ।।

উক্ত পাঠের ফল ইদানীন্তন শিক্ষিত প্রতি ইহা

প্রাপ্ত হয় যে নির্মৎসরতা সাবধানতা অর্থাদিত্ব কৃতজ্ঞতা বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে।

গ্রন্থান্তরে।

বড় লোক সর আইজকনিউটন বড় সচ্চরিত্রান্বিত ছিলেন তাঁহার পালিত হিরা নামক এক কুক্কুর এক রাত্রে তাঁহার বহুকালের পরিশ্রমের লিখিত গ্রন্থের কাগজের উপর দৈবাৎ জ্বলিত দীপ পতিত করণে সামুদায়িক কাগজ ভস্মসাৎ হইবায় মহাক্ষমবান নিউটন ইহাই মাত্র কহিলেন যে হিরা তুই পরিশ্রম অনভিজ্ঞতাতে এ হেন কুকর্ম্ম করিলি। তাৎপর্য্যার্থ ক্ষমার বর্ণন করা হইল ॥ ১॥ ধনীন সলী ফরাসিস জাতি আপন আহারীয় বস্তু অতি ঐশ্বর্য্যকালীন সামান্যরূপে ব্যবহার করিতেন তাহাতে লৌকিক নিন্দনীয় হইবায় সলী পূর্ব্বকালের জ্ঞানির তুল্য প্রত্যুত্তর করিতেন এবং কহিতেন যদি আমার অতিথিগণ বুদ্ধিমান হয়েন তবে তাঁহারদিগের আহারের সংপূর্ণ সামগ্রী ইহাই উপস্থিত আছে আর যদি নির্বুদ্ধি হয়েন তবে তাঁহারদিগের নিন্দা করণ গ্রাহ্য নহে। অত্র তাৎপর্য্য যে আহারের যেন তেন প্রকারেণ পরিতোষ হইলেই হইল।

এবং বুদ্ধিহীন জন জঘন্য তাহার নিন্দা কিম্বা প্রশংসা গ্রাহ্য নহে। ২। এক সৎপুত্র আপন পিতা মাতার মৃত্যুর খেদ অত্যন্ত করিলেক তাহার প্রতিবাসী সান্ত্বনা বাক্যচ্ছলে কহিলেক যে তুমি আপন পিতা মাতার সেবা কায়মনো বাক্যেতে করিয়াছ তাহাতে তোমার খেদের বিষয় কি। সৎপুত্র উত্তর করিলেক যে তাহাতে আমার পরিতোষ নাই যেহেতুক পিতামাতার যে কিছু আজ্ঞা আমাহইতে উল্লঙ্ঘন হইয়াছে ইহাই দুঃখবড়। ৩। এক সময় পর্ব্বতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত অবস্থায় নিকটবাসী প্রজাসকলে দূরদেশে পলায়ন করিতেছিল অত্র অত্যন্ত বিপৎকালে সকলেই আপন জীবন রক্ষা এবং গৃহের উপাদেয় দ্রব্য ঝটিতি সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিতে ছিল ইত্যবস্থায় এনাপাএস এবং এমকিনমস্ নামক দুই সহোদর উক্ত বিপদকালে আপনাদিগের সম্পত্তি সংগ্রহ করণকালীন স্মরণ করিলেক যে বৃদ্ধ মাতা পিতা তাঁহারা পলায়নক্ষম কদাচ নহেন। অতএব পরস্পর কহিতে লাগিল যে ক্ষুদ্র ধন আহরণের চেষ্টা আমরা করিতেছি হাদে আমারদিগের প্রাণধন দাতা যে পিতা মাতা তাঁহারদিগকে হারাইয়া বিষয় ধনের যত্ন অতি ঘৃণিত কর্ম্ম করিতেছি অত্র বি-

বেচনায় তৎক্ষণাৎ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগে পিতাকে এক জন মাতাকে এক জন স্কন্ধে লওত অগ্নির উত্তাপহইতে নির্গত হইলেন যে কেহ অত্র ব্যাপার দর্শন করিলেক তাহারা চমৎকৃত হইল এবং উক্ত ব্যবহার পশ্চাৎ বহু জন কৃত আচরিত হইল। ৪। এক বালক প্লেরিষ অর্থাৎ ফরাসিস দেশের কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিত এবং শুষ্ক রুটী এবং ঝোল ব্যতীত কিছু আহার করিত না। বিদ্যালয়ের কর্ত্তা বালকের ভোজন দৃষ্টে অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া অন্য বালকদিগকে কহিলেন যে ইহাকে উত্তম ভোজন করিতে প্রবৃত্তি দেহ তাহারা নানা প্রকার কহিবাতে বালক গ্রাহ্য অকরণে বিদ্যালয়ের কর্ত্তা বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি কারণে উত্তম দ্রব্য ভোজন না করহ তাহাতে কোন উত্তর প্রাপ্ত না হইবাতে বালককে বিদ্যালয়হইতে বহিষ্কৃত করিবার মন্ত্রণা করিলে বালক নিরাশা হইয়া কহিলেক যে মহাশয় আমি আপন পিত্রালয়ে কেবল কৃষ্ণ বর্ণ রুটী অতিঅল্প ভোজন করিতাম এবং জলপান করত জীবন ধারণ করিতাম এখানে আমি উত্তম রুটী এবং ঝোল ভোজন প্রাপ্ত হইতেছি এবং বহু উপাদেয় সামগ্রী ইচ্ছা হইলেই ভোজন করিতে প্রাপ্ত হইতে পারি

কিন্তু আমার কোন প্রকারে অত্র ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতুক আমার পিতা মাতা কেবল কৃষ্ণ বর্ণ রুটী ভোজন ও জলপান করেন মাত্র। অতএব উত্তম আহার দর্শনে আমার অতিদুঃখ উদয় হয় বিদ্যালয়কর্ত্তা বালকের বৃত্তান্ত শ্রবণে কদাচ সুস্থির থাকিতে পারিলেক না চক্ষুর জলে ভাসিত হইলেন কিঞ্চিৎ কালান্তরে বিদ্যালয়কর্ত্তা বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার পিতা যুদ্ধ শ্রেণীতে পূর্ব্ব চাকুরি করিতেন তাঁহার পেনসন্ অর্থাৎ জীবনপর্য্যন্ত পারিতোষিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন নাই বালক কহিল প্রাপ্ত হয়েন নাই তিঁহ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে আহারের অসঙ্গতিতে চেষ্টা ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। এবং বরষালি গ্রামে কর্জ্জ করত বিত্রত না হইতে হয় প্রযুক্তে অতি দুরবস্থা স্বীকার করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। বিদ্যালয়কর্ত্তা কহিলেন যদি এবম্প্রকার ঘটনা হয় তবে ৫০০ তঙ্কা বার্ষিক বেতন আমি তাঁহার করিয়া দিব স্বীকার করিলাম। এবং তোমার বান্ধবদিগের অর্থাৎ পিতা মাতার এই দুরবস্থা অতএব এই ৫ তঙ্কা তুমি আপন জন্য গ্রহণ করহ আর তোমার পিতা মাতার জন্যে ২৫০ তঙ্কা তাঁহারদিগের ছয় মাস

সিক বেতন আমি পাঠাইতেছি ইহা শ্রবণে বালক কহিলেক অহে মহাশয় আপনি এতাদৃশ দয়া প্রকাশে আমার দুঃখি মাতা পিতার সাহায্যেতে যে টাকা পাঠাইবেন তাহাতে অত্র পাঁচ টাকা যোগ করত প্রেরণ করিতে আজ্ঞা করুন। যেহেতুক এখানে আমার সর্ব্ব সম্পত্তি মহাশয়ের কৃপাতে প্রাপ্ত আছে এবং আমার আর টাকায় কিছু প্রয়োজন নাই এই টাকা আমার পিতা মাতা প্রাপ্ত হইলে বড়ই উপকৃত হইবেন এবং আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীরা প্রাণ ধারণ করিবেক। ৫।

ইংলণ্ডীয়বর্গে দান ও দয়া প্রকাশ অত্র অবস্থায় গ্রাহ্য এবং প্রশংসীয় গণ্য করেন। নচেৎ স্বীয় খ্যাতিপ্রযুক্ত আভিমানিক দান অনুবোধনে অত্যন্ত নিন্দা করেন।

মনঃ সংশোধনের গ্রন্থ যথা সভ্য ধার্ম্মিক বুদ্ধিমত্তা হইলে মনুষ্য পদবাচ্য কথিত হইল অভ্যাসদ্বারা প্রকাশ হইলে মনুষ্য হইল। বুদ্ধি এবং জ্ঞান দুই ভিন্ন বস্তু মনুষ্যের বুদ্ধি অনেক হইতে পারে তথাচ জ্ঞানী কহা যায় না। ১। বুদ্ধি মানসিক বিষয়ের সম্বন্ধ রাখে কিন্তু জ্ঞান অনুক্রমে অনুরাগ এবং বুদ্ধি শুদ্ধি করে। মনুষ্যের মনেতে ইচ্ছা এবং বুদ্ধি স্বাভাবিক আছে ভাল এবং

মন্দ অনুরাগ ইচ্ছায় নিশ্চয় ঘটনা হয়। কিন্তু বুদ্ধিতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চিত করে। ২। ইচ্ছা অনুরাগ অন্তঃকরণের এবং এই হেতুক শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধির প্রাগ্বস্থ তথাচ বুদ্ধিকর্ত্তৃক শাসন প্রাপ্ত হয় অনুরাগ ব্যতীত চিন্তা অর্থাৎ ধ্যান মনে ধারণা হয় না কেবল ইচ্ছার অনুরাগে ধ্যান প্রাপ্ত হয় ইহাতেই নীতি শিক্ষার অনুরাগদ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জন কর্ত্তব্য যেমত সূর্য্যের তেজ বিহনে ফষল উৎপিত হয় না তেমতি অনুরাগ ব্যতীত মনের উদয় হয় না। বুদ্ধির পরিপাকে মনুষ্য ভাল ব্যবহার যোগ্য হয় ঐহিকের এবং পারত্রিকের অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সুখ জন্য হয়। ৩। অবগত হওন বুঝন কৃতকর্ম্মা হওন তিন অত্যন্ত প্রভেদ বস্তু যদি কৃতিত্বের ক্ষুন্নতা হয় তবে কেবল জীবনোপায়ের সংস্থান হইল মাত্র যেমত ফল বিহীন বৃক্ষ তাৎপর্য্যার্থ বিজ্ঞতা বুদ্ধি এবং কৃতকর্ম্মিষ্ঠ হইলে সুফল ফলিল। নচেৎ কর্ম্মকুশলতা ব্যতীত কেবল বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিতে সামান্য দিন পাত হইবেক। ধর্ম্ম নিষ্ঠা এবং সৎগুণ স্বাভাবিক ইহাই হয় যদ্দ্বারায় মনুষ্যকে অত্যন্ত সুখদায়ক দীপ্তি প্রাপ্ত করে এবং উচ্চতর মহিমা ও গৌরবান্বিত মান্য করে। অত্র ধর্ম্ম সত্য ব্যবহার। ৪। শিক্ষার

অধিকার অর্থাৎ শক্তিই ইহাই যে স্বাভাবিক্ গুণ ও মানকে ব্যক্ত করে এবং পৃথক ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে নিবেশক এবং অভ্যাসের ক্ষমবান করে অর্থাৎ শিক্ষাতে মন সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত হয়। ৫। বালকের শিক্ষাতে বিশেষ ইষ্টাপত্তি যে মনুষ্যত্ব হয় যথা উপযুক্ত নগরবাসী প্রজা হইতে হইবেক আপন সন্তানের উপযুক্ত পিতা হইতে হইবেক সভ্য এবং বহু জীবীহইতে হইবেক। সভ্য এবং কর্ম্মিষ্ঠ প্রজাতে প্রথমত সকলের উপকার সম্ভাবনা হয় অপরন্তু আপনার উপকার ঘটনা হয়। ৬।

ধার্ম্মিকতা আচরণ।

এমত ব্যবহার উচিত যাহা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য ইহা করিলেই সর্ব্বদা উন্নতি সুখপ্রদ যে জগৎপতির মনোনীত কর্ম্ম করা হইল। ১। বিবাহ ও সন্তানোৎপত্তি কার্য্যে ধার্ম্মিকতা ভদ্রতা অত্যাবশ্যক ইহাতে কেবল স্বীয় দোষ গুণ বর্ত্তে এমত নহে বরঞ্চ সন্তানসন্ততির ভাবি সুখ উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের স্থল ঘটনা হয়। অর্থাৎ ভদ্রতা ধার্ম্মিকতা ব্যবহারে পত্নী ও সন্তান তদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেক। ২। অত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ

এবং অশুচি ব্যক্তি অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হয় যে-হেতুক উক্ত দোষ গোত্রের মূল এবং আকরের উচ্ছিন্নতা করে। সৎ স্বভাব ও ধর্ম্ম বিষয় দৃষ্ট হইলেই পিতা মাতা উপদেষ্টার গৌরব বিদিত হয় ঐহিক ও পারত্রিকের সুফল প্রাপ্ত হয়। অতএব বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত মনুষ্যতা কদাচ সম্ভবে না। ৩।

তদনন্তরে দ্বিতীয় গ্রন্থ আইজকওয়াট পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত ইংরাজী ১৭৫৬ সালে অর্থাৎ ৯২ বৎসর গত হইল লিখিত হইয়া বালকদিগের পাঠ হয় তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্যার্থ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল বিদ্যা শিক্ষা এবং বুদ্ধি মার্জ্জিতকরণার্থক।

বিবেচনা ক্ষমতা মনের হইলে সদসৎ দৃষ্টি যে দুর্লভ মহারত্ন অনায়াসে লভ্য হইল। যদ্দ্বারা জীবনের দোষ নিরীক্ষণ অধিকার হওত অসাবধানে এবং বুঝিবার ত্রুটিতে বাল্যকালের যে উন্মত্ত প্রলাপের সমূহ ক্রিয়াদি ঘটনায় যে অসংখ্যাক মনোদুঃখ ও যাতনা ভোগ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিবার উপায় শিক্ষা হইলে সেই সংঘটন হইতে পারিত না এমত সতর্কতা প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্যের বিবেচনার ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা অপটুতা পশুবৎস্বাভাবিক চিরস্থায়ী আছে। বিশেষত অসংখ্য অনুরাগ ও অভিলাষ সংযোগে দোষ রহিত হওন জীবনের শ্রয়ে ধর্ম্মহইতে চ্যুত হওত অবোধ অন্ধকারে পতনে. সত্য ব্যবহার গুরুতর গৌরবান্বিত কর্ত্তব্য। কর্ম্ম হইতে বিবেচনা অভাবে মিথ্যা আচার মহা দোষকারী অচিরাৎ ক্লেশদায়ক ক্রিয়াতে অবনত হওত দুঃখার্ণবে মগ্ন হওয়া হইতেছে অতএব কর্ত্তব্য যে সকল পণ্ডিত উক্ত দোষ ঘটনের উপায়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই প্রযত্নতঃ সর্ব্বদাই পাঠ্য নিশ্চিত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলে ইহাই প্রাপ্ত হইবেক যে সুশিক্ষিত যাহা হওয়া হইয়াছে তাহাই পুনর্ব্বিবেচনায় কর্ত্তই সন্দেহ উদয় হয়। এবং মার্জ্জিত যত হইবেক ততই সুশিক্ষা পূর্ব্বে হয় নাই ইহাই বোধ হইবেক। কিঞ্চিৎ লিখিত হইল মাত্র।

কেচিৎ মনোযোগ।

অত্যন্ত বৈরক্তকারী অনুভব শূন্য ও পরমাণু বিষয় সন্ধান, কর্ত্তব্য যে হেতুক অতি কঠিন ও সূক্ষ্মতম ক্ষেত্র পরিমাণক বিদ্যা যাহাতে উক্ত

শূন্য ও পরমাণু বৃত্তান্ত বিজ্ঞতায় বিবেচনার দ-
রিদ্রতা এবং বুদ্ধির অপক্কতা বিষয়ে সহকারিত্ব
করিবেক। এবং যদ্দারা বুদ্ধিকে সংপূর্ণ করিতে
কতই শিক্ষা করিতে হয় ইহা প্রত্যক্ষ করাই-
বেক। এবং বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হওয়া হইয়াছে যে
বুদ্ধি তাহা লজ্জিত হইবেক। এবং পৃথিবীর ধূলা
এবং অঙ্গুলি প্রমাণ যে শূন্য স্থল ইহাও অঙ্গ বু-
দ্ধিকে পরাজয় করে এমত বোধ হইবেক। এর-
থমনামক অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত জীবনাবধি অভ্যাস
করিয়া ভাগের অতি সূক্ষ্মভাগ মূল স্থাপন করি-
য়া তাহাকে পুনঃপুন অতি সূক্ষ্ম করিতে যখন
প্রবর্ত্ত হইল তখন আপনার গর্ব্ব খর্ব্ব করণান্তর
বহু শিক্ষার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব অভি-
মান করণে লজ্জিত হইল।

মৃত সুবুদ্ধির এবং জীবিত সুপণ্ডিতের বহু২
গ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ্য এবং কিপর্য্যন্ত পারিপাট্য বিদ্যা-
তে বৃদ্ধি হইয়াছে দৃষ্টে চমৎকৃত হওন অতি
সদ্যুক্তি পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হওন অবশ্য
কর্ত্তব্য যেহেতুক তত্র আলাপনে আপনার ক্ষুন্নতা
বিজ্ঞান হওয়ায় সংশোধন হয়ণ এবং নবীন প্র-
বৃত্তি উৎপত্তি ঘটনায় তত্তুল্য ব্যুৎপত্তি লভ্য হয়
যথা বেলিলসনামক সিটবিত্ত এবং গেতসপণ্ডিত-

দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আপনি যে অ-
পরিপক্ক ছিল তাহা বিজ্ঞান হইত না। যদি কি-
ঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পণ্ডিত অ-
ভিমান ঘটিত তবে জীবন্ বিফলে ক্ষয় হইল ইহা
সর্ব্বদা বিজ্ঞান উচিত।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীব্রধারণাশক্তি সর্ব্বদা অভ্যাস ও
অনুশীলন ব্যতীত কদাচ স্থায়ী নহে। দুর্ভগা ও
মূর্খের কিঞ্চিৎ শিক্ষা হইলেই তৃপ্তি অনুবোধনে
শিক্ষায় অবহেলা করে। সামান্য আলাপনে প-
ণ্ডিতের কর্ত্তব্য যে উপাদেয় বাক্য তাহা প্রাপ্ত
মাত্রই অভ্যাস করিবেক। কিয়দংশ লোক আপ-
নার ভ্রমবাচালতায় গোপন করত লজ্জিত হয়
না যাহাতে দ্বিগুণ দোষ ঘটনা হয় যথা মূর্খতা ও
মূঢ়তা। অতএব বুদ্ধিমান আপনাকে সুপণ্ডিত
অভিমান করিবেক না। জীবনাবধি যত গ্রন্থ
পাঠ করিবেক তত প্রতিক্ষণে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি হই-
বেক ইত্যাদি অতি বিস্তার বাহুল্য উপদেশ লি-
খিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায় শিক্ষার যুক্তি।

শিক্ষার উপায় পঞ্চ প্রকার কথিত হইয়াছে
যদ্দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞান সংশোধন হয় যথা পাঠ ধা-

রণাশক্তি আলাপ অর্থাৎ বক্তৃতা করণ এবং ধ্যানকরণ এবং বুঝন। বুঝনের কার্য্য যে মনুষ্য স্বভাবের ক্রিয়া অনুসন্ধানে অক্ষম হয় সেই ব্যক্তি বুঝিবার ক্ষমতায় সর্ব্ব গোপনকে ব্যক্ত করে আপনার দেহের হিতাহিত অত্র ক্ষমতায় প্রকাশ করে রাগ ও সন্তোষ নির্যাস করে ইত্যাদি। পঠনের দ্বারা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বোধ গম্য হইয়া সাবধান এবং অনুরাগ প্রাপ্ত ঘটনায় পশ্চাৎ ঐশ্বর্য্যশালী করে। আলাপের দ্বারা পরের মনের গতিক ব্যক্ত করে যদ্দ্বারা সমস্ত বস্তুর বৃত্তান্ত বিজ্ঞান সম্ভাবনা হয়। বিরোধে এবং বিচারে জয়ী করে ইত্যাদি। ধ্যানের দ্বারা শিক্ষাকে উজ্জ্বল করে অপরিমিতকে পরিমিত করে অস্থিরকে স্থির করে চিন্তাকে অচিন্তা করে সত্য ও মিথ্যাকে নির্ণয় করে। ধারণাশক্তিতে উপদেশ দ্রাঢ্যতা করে যদ্দ্বারা উপকার হয় এবম্প্রকার বিস্তারিত ও বাহুল্য নানা বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। * এবম্ভুত ইংরাজী শাস্ত্রে নীতিবাক্য ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকর বহু সঙ্খ্যক বৃহদ্২ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। পরে হিন্দুকালেজে শিক্ষার বৃত্তান্তে যাহা হয় তাহাতে মনোযোগ আজ্ঞা হউক।

ইংরাজী সন ১২১৪ সালে কলিকাতা রাজধানীতে লার্ডবিসফ মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থাপিত হয়েন পরে ১৮১৬ সালে প্রধান বিচারপতি সরইড ওয়াড হাইডইষ্ট সাহেবের উদ্যোগে এবং বহুরাজ্য কার্য্যকারি সাহেবানের সাহায্যে এবং অত্র দেশীয় ধনি মহাশয়দিগের সহকারে হিন্দুকালেজনামক ইংরাজী সুশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হওনান্তর শিক্ষার রীতিবদ্ধ ইহাই হইয়াছে যথা।

অক্ষর পরিচয়ানন্তর পাঠ।

Grammar Syntax Etymology &c. &c.

ব্যাকরণ বাক্য বিন্যাস শব্দসাধনীয় প্রশ্ন উত্তর ক্রিয়া কর্ম্মকর্ত্তা ইত্যাদি প্রথম শিক্ষা হয়।

Fable Natural History.

নীতিকথা ইংলণ্ডীয় দেশের এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের নীতিকথা ও বর্ণমালা।

Exemplary Biography.

দৃষ্টান্তার্থে মৃত ব্যক্তির প্রাচীন ইতিহাস যদ্দারায় দোষ ও গুণযুক্ত ক্রিয়া ও ব্যবহার বিজ্ঞান হয়।

Geography Physical Geography.
Geology, Geometry.

ভুগোল বিদ্যা। ভুগোলস্থ স্বাভাবিক সর্ব্বদ্রব্যের তত্ত্বজ্ঞান মৃত্তিকার গুণ বা জাতি বা উৎপত্তি নির্ণায়ক শাস্ত্র। ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা অর্থাৎ বাহুল্যতা প্রাশস্ত্য বৃহত্ত্ব নিরূপণীয় বিদ্যা।

History of ancient and mo dern.

নব্য ও প্রাচীন ইতিহাস যদ্দারা সর্ব্বদেশের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম ৩।৪ শত বৎসরাবধি বিশিষ্টরূপে বর্ণিত এবং পূর্ব্ব২ বৃত্তান্ত স্থূলরূপে বিজ্ঞান বিদ্যা। এবং মার্সমেন সাহেবের কৃত হিন্দুস্থানের ও হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক অসমঞ্জস্য বঙ্গভাষায় বহুতর পঠিত হয়।

Poetery. Rhetoric, Logic Shkes, peare
Bacons.

কাব্য নাটক অলঙ্কার তর্কবিদ্যা।

Novum or gahum.

আধ্যাত্মিকী বিদ্যা।

Natural, Mental and Moral Philosophy.

বাহ্য অর্থাৎ দ্রষ্টব্য বস্তুর স্বভাব বিজ্ঞান যথা বস্তু নির্যাস বিদ্যা এবং অন্তরস্থ বিভ্রান্তকরণক্ষম গ্রন্থ ও সচ্চরিত্র শিক্ষা গ্রন্থ। অত্র বৃত্তান্তে অত্যন্ত বাহুল্য বহু গ্রন্থ রচনা ইংলণ্ড ভাষায় হইয়াছে।

Arithmetic, Mathematic, Algebra
Tregnomatery. &c. &c,

অঙ্কবিদ্যা গণনাবিদ্যা বীজগণিত বিদ্যা ত্রিকোণ বস্তুর পরিমাণকবিদ্যা বৈলক্ষণ্য দূরীকরণক বিদ্যা ইত্যাদি। যথা হিন্দুশাস্ত্রের শুভঙ্করের অঙ্কবিদ্যা লীলাবতী আদি গ্রন্থ। ইদানীন্তন মহাশয়দিগের কর্ত্তৃক লোপ প্রায় হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় বুদ্ধিমান পরিশ্রমের দ্বারা স্বীয় বুদ্ধি ক্ষমতায় উক্ত শাস্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ ইত্যাদির গতি ও পরিমাণ ও ক্ষেত্র সমুদ্র নদ নদী পর্ব্বত ইত্যাদি পরিমাণ অবধারিত করিয়াছেন।

Optic.

দৃষ্টিবিদ্যা যদ্দ্বারা আলোকের গতি ও ক্ষমতা নির্ণয় হয়।

Hydrostatic Pneumatic.

জলাদি বস্তুর গুরুত্ব নির্ণয়বিদ্যা যদ্দ্বারা বহু চমৎকার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। ও বাতাসের গতি ও গুণবিজ্ঞান।

Stronomy.

জ্যোতিষ বিদ্যা।

উক্ত সামুদায়িক বিদ্যা বিশেষ বৃত্তান্ত সাধারণের গোচরার্থে পশ্চাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইবেক।

হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত মহাশয়েরা প্রাচীন কল্পের ইংরাজী সুশিক্ষিতদিগকে বিদ্বান স্বীকার করেন না যেহেতুক উক্ত নানা প্রকার বিদ্যা এঞ্হারদিগের পাঠ এবং ব্যবহার হয় নাই এবং ইহাতেই সচ্চরিত্রের অভাব কথিত করেন। হিন্দুকালেজের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বাল্যকালের স্বভাব পরিবর্ত্তন হওনের মূল তাৎপর্য্য যে ইংরাজী অতি সুকঠিন শব্দ এবং বহু বিস্তীর্ণ ভাষা অত্যন্ত মনঃসংযোগ ব্যতীত কদাচ হৃদয়ঙ্গম সম্ভবে না। তাহাতে মাসিক ও সাম্বৎসরিক পরীক্ষার নিয়মে সুকণ্ঠস্থ করিতে হয়। এবং স্বীয় পাঠশালায় অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিতেং যথা

মিথ্যা কথন প্রবঞ্চনা চাতুরী আলস্য ইত্যাদি দোষ হইলেই বহিষ্কৃত হইতে হয় সুতরাং একই কালে স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

উক্ত বিদ্যা সমূহ বিজ্ঞানে ঐহিক ও পারত্রি-কের ভক্তি কিম্বা জ্ঞান বৃদ্ধি কর হয় যথা পঞ্চ ভূতের শক্তি ও ক্ষমতা যত বিজ্ঞান হইবেক তা-বৎ জগৎপতির মহিমা বিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইবেক।

উক্ত হিন্দুকালেজাধ্যায়ী সহস্রং যুবক উক্ত রীতি ও পদ্ধতি ক্রমে শিক্ষিত হইয়া Educated Hindu বিদ্বান হিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তৎকালাবধি প্রাচীন রীতি ও ব্যবহার আহার ও আচার অন্যথা করত স্বীয় যুক্তি মতে ব্যবহার করিতেছেন। এবং ঐহারা Rising Generation অর্থাৎ উজ্জ্বল বংশ পদে গণ্য সর্ব্বত্র হইয়াছেন ঐহাদিগের মধ্যে বহুতর জনের সত্য কথন কর্ম্মে নৈষ্ঠিকতা নির্ম্মৎসরতা লোভখর্ব্বতা লাম্পট্য এবং পরগ্লানিরাহিত্য ইত্যাদি ফলোৎপন্ন হওনে রা-জার বিশ্বস্ত পাত্র হইয়া উপযুক্ত পদ প্রাপ্ত হ-ইতেছেন এবং উক্ত শিষ্টাচার সুলভ দৃষ্টে রা-জ্যেশ্বর উৎসাহ বৃদ্ধি করত রাজ কার্য্য তুল্য বি-দ্যালয় স্বাধীনে গ্রহণপূর্ব্বক অত্র দেশের বিদ্যা

ও বুদ্ধি বৃদ্ধি চেষ্টা করিতেছেন যে খ্রীষ্টীয়ান তুল্য সৎচরিত্র বুদ্ধি ও বিদ্যা এবং পরাক্রম প্রজার হয়। এবং মিসনরিগণ খ্রীষ্টীয়ান ভক্তি বিস্তারণে ইংলণ্ডীয় সমাজের সাহায্যে এহুব্যয়ে বরঞ্চ অধিক বিদ্যালয় স্থাপনান্তর বিদ্যা শিক্ষার উক্ত রীতি অনুসারে বিদ্যা শিক্ষা দেওনে ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে যে তত্র পাঠশালার ছাত্রবর্গের চরিত্রের প্রতি সাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু শত জনের মধ্যে জনেকও নহে যথা ১২৫ জনের মধ্যে এক জন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন ঘটনা হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম পরিবর্ত্তক ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় সুবুদ্ধি সমাজে ঘৃণিত ও অবিশ্বস্ত অস্মদাদির কর্ত্তৃক যদ্রূপ হয় তদ্রূপ হইতেছে এবং ইহাও প্রত্যক্ষ যে মিসনরি পাঠশালায় যে বহু২ সংখ্যক যুবক খ্রীষ্টীয় ভক্তি শাস্ত্র বিশিষ্ট পাঠে চিত্তভ্রংশ মাত্রই হয় নাই কিন্তু সুশিক্ষিত সমুহের অত্র দেশীয় উপস্থিত ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এবং প্রাচীন ব্যবহার নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি বৃদ্ধিই অচিরাৎ হইতেছে এবং এতাদৃশ দুঃখকারী হইতেছে যে প্রাচীন কল্পের যথা পিতা মাতা ইত্যাদির সহিত সন্তানের অনৈক্যতায় মনোদুঃখ সমূহ ঘটনায় উভয়ে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে হই-

য়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক এবং দ্বিতীয় দুর্ঘট ইহাই দৃষ্ট হইতেছে যে পঠিত কিম্বা অপঠিত অথবা সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী কিম্বা অন্যান্য ব্যবসায়ী যুবক মাত্রই উক্ত ব্যবহার মনোনীত প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং পিতৃ মাতৃ সহিত অনৈক্যতা প্রযুক্ত কেচিৎ২ যুবক খ্রীষ্টীয়ান হইতেছে। ইহাতে অপার দুঃখসাগর ইহাই যে সর্ব্ব জাতির স্বীকৃত সর্ব্ব শাস্ত্র ও সর্ব্ব বিদ্যার শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুশাস্ত্র অব্যক্ত ভূত হওত দিন২ মলীন হইলেন হিন্দুর মূল শাস্ত্র প্রশংসা ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতবর্গে যাহা করেন এবং রূপক বর্ণনার প্রতি ও পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবহারের প্রতি যাহা উক্ত করেন এবং ইংরাজী সুশিক্ষিতের তাচ্ছল্যতার তাৎপর্য্য বাহুল্য রূপে লিখিত হইল ইহা যুক্তিসহ মীমাংসা করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ স্বীকার ও গ্রাহ্য করিয়া থাকেন ইহারও সহস্র২ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীশ্রীজ্ঞানপতয়ে নমঃ।

তৃতীয় খণ্ড।

ইংলণ্ডীয় বিদ্বান্বর্গে মনুস্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মাচরণ রহিত হওনানন্তর হিন্দুরাজ্যের ধর্ম্ম ভ্রষ্টাচার হইয়াছে ইহা ব্যক্ত করেন এবং ইদানীন্তন সুশিক্ষিতবর্গের ইহাই ইষ্টাপত্তি অতএব তাঁহারা পুনঃ সংশোধন করণাভিপ্রায় প্রকাশ করেন যাহা পুর্ব্ব খণ্ডে হিন্দু সংবাদ বাহক নামক পত্রে ভাষাতে দৃষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষণে ইহার স্থূলতাৎপর্য্যের বিশিষ্ট বিচার অতি কর্ত্তব্য যেহেতুক যখন রাজকর্ত্তৃক অনুসন্ধানে যে যে দোষ ধৃত এবং বহু সংখ্যক প্রজা লোকেরও ব্যবহার ও আচারে বৈকৃত্য বোধ হইয়াছে। তখন সামুদায়িক বৃত্তান্ত সুব্যক্ত ব্যতিরেকে দিন২ কেবল প্রাচীন কল্পের গ্লানি হইবেক। ইহাই নিশ্চয় হইতেছে। তজ্জন্য সাধারণের বিবেচনার্থে অত্র সংগ্রহ যথা।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে যাবদীয় শাস্ত্র অর্থাৎ ষড় দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, আ-

গম, নিগম, ইত্যাদি সকলের মূল তাৎপর্য্য মনুগ্র-
ন্থে ২৭০৫ শ্লোকে ব্যক্ত। উক্ত গ্রন্থ রচনানুসা-
রে ঊনবিংশতি মহর্ষি কর্ত্তৃক দেশ, কাল, পাত্রা-
নুসারে মানব ধর্ম্ম অর্থাৎ মনুষ্যের ধর্ম্ম শৃঙ্খলা
পূর্ব্বক কথিত হয়। ইহাতেও ঐ মহর্ষি গণের
বাক্য মনুর বিপরীত হইলে অগ্রাহ্য করণে বৃ-
হস্পতি কহেন ইহার প্রমাণ।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং
হি মনোঃ স্মৃতং। মন্বর্থবিপরীতা যা
সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

অতএব মনু আদি বক্তা হইয়া স্বীয় গ্রন্থে প্র-
তিজ্ঞা করিয়াছেন যে এই শাস্ত্র ব্যবহার ও পাঠ
যিনি করিবেন তিনি পরম সুখে ঐহিক ও পার-
ত্রিক কার্য্য নির্ব্বাহক্ষম হইবেন যথা।

মনুর ১ অধ্যায় । ১০২ ।

তস্য কর্ম্ম বিবেকার্থং শেষাণামনু
পূর্ব্বশঃ। স্বায়ম্ভুবোমনুর্দ্ধীমানিদং
শাস্ত্রমকল্পয়ৎ॥

সকলের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ধর্ম্ম নির্বাহার্থে ব্রহ্মার পৌত্র মনু এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুঃ। ১। ১০৬।

ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধি-বিবর্দ্ধনং। ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরং॥

এই শাস্ত্র অধ্যয়নই স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ অভীষ্ট সি-দ্ধিদায়ক এবং শ্রেষ্ঠ এই শাস্ত্রাভ্যাসে বুদ্ধি বৃদ্ধি হওত আয়ুঃযশ এবং মোক্ষ লাভ হয়।

উক্ত প্রতিজ্ঞা যুক্তি সিদ্ধ মনুষ্য মাত্রকে এবং পশ্বাদিকে ব্যবহার করিতে হইতেছে এবং যে ব্যবহার করিতেছে ফল প্রাপ্ত অদ্যাপি হইতেছে এবং চিরকাল হইবেক অত্র সন্দেহ মাত্র নাই॥

মনুঃ। ১২ অধ্যায় স্বীয়াভিপ্রায় ২৭০৫ শ্লোকে উক্তি করত ধর্ম্ম এবং পুণ্য বিভিন্ন আভাসে ব-র্ণন করেন। তৎপরে ঊনবিংশতি মহর্ষি তদ-ভিপ্রায় গ্রহণে স্বস্বগ্রন্থে বর্ণনা করেন যথা।

অত্রি —— ৯ পত্র পুস্তক কথিত করেন
পরে বিষ্ণু — ২৯।।০ পত্র
হারীত — ৫ পত্র
যাজ্ঞবল্ক্য — ২৫ ৩৩৪ শ্লোক প্রস্তুত করেন
উশনা —— ২ পত্র ৫৮ শ্লোক ব্যক্ত করেন
অঙ্গিরাঃ — ৩ পত্র ৩৬ শ্লোকঃ।
যম —— ৩ পত্র।
আপস্তম্ব —— ৫।।০ পত্র।
সম্বর্ত্ত —— ৬ পত্র। ২২৭ শ্লোকঃ।
কাত্যায়ন — ১২ পত্র।
বৃহস্পতি — ২ পত্র। ৮৬ শ্লোক।
পরাশর —
কলির ধর্ম্মবক্তা ১২ পত্র।
ব্যাস —— ৫।।০ পত্র।
শঙ্খ —— ৭।।০ পত্র।
লিখিত —— ৩ পত্র।
দক্ষ —— ৫ পত্র।
গোতম —— ৯ পত্র।
শাতাতপ — ৫।।০ পত্র।
বশিষ্ঠ —— ১২ পত্র।

ইহার তাৎপর্য্য আশ্চর্য্য ইহাই দৃষ্ট হইবেক যে উক্ত বৃত্তান্ত অভিপ্রায়ে হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্রবৎ

রচনা হইয়াছে। কোন শাস্ত্র মনূক্ত আভাস ব্যতীত প্রাপ্ত নহে। কেবল মনু শাস্ত্র কথনের পরে দ্বাপরের শেষ এবং কলি প্রবর্ত্ত কালাবধি যে যে বংশ উৎপন্ন হইয়াছে তাহারি বৃত্তান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম স্থলে মনূক্তি রূপে পুরাণাদিতে প্রচারিত হয়। ইহাতেই বেদব্যাস কৃত পুরাণাদি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র সর্ব্বত্র মান্য তৎ সংহিতায় কথিত যথা।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

ইহার অর্থ যথায় শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ বিরোধ দৃশ্য হইবেক তথায় শ্রুতি বলবতী। স্মৃতি পুরাণ বিরোধ হইলে স্মৃতি প্রামাণ্য করিবেন।

পুরাণ ব্যাসোক্ত সূত মুখে ষট্‌সংবাদ অর্থাৎ ছয় জনের শ্রবণানন্তর সূত গোস্বামী স্বীয় স্মরণে কহেন। এবং প্রতি পুরাণের বাক্যেতে পরস্পর বহুং অসংলগ্ন প্রাপ্তি প্রযুক্ত উক্ত বহু গোলোযোগ উপস্থিত হওনে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবহার স্মৃতির প্রমাণ ব্যতীত যথার্থ হয় না, ইহাই ইদানীন্তন

পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন এবং যে যে কারণ দর্শান তাহা পরে লিখিত হইবেক।

মনু ধর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পুণ্য প্রভেদ করেন যথা ধর্ম্ম ইহাকেই কহেন যাহার যে ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সত্ত্ব গুণাবলম্বনতা ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের রজোগুণাবম্বনতা ধর্ম্ম বৈশ্যের রজ ও তমঃ। শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের তমোগুণাবলম্বনতা ধর্ম্ম ইহাতেই চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন।

মনুর ১ অধ্যায় ৩১ শ্লোক যথা।

লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।

মুখ, বাহু, ঊরু, চরণ, হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, লোক বৃদ্ধি হেতু নির্ম্মাণ করিলেন॥

যথা ঐ ৯২ শ্লোকঃ।

ঊর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকী

র্ত্তিতঃ। তস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥

সর্ব্বাপেক্ষায় পুরুষ পবিত্র, তন্নাভির ঊর্দ্ধ্বভাগ পবিত্রতর, তাহা হইতেও মুখ পবিত্রতম॥

এবম্ভুতা চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর শ্রেষ্ঠতা রচনা করত আদি ধর্ম্ম নিরূপণ করেন।

মনু বেদাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ইহার স্থূল তাৎপর্য্য বহু হইবার জন্য জগৎ রচনা হইল যে শ্রুতি সর্ব্ব জাতি এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রিত সর্ব্ব দেশীয় লোকের ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন, যদিষ্টাপত্তিতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, এবং জঙ্গম। উক্ত গুণাশ্রিত হইয়া জগৎ ও প্রজা বৃদ্ধি হইতেছে যথা॥

মনুর ১ অধ্যায়। ৪৯ শ্লোক।

তমসাবহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা। অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ॥

এই ব্রহ্মাদি স্থাবর বহু তমো গুণেতে ব্যাপ্ত

কিন্তু অন্তরে চৈতন্যযুক্ত অতএব সুখ দুঃখ ভোগী হয়েন॥

ইহাতে মনুক্ত ইষ্টাপত্তি আদৌ ধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রম, যদ্দ্বারা সম শৃঙ্খলায় জগৎ কর্ত্তার সৃষ্টি রচনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করত, পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত নির্ব্বাহানন্তর পশ্চাৎ পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ধর্ম্ম কর্ত্তব্য. ইহার বিধান গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের ইহাই ধর্ম্ম যথা।

দশসংস্কারঃ।

গর্ব্ভাধান—১ ঋতুকালীন প্রথম ভার্য্যা গমন সময়ে
পুংসবন—২ চতুর্থ মাসে স্পন্দন কালীন।
জাতকর্ম্ম--৩ প্রসবের পরক্ষণ।
নামকরণ--৪ একাদশাহে।
অন্নপ্রাশন৫ ষষ্ঠমাসে।
চূড়াকরণ--৬ দ্বিতীয়বর্ষে।
উপনয়ন--৭ গর্ব্ভাষ্টমে।
সাবিত্রীগ্রহণ৮ গুরুস্থানে গায়ত্রীর উপদেশ সময়ে।
সমাবর্ত্তন-৯ উপনয়নের পর ১ বৎসরান্তে।
বিবাহ—১০ যথাকালে॥

পঞ্চযজ্ঞ ।

মনু । ৩। ৭০ ॥

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্প ণং হোমোদৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো ইতিথিপূজনং ॥

নিত্য কর্ত্তব্য ।

ব্রহ্মযজ্ঞ	১	অধ্যয়ন ।
পিতৃযজ্ঞ	২	তর্পণ ও শ্রাদ্ধ ।
দেবযজ্ঞ	৩	হোম ।
ভৌতযজ্ঞ	৪	বৈশ্ব দেব বলি ।
নৃযজ্ঞ	৫	অতিথি সেবা ।

ইহা জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ সকল জাতিকে করিতে হইতেছে পশ্চাৎ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেক ॥

গৃহস্থাশ্রমের নিয়ম যথা ॥

মনুর ৪ অধ্যায় ১ শ্লোকঃ ।

চতুর্থমায়ুষোভাগ মুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজ । দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহেবসেৎ ॥

পরমায়ুর প্রথম চতুর্থ ভাগে বিদ্যাভ্যাস দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগে বিবাহ করিয়া আশ্রম করিবেন।

বিবাহ করণীয় কন্যার লক্ষণ বিধিঃ।

মনুঃ। ৩ অধ্যায় ৭। ৮। ৯। ১০।

নোদ্বহেৎ কপিলাংকন্যাং
নাধিকাঙ্গীং নরোগিণীং।
নারোমিকাং নাতিলোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং ॥ ৮ ॥
নর্ক্ষবৃক্ষ নদীনাম্নীং
নান্ত্য পর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহি প্রেষ্যনাম্নীং
ন চ ভীষণ নামিকাং ॥ ৯ ॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং
হংসবারণ গামিনীং।
তনুলোমকেশ দশনাং
মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং ॥ ১০ ॥

হীন ক্রিয়ং নিষ্পুরুষং
নিশ্চন্দো রোমসার্শকং ।
ক্ষয়্যাময়া ব্যপস্মারি
শ্বিত্রি কুষ্ঠি কলানি চ ॥ ৭ ॥

যে কন্যার পিঙ্গলবর্ণ কেশ অথবা দেহ সর্ব্বদা রোগযুক্তা, এবং যাহার অঙ্গে লোম নাই অথবা অঙ্গে যথেষ্ট লোম এবং যে অনেক কর্কশ কথা কহে অথবা পিঙ্গলবর্ণ নয়নী সে কন্যাকে বিবাহ করিবেক না ॥ নাক্ষত্রিক নাম যার, আর বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষি, সর্প, ভৃত্য, নামেতে আখ্যা যার এবং যাহার ভয়ানক নাম সে কন্যাকে বিবাহ করিবেক না ॥

যে কন্যার অঙ্গের মধ্যে বাঁকা কিম্বা ভঙ্গাদি না থাকে, এবং যার সুন্দর নাম অর্থাৎ যে নাম শ্রবণে সুখ জন্মে, এবং যার হংস কিম্বা হস্তির ন্যায় গমন এবং লোম, কেশ, দন্ত, যার সূক্ষ্ম কিম্বা অঙ্গ কোমল সে কন্যাকে বিবাহ করিবেক । জাতকর্ম্মাদি সংস্কার রহিত যে বংশ এবং যে বংশে কন্যাই হয় এবং যে বংশে অনেক দীর্ঘলোম হয় এবং যে বংশে অর্শ, ক্ষয়, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অ-

পস্মার, শ্বিত্রকুষ্ঠ এবং কুষ্ঠ রোগ হয় এই দশ প্রকার বংশ ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবেক ॥

কর্ত্তব্য ব্যবহার যথা ॥

মনুর চতুর্থাধ্যায়ঃ । ২ ।

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ। যাবৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥

প্রাণির অনপকার আচরণে যে বৃত্তি হইবেক তাহাতে ভার্য্যা ভৃত্যাদির প্রতিপালনানুষ্ঠান করিবেন। আপদগ্রস্থ হইলে কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাণিজ্য. কৃষি কর্ম্ম, করিলেও হানি নাই ॥

মনুর ৪ অধ্যায়ঃ ॥

৩।১২।১৪।১৫।১৬।১৯।২০।৯২।১৩৭। ১৩৮।১৩৯।১৪১।১৫৪।১৫৭॥

যাত্রা মাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভি-

রগর্হিতৈঃ। অক্লেশেন শরীরস্য কু-
র্ব্বীত ধন সঞ্চয়ং॥ সন্তোষং পরমাস্থা-
য় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সন্তোষ
মূলংহি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥
বেদোদিতং স্বকংকর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যা
দতন্দ্রিতঃ। তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রা-
প্নোতি পরমাঙ্গতিং॥ নেহেতার্থ প্রস
ঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্ম্মণা। ন বিদ্যমা
নেষ্বর্থেষু নার্ত্ত্যামপিযতস্ততঃ॥ ইন্দ্রি
য়ার্থেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্ত
য়েৎ॥ বুদ্ধি বৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানিচ
হিতানিচ। নিত্যংশাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নি
গমাংশ্চৈব বৈদিকান॥ যথা যথাহি
পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি। তথা

তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচি-
ন্তয়েৎ। কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান বে-
দতত্ত্বার্থমেবচ॥ নাত্মানমবমন্যেত পূ
র্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ। আমৃত্যোঃ শ্রিয়
মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাং॥ স
ত্যংব্রূয়াৎ প্রিয়ংব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ স
ত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চনানৃতং ব্রূয়াদেষ
ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ভদ্রং ভদ্রমিতিব্রূয়া
দ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ। শুষ্কবৈরং বি
বাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎসহ॥ হীনা
ঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়ো
ধিকান্। রূপদ্রব্য বিহীনাংশ্চ জাতি
হীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ॥ অভিবাদয়েদ্বৃ
দ্ধাংশ্চ দেবাচৈচবাসনংস্বকং। কৃতা-

ঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বি-
য়াৎ। দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভ-
বতি নিন্দিতঃ। দুঃখভাগী চ সত-
তং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥

৬ অধ্যায়ঃ॥ ৯১। ৯২॥

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভি
র্দ্বিজৈঃ। দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিত-
ব্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তে-
য়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা
সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

আপনার পোষ্যবর্গের সহিত স্বীয় জীবন ধার-
ণ নিমিত্ত শরীরের অক্লেশেতে স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা
ধন সঞ্চয় করিবেন। পরমসন্তোষেতে অবস্থি-
তি করিয়া সুখের নিমিত্ত সংযুত হইবেন অর্থাৎ
ব্যগ্রচিত্ত হইবেন না যেহেতুক সন্তোষই সুখের
মূল অর্থাৎ ইহকালে পরকালে স্বীয় সন্তোষ হং

ইলেই সুখ হয় ইহার যে বিপরীত সেই দুঃখ বীজ। আলস্য রহিত হইয়া বেদোক্ত নিত্য কর্ম্ম সর্ব্বদা করিবেন; যেহেতুক যথা শক্তি সে কর্ম্ম করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েন। গীতবাদ্যাদি এবং অযাজ্য যাজনাদিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন, এবং পতিতাদি হইতেও অর্থোপার্জ্জন করিবেন না। কামনায় রূপরসাদিতে প্রসক্ত হইবেন না। ইন্দ্রিয়ার্থে অতিপ্রসক্তি অন্তঃকরণ হইতেও নিবৃত্তি করিবেন॥ শীঘ্র বুদ্ধি বৃদ্ধি কর ব্যাকরণ, মীমাংসাদি শাস্ত্র এবং ধনোপার্জ্জনের শাস্ত্র এবং হিতকারি জ্যোতিষাদি শাস্ত্র এবঞ্চ বেদের অবিরুদ্ধ নিগম এই সমস্ত শাস্ত্র সর্ব্বদা আলোচনা করিবেন॥ যেহেতুক পুরুষ যে যে প্রকার শাস্ত্র অভ্যাস করেন সেই২ প্রকার জ্ঞানের উদ্দীপন হয়॥ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পুরঃসর ধর্ম্ম চিন্তা এবং অর্থ চিন্তা করিবেন॥ ধর্ম্মার্থের মূল স্বরূপ যে কায়ক্লেশ তাহা করিবেন অপিচ বেদের তত্ত্বার্থ জানিবেন। প্রথম সম্পত্তির নিমিত্ত উদ্যোগ করিয়া তদপ্রাপ্তে আপনাকে অবজ্ঞা করিবেন না॥ কিন্তু মরণপর্য্যন্ত শ্রী বাঞ্ছা করিবেন শ্রী দুর্ল্লভা এমন জ্ঞান করিবেন না। প্রিয় যে সত্য বাক্য তাহাই কহিবেন অপ্রিয় সত্য

বাক্যও কহিবেন না প্রিয়ও মিথ্যা কহিবেন না এই নিত্য ধর্ম্মঃ। অভদ্র বিষয়েতে ভদ্র প্রশস্ত ইত্যাদি বাক্য কহিবেন কোন ব্যক্তির সহিত নিষ্প্রয়োজনে শত্রুতা এবং বিবাদ করিবেন না॥ হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ, বৃদ্ধ, কুরূপ, জাতিহীন ইহাদিগকে ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা নিন্দা করিবেন না॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনা করিয়া আপনার আসন দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া উপাসনা নম্র তৎপ্রয়াণ কালীন পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন॥ দুরাচারী পুরুষ সংসারে নিন্দিত, এবং দুঃখভাগী ও ব্যাধিতে অল্পায়ু হয়। এই চারি আশ্রমী দ্বিজ সকলেই যত্ন করিয়া দশ প্রকার ধর্ম্মই নিত্য করিবেন॥ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়, নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, অর্থাৎ সন্তোষের নামধৃতি। অপকারকারিকে অপকার করণ সমর্থেও নিবৃত্তির নাম ক্ষমা। অকর্ত্তব্য হইতে অন্তঃকরণ নিবৃত্তির নাম দম। অন্যায়ে ধনাদি গ্রহণ হইতে নিবৃত্তির নাম অস্তেয়। শরীর শোধনের নাম শৌচ। বিষয়েতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। শাস্ত্র জ্ঞানের নাম বুদ্ধি। আত্মজ্ঞানের নাম বিদ্যা। যথার্থ কথনের নাম সত্য। ক্রোধের কারণ থাকিলেও ক্রোধ অনুৎপত্তির নাম অ

ক্রোধ। এই দশ প্রকার ধর্ম্ম স্বরূপ করিবেন॥ ইত্যাদি সহস্র২ এই প্রকার শত২ উপদেশ অ-র্থাৎ পিতা মাতার, আচার্য্যের, বয়োজ্যেষ্ঠের মা ন্যতা ইত্যাদি ইহাই ধর্ম্ম কথন গৃহস্থাশ্রমের শ্রে-ষ্ঠতা, রাজার ধর্ম্ম, প্রজার ধর্ম্ম, রাজার কর যে নিয়মে ধার্য্য, অসৎকর্ম্মের দণ্ড, রাজা করিবেন বাণিজ্যের, সমুদ্রে বাণিজ্যের কর গ্রহণ, বিচার যে প্রকারে করিবেন ঋণ করিয়া ঋণ পরিশোধ না করিয়া কোন কর্ম্ম ইত্যাদি সামুদায়িক গৃহস্থা-শ্রমের ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এবং গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা যথা।

মনুর। ২ অধ্যায়ঃ। ৯।

শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন হি মানবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥

শ্রুতি স্মৃতি সম্মত ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিলে ই-হকালে ধার্ম্মিক স্বরূপে কীর্ত্তি লাভ করেন পর-লোকে স্বর্গমোক্ষরূপ সুখ ভোগী হয়েন॥

৩ অধ্যায়ঃ। ৭৭। ৭৮। ৭৯।

যথাবায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজ ন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমা॥ যস্মাত্ত্রয়োপ্যাশ্রমিনো জ্ঞা নেনান্নেন চান্বহং॥ গৃহস্থেনৈবধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ সসংধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা। সুখঞ্চেহে চ্ছতা নিত্যং যোহংধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রি য়ৈঃ॥

যেমত বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী থাকেন, সেমত গৃহস্থাশ্রয়ে সকল আশ্রমী থাকেন অতএব তিন আশ্রমিদিগের নিত্য গৃহস্থ উপকার করেন সেইহেতুক গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ। যিনি অক্ষয় স্বর্গ ইহকালেও সুখভোগ ইচ্ছা করেন তিনি সযত্নে গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবেন যে আশ্রম ইন্দ্রিয়সকল দুর্ব্বলে ধারণ করিতে পারেন না।

মনু। ১২ অধ্যায়ঃ। ৭১। ৭২॥

বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতোবিপ্রোধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ। অমেধ্য কুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥ মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যোভবতি পূয়ভুক্॥ চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রোধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ॥

স্বধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণ ছর্দ্দি দ্রব্য ভোজী, উল্কামুখ নামে প্রেতবিশেষ হয়। স্বধর্ম্মচ্যুত ক্ষত্রিয় বিষ্ঠা এবং মৃতশরীর ভোক্তা কটপূতন নামে প্রেতবিশেষ হয়। বৈশ্য স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে পূয় ভোক্তা মৈত্রাক্ষজ্যোতিকনামে প্রেত বিশেষ হয়। শূদ্র স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে বস্ত্রস্থিত কীট ভোজী চৈলাশক নামে প্রেতবিশেষ হয়॥

॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

সম্ভবাংশ্চ বিযোনিষু দুঃখপ্রায়াসু নিত্যশঃ। শীতাতপাভিঘাতাংশ্চ বিবিধানি ভয়ানি চ॥

সর্ব্বদুঃখ যাহাতে এমত পশু যোনিতে উৎপন্ন হয়। তাহাতে শীত, উত্তাপ আঘাত, ইত্যাদি নানা প্রকার ভয় প্রাপ্ত হয়॥

অসকৃদ্গর্ভবাসেষু বাসংজন্মচ দারুণং। বন্ধনানি চ কষ্টানি পর প্রেষ্যত্ব মেব চ॥

বারম্বার গর্ব্ভেতে বাস এবং যোনি যন্ত্রাদি দ্বারা দুঃখদায়িকা উৎপত্তি এবং বন্ধনাদি দ্বারা দুঃখ এবং পরের দাস্য ক্রিয়া এই সকল প্রাপ্তি হয়।

৮০। ৮৮। ৯০। ৯১। ৯২॥

জরাঞ্চৈবাপ্রতীকারাং ব্যাধিভিশ্চো-পপীড়নং। ক্লেশাংশ্চ বিবিধাং স্তাং স্তান্মৃত্যুমেবচ দুর্জ্জয়ং।

অপ্রতীকার জরাকে, ব্যধিপীড়নকে, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি নানা ক্লেশকে আর দুর্নিবার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥

সুখ্যাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিক

মেব চ। প্রবর্ত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং॥

বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবর্ত্তক এবং নিবর্ত্তক। প্রবর্ত্তক কর্ম্ম স্বর্গাদি সুখ প্রাপক, নিবর্ত্তক কর্ম্ম মোক্ষ প্রাপক॥

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্ষ্টিতাং। নিবর্ত্তং সেব্যমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥

প্রবর্ত্তক কর্ম্ম করিলে দেবতাদিগের সমান হয়। অর্থাৎ সমান ফল পায়। নিবর্ত্তক কর্ম্ম করিলে শরীরারম্ভক যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত তাহাকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়॥

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি॥

স্থাবর জঙ্গমাদি এবং পৃথিব্যাদি সকল ভূতেতে আমি আত্মা স্বরূপ আছি। এবং পরমাণু প্রভূ-

তি যে সকল ভূত তাহারাও পরমাত্মা স্বরূপ যে আমি সেই আমাতে আছেন এই সামান্য জ্ঞানেতে যাবজ্জীবন অগ্ন্যষ্টোমাদি যাগ করিলে স্বরাজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

যথোক্তান্যাপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥

ব্রাহ্মণোত্তম শাস্ত্রোক্ত হইলেও অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া আত্মার ধ্যানেতে এবং ইন্দ্রিয় জয় করিতে এবং বেদাভ্যাস করিতে যত্ন করিবেন অর্থাৎ ইহাদ্বারা ব্রহ্মধ্যানাদি এই সকল মোক্ষের উপায় ইহা মাত্র জানাইয়াছেন।

তৎপরে প্রাচীনাবস্থার কর্ত্তব্যতা আপন পৌত্র দর্শনে শুক্লকেশ, গাত্র মাংস লোলিত, অবস্থায় পরমধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য করিতে বিধান করেন যথা।

মনুর ৬ অধ্যায়।

২।৩।৫।১০।১৩।১৪।২৪।২৬।২৮।৩২ ॥

গৃহস্থস্তু যদাপশ্যেদ্বলী পলিত মা-

ত্মনঃ। 'অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

গৃহস্থ যে কালে আপনার শরীরের মাস শিথিল এবং বার্দ্ধক্যের নিমিত্ত কেশাদি শুক্লবর্ণ এবং পৌত্র যে কালে দেখিবেন সেই কালে অরণ্য আশ্রয় করিবেন ॥

সংত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদং। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনংগচ্ছেৎ সহৈব বা॥

গ্রাম্য আহার এবং সকল পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া পুত্রকে ভার্য্যা সমর্পণ করিয়া কিম্বা ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিবেন ॥

মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূল ফলেন বা। এতানেবন্যের মহাযজ্ঞা ন্নির্বপেদ্বিধি-পূর্ব্বকং ॥

শুদ্ধতৃণধান্য, শাক, মুল, ফল, এই সকলেতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পান্ন করিবেন।

ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রায়ণঞ্চৈব চাতুর্মাস্যানি চাহরেৎ। উত্তরায়ণঞ্চ ক্রমশো দাক্ষ স্যায়ণমেব চ॥

নক্ষত্রেষ্টি আগ্রায়ণ চাতুর্মাস্য উত্তরায়ণ দক্ষি- ণায়ণ যাগকে ক্রমেতে করিবেন ॥

স্থলজোদক শাকানি পুষ্পমূল ফলা নি চ। মেধ্য বৃক্ষোদ্ভবান্যদ্যাৎ স্নে- হাংশ্চ ফলসম্ভবান্॥

স্থলে এবং জলে উৎপন্ন শাক এবং শুদ্ধ বৃক্ষ- জাত পুষ্প মূল ফল এবং ফলহইতে উৎপন্ন স্নেহ দ্রব্য ভোজন করিবেন।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ ভৌমানি করকা ণি চ। ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতক ফলানি চ॥

মধ ও মাংস এবং ভুমিতে জন্মে যে ছত্রাকার তাহার নাম করক এবং মালদেশে প্রসিদ্ধ ভুস্তৃণ

নামে শাক এবং ব্লাহীবেশ প্রসিদ্ধ শিগ্রু নামে শাক এবং শ্লেষ্মাতক বৃক্ষের ফল এইসকল ভোজন করিবেন না।

উপস্পৃশং স্ত্রিষবণং পিতৃন্দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ। তপশ্চরং চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ ॥

ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দেবতা ঋষিদিগের তর্পণ করত উগ্র তপস্যা করিয়া আপনার শরীর শুষ্ক করিবেন।

অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ। শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূল নিকেতনঃ ॥

সুখার্থে যত্ন করিবেন না ব্রহ্মচারির ন্যায় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া নিবাস স্থানে মমতা না করিয়া বৃক্ষমূলে বাস করিবেন।

গ্রামাদাহৃত্যবাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন। প্রতিগৃহ্য পটেনৈব পানিনা সকলেনবা ॥

বন্নবাসী হইয়া গ্রাম হইতেইষা আহরণ করিয়া পত্রে কিম্বা শরাবাদিতে কিম্বা হস্তেতে গ্রহণ করিয়া অষ্ট গ্রাস ভোজন করিবেন।

আসাংমহর্ষিচর্য্যাণাং ত্যক্তান্যতম যাতনুং। বীত শোকভয়োবিপ্রো ব্রহ্ম-লোকে মহীয়তে॥

এই সকল মহর্ষিচর্য্যার মধ্যে যে কোন এক অনুষ্ঠানে শরীর ত্যাগ করিলে বিপ্র শোক ভয় হইতে রহিত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ লোকে পূজ্য হন অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন॥

এবম্প্রকার আচারে ক্রমশঃ মনের উদ্বেগ দূরীকরণ করত সৎবস্তুতে মনঃসংযোগদ্বারা পরম সুখী হওন ইহাই মনুর আভাস॥

যুবক পাঠক মহাশয় প্রতি নিবেদন।

সামান্যযুক্তি প্রমাণে জরাদেহ কোন অংশেই স্থিত নহে। এবং তত্রাবস্থায় গৃহাশ্রমে অবশ্যই ঘৃণিত হইবেক যেহেতুক গৃহাশ্রমে পাল্য পাল-

কতা সম্বন্ধ অতএব পালককে পাল্য হইতে হই-
লেই স্বীয় মন ক্ষুব্ধতাত্যন্তিক দুঃখ কর হয়।
এবং দৈব উপাসনায় প্রবর্ত্ত হইলে পিতৃ পুণ্য-
দ্বারা পুত্রের কল্যাণ অবধারিতে জরা প্রতি শ্রদ্ধা
ভক্তি বৃদ্ধি হয়। এবং জীবাত্মায় পরমাত্মায় অ-
র্পণ সাধন ইষ্টাপত্তি মাত্রই ইহ‌ংশরীরে চমৎকার
এবং প্রাচীনাবস্থায় উপবাসাদিতে আয়ুর্বৃদ্ধি এবং
সুখকর পশ্চাৎ যুক্তি সিদ্ধ সাধারণের বিবেচ-
নার্থে লিখিত হইবেক। উক্ত ব্যবস্থা মনু সত্য-
যুগে নির্ব্বন্ধন করেন উপস্থিত কালে বহু সুলভ
ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে।

অতএব আশ্রম ধর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম পরস্পর বি-
ভিন্ন কথিত হইয়াছে ইহারি বাক্যার্থ ধর্ম্ম ও
পুণ্য।

অত্র অভিপ্রায় বিষ্ণুসংহিতার
৯৪ শ্লোক যথা।

গৃহীবলী পলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো-
ভবেৎ অপত্যস্য চাপত্য দর্শনেন বা।
পুত্রেষুভার্য্যা নিঃক্ষিপ্যতয়ানু গম্যমা-
নোবা।

গৃহী দেহের মাংস শিথিল দেখিলে কিম্বা পৌত্র দেখিলে পুত্রকে ভার্য্যা সমর্পণ করিয়া কিম্বা ভার্য্যার সহিত বনে বাস করিবেন।

অত্র অভিপ্রায় রঘুবংশে যথা।

শৈশবে ভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং। বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং।

বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা, যৌবনে উপার্জ্জন, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি যোগ দ্বারায় তনু ত্যাগ করিবেন।

অতএব গৃহস্থাশ্রমে ক্রিয়া মাত্রই সংকল্পাত্মক পরমধর্ম্ম আচরণে সংকল্প রহিত যথা।

মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ।

সংকল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবা। ব্রতানিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ। ৩।

এই সকল কর্ম্ম দ্বারা এই সকল ফল হয় এমত বুদ্ধির নাম সংকল্প। তৎপরে ইচ্ছা হয় তাহার

পর তাহাতে যত্ন করে এইরূপে যজ্ঞাদি সকলেরই সংকল্পই কারণ এবং ব্রত নিয়ম এবং অন্য যে কোন ধর্ম্ম তাহাতে ইচ্ছা না হইলে হয় না ।

অকামস্য ক্রিয়াকাচিদ্দৃশ্যতে নেহকর্হিচিৎ। যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতং । ৪ ।

কামনা ব্যতীত কোন কর্ম্মই হয় না অতএব যে কিছু কর্ম্ম করিতে হয় কামনাধীনই ঘটনা হয় ॥

অত্র তাৎপর্য্য যে বিবাহ, সন্তানোৎপত্তি, বান্ধব প্রতিপালন, যশ প্রার্থনা, ইত্যাদি সকলই কামনাধীন অতএব গৃহাশ্রমে সংকল্প যুক্ত কর্ম্মই কথিত হইল । পরম ধর্ম্মাচারে অকাম সকল কর্ম্মই হইবেক ।

উক্ত অভিপ্রায়ে পুরাণে এবং তন্ত্রে প্রণীত যথা ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৮ অধ্যায়ঃ ।

ফলসন্ধানরহিতা বিষ্ণুভক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ । মৎপ্রীতি ভক্তিকামাস্তে সর্ব্বদা

সর্ব্বকর্ম্মসু। গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য-
কর্ণে প্রবিশ্যতি। জীবন্মুক্তং বৈষ্ণ-
বন্তং বেদাঃ সর্ব্বে বদন্তি চ। পূরুষাণাং
শতংপুর্ব্বং পৈতৃকঞ্চ শতংপরং। মা-
তামহস্য চ শতং মাতরং মাতৃমাতরং।
ভগিনীং ভ্রাতরঞ্চৈব ভাগিনেয়ঞ্চ মা-
তুলং। শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব গুরুপত্নীং
গুরোঃ সুতং। গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং
মিত্রঞ্চ সহচারিণং। ভৃত্যং শিষ্যংত-
থাচেটীং প্রজাঃ স্বাশ্রমসন্নিধৌ। উদ্ধ-
রেদাত্মনাসার্দ্ধং মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ। মং-
ন্ত্রগ্রহণ মাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তস্য সংস্পর্শমাত্রেণ পুতংতীর্থঞ্চভব-
তং। তস্যৈবপাদরজসা সদ্যঃপূতা ব-
সুন্ধরা। পাদোদকপ্লুতং স্নানং তীর্থ

মেব ভবেদ্ধ্রুবং। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ৮ অধ্যায়ঃ।

ফল সন্ধান রহিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব সকল সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্মেতে কেবল আমার প্রীতি ভক্তি কামনা করিবেক। বিষ্ণুমন্ত্র গুরুমুখ হইতে যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করেন সেই বৈষ্ণব জীবন্মুক্ত সকল বেদে কথিত। সেই বৈষ্ণবের পূর্ব্বের শত পুরুষ পরের শত পুরুষ এবং মাতামহের শত পুরুষ মাতা এবং মাতামহী ভগিনী, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ি, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র গুরু, এবং জ্ঞানদাতা গুরু, মিত্র, ভৃত্য, শিষ্য, এবং স্বীয় আশ্রমের নিকটস্থ প্রজা, আপনার সহিত এই সকল উদ্ধার করেন তাহার স্পর্শে সর্ব্বতীর্থফল, তাহার পদধূলীতে পৃথিবী পবিত্রা, তাহার পাদোদকে স্নান করিলে নিশ্চিত তীর্থ স্নান হয়॥

২৫ অধ্যায় ভগবানুবাচ।

অহংপ্রাণাবৈষ্ণবানাং মমপ্রাণাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। তানেব দ্বেষ্টি যোমূঢো মমা

সূনাং সহিংসকঃ। পুত্রান্ পৌত্রান্ কলত্রাংশ্চরাজলক্ষ্মীং বিধায়চ। ধ্যায়ন্তে সন্ততং যেমাং কোমে তেভ্যঃ পরঃ প্রিয়ঃ। পরাভক্তানুমেপ্রাণা নচ লক্ষ্মীর্নশঙ্করঃ। ন ভারতী নচ ব্রহ্মা ন দুর্গা ন গণেশ্বরঃ। ন ব্রাহ্মণা ন বেদাশ্চ ন বেদজননী সুরাঃ। ন গোপী নচ গোপালা ন রাধাপ্রাণতঃপ্রিয়া ,ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সত্যংসারঞ্চ বাস্তবং। ন প্রশংসা পরংতেষাং তেচ প্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ॥

আমি বৈষ্ণব সকলের প্রাণ আমার প্রাণ বৈষ্ণব সকল। ইহার দ্বেষি, যে মূঢ় সে আমার হিংসক। যে আমাকে সদত ধ্যান করে তাহার পুত্র, পৌত্র, কলত্র, এবং রাজলক্ষ্মী, বৃদ্ধি হয় তাহার পর আমার প্রিয় আর কে আছে। ভক্তের অধীন আমার প্রাণ। লক্ষ্মী, শিব, সরস্বতী, ব্রহ্মা,

দুর্গা, গণেশ, ব্রাহ্মণ, বেদ, বেদমাতা, দেবতা সকল, গোপী, গোপাল, এবং রাধা, ভক্তের সমান ঞিঁহারাও প্রাণ প্রিয় নহেন ॥

অত্রস্থলে ফল সন্ধান রহিত হইয়া বিষ্ণু ভক্ত হইলে বৈষ্ণব আমার প্রতি ভক্তি কামনা করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবেক গুরু মুখে বিষ্ণু মন্ত্র যাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ হইয়াছে সকল বেদেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত কহিতেছেন। বৈষ্ণব আমার প্রাণ কিম্বা আমি বৈষ্ণবের প্রাণ শঙ্কর, লক্ষ্মী, দুর্গা, গোপ, গোপী, এবং রাধা, ইহাহইতেও আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ। অতএব অত্র সাধন কৃষ্ণময় সর্ব্বদা অর্থাৎ অহরহ কৃষ্ণময় দৃষ্ট হইলে কৃষ্ণপ্রাণ হইলেন এবং সুতরাং কৃষ্ণেরও প্রাণ হও হইল। শ্রীরাধিকার আহার ও নিদ্রা দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্নার্থে বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণরূপ কদাচিৎ বিস্মরণ সম্ভাবনা হইত অতএব বৈষ্ণব ততোঽধিক না হইলে অর্থাৎ সর্ব্ব কামনা রহিত না হইলে রাধা হইতে প্রিয় হয়েন কি প্রকারে সম্ভাবনা হয়। গুরু মুখে উক্ত মন্ত্র কর্ণে গ্রহণ করত পরক্ষণে গৃহাশ্রমের বিষয়ে প্রবঞ্চনা, শঠতা, অন্যমনা, বরঞ্চ সেই চিত্তে দুর্ভাবনা উদয়ে উক্ত সাধন ভ্রষ্টাচার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক এবং ভ্রষ্টাচারের

ফল পরীক্ষা করিলেই গৃহাশ্রমের কিম্বা সাধনার স্থপ্রতুল দৃষ্ট হইবেক না নচেৎ শাস্ত্রাজ্ঞা বিফল কদাচ নহে। মনু তজ্জন্য পরম ধর্ম্ম আচরণের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন॥

উক্তাভিপ্রায়ে মহাপ্রভুর সম্প্রদা শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর বিরচিত প্রেম ভক্তি কলির ভগবদ্গীতা রূপে গণিত হয় তত্রগ্রন্থে তৃতীয় পত্রে লিখিত যথা।

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি, কায়মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ সেবা, না পূজিব দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ॥ মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার। সাধন শরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া স্থসার॥ অসৎ সঙ্গতি সদা ত্যাগ কর অন্যগীতা, কর্ম্মীজ্ঞানী পরিহরি দূরে। কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেম কথা রসরঙ্গ, লীলা কথা ব্রজরস পুরে॥

অস্যার্থঃ॥ অন্যান্য সাম্যক কর্ম্ম রাহিত্যে এক চিত্ত হওন॥

মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে যথা ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে নাস্তি শাক্তাৎপরঃপ্রিয়ঃ। সৌরাণাং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ ॥ তদন্তে চৈব শাক্তাঃস্যুঃ ক্রমশঃ ২ প্রিয়ে । শৃণু দেবি বরারোহে নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ। শাক্তোঽপি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্মস্বরূপভাক্। আরাধিতা যেন কালী তারা ত্রিভুবনেশ্বরী। ষোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্নাচ বগলামুখী। আরাধিতা মহেশানি সশিবোনাত্র সংশয়ঃ। অতি গোপ্যং মহেশানি শাক্তানাং পরমংপদং। যোজানাতি মহীমধ্যে সশিবো নাত্রসংশয়ঃ। ব্রহ্মাদ্যর্চ্চিতপাদাব্জং যো ভজেৎ সততংমুদা প্রযাত্যচিরকালেন মুক্তি মন্দিরমেবহি ॥

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, শাক্তের পর প্রিয় নাই, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্তের অন্তে ক্রমে২ প্রিয় হয়েন। মহাদেব কহেন হে দেবি শাক্ত ভিন্ন

শ্রেষ্ঠ জন নাই এবং সাক্ষাৎ শঙ্কর এবং পরম ব্রহ্মস্বরূপ শাক্ত হয়েন। যিনি কালী, তারা ইত্যাদির আরাধনা করেন তিনি সাক্ষাৎ শিব ইহার সংশয় নাই। শাক্ত সকলের পরম পদ অতি গোপনীয় যিনি জানেন তিনিই শিব ইহারও সংশয় নাই। ব্রহ্মাদি পূজিত পাদপদ্ম যিনি হর্ষে সদত ভজনা করেন তিনি অচিরাৎ মুক্তি মন্দির গমন করেন ॥

অত্র শক্তিতে জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, সকল-ই দেহ নির্ব্বাহ করিতেছেন যথা অত্র কর্ম্ম করি-তে আমার শক্তি নাই ইহাতে রুদ্র নাই কিম্বা বিষ্ণু নাই ইহা কথিত হয় না কেবল শক্তি নাই কহিতে হয়। অত্র স্বীয় শক্তি খর্ব্ব করত পর-মা শক্তির সাধন করিলেই শিব হইবেন ইহা তেই শিবের শ্মশানে বাস এবং ভস্ম অমৃত আ-হার। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিতানন্তর পরম ধর্ম্ম আচরণ।

উক্ত আভাষে ভক্তবর রামপ্রসাদ সেনের উক্তি যথা।

আয়মন বেড়াতে যাবি। কালীকল্পতরুর মূলে গেলে চারি ফল কুড়ায়্যা পাবি। প্রবৃ-ত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিকে সঙ্গে লবি। বিবেক নামে তার পুত্র মনের কথা তায়

সুধাবি। শুচি অশুচি লইয়া দিব্য ঘরে ষ-
বেশুবি। ওরে তুই সতিনের পিরীত হলে
তবে শ্যামামারে পাবি। ধর্ম্মা ধর্ম্ম দুটা
অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি। নিষেধ পা-
শ নামানে যদি জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥

মনুগ্রন্থের স্থূল তাৎপর্য্য যে সৎহইতে অসৎ
জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে সেই অসতের কর্ম্ম নিয়-
মিত কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করত সতের সাধন
করণক্ষম হওয়া হইবেক নচেৎ নহে। যত্র প-
ঞ্চভূত ও তিনগুণ জগদুৎপত্তির কারণ উক্ত পঞ্চ-
ভূতের আরাধনা আশ্রম ধর্ম্মে করত পরম পদার্থ
সাধন কর্ত্তব্য। অতএব যে বেদ লোপ অত্র দেশে
বহুং পুরুষাবধি কথিত হইয়াছে এইক্ষণে রাজা
কর্ত্তৃক উক্ত চারিবেদ সামুদায়িক প্রকাশ হইতেছে
যথা ঋগ্বেদঃ।

প্রথম মণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং॥

গায়ত্রছন্দঃ মধুচ্ছন্দাঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র।

৩ অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব
দিবে দিবে। যশসম্বীরবত্তমং।

যশসং দানাদিনা যশোযুক্তং বীর বত্তমং অতিশয়েন বীরপুরুষোপেতং দিবে দিবে প্রতিদিনং পোষংএব পু ষ্যমাণতয়া বর্দ্ধমানং এব রয়িং ধনং অগ্নিনা অশ্নবৎ প্রাপ্নোতি।

৩ দিন দিন বৃর্দ্ধি হইতেছে এমত যশোযুক্ত এবং বীর পুরুষ বিশিষ্ট যে ধন তাহাকে অগ্নি দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় তৃচঃ

ইন্দ্র বায়ু দেবতা ॥

১৩

৪ ইন্দ্র বায়ু ইমে সুতা উপপ্রয়োভিরা গতং। ইন্দবোবা মুশন্তিহি।

৪ হে ইন্দ্র বায়ূ ইমে সোমাঃ সুতা অ ভিষুতাঃ ভবদর্থং প্রয়োভিঃ অস্মভ্যং দাতাব্যৈঃ অন্ন্যৈঃ সহ উপ আগতং অস্মৎ সমীপে আগচ্ছতং। ইন্দবঃ সো মা বাং যুবাং উশন্তি কাময়ন্তে হি য- স্মাৎ ॥

৪ হে ইন্দ্র আর বায়ু এই সোমলতা সকল তো-
মার দিগের নিমিত্ত অভিষুত হইয়াছে আমারদি-
গের দাতব্য অন্নের সহিত আগমন কর এই সো-
ম সকল তোমারদিগকে কামনা করিতেছে।

তৃতীয় তৃচঃ।

মিত্রা বরুণৌ দেবতা॥

১৭

৮ ঋতেন মিত্রা বরুণা বৃতা বৃধা বৃত
স্পৃশা।

ক্রতুং বৃহন্ত মাশাথে।

হেমিত্রা বরুণৌ ঋতাবৃধৌ ঋতং জলং
বর্দ্ধয়তঃ তৌ ঋতস্পৃশৌ ঋতং জলং
স্পৃশতঃ তৌ বৃহন্তং ক্রতুং ঋতেন অব-
শ্য ভাবিতয়া সত্যেন ফলেন আশা-
থে আনশাথে ব্যাপ্তবন্তৌ।

৮ হেমিত্র আর বরুণ হে জলবৃদ্ধি কর্ত্তা এবঞ্চ
জলস্পৃষ্টা অবশ্য ভাবি ফলদাতা বৃহৎ যজ্ঞেতে
তোমরা ব্যাপ্ত হইয়া আছ॥